ওয়ারেন দাদুর ধাঁধা-বাক্স

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

www.monersathe.com

ওয়ারেন দাদুর ধাঁধা-বাক্স

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

মনের সাথে.com

আনন্দ

www.monersathe.com

সূচি

ওয়ারেন দাদুর ধাঁধা-বাক্স ৯

শান্টুর টিম ৯১

স্যার রজার ডৌলারের মোতি ১৩৩

www.monersathe.com

ওয়ারেন দাদুর ধাঁধা-বাক্স

www.monersathe.com

সূর্য ডুবে গিয়েছে কিছুক্ষণ আর তার যাই-যাই আলোটাও বিশেষ পড়ে নেই আকাশে। পল বার্ড তাঁর কাজ সেরে ফিরে আসছেন বাড়ি। পলের ঘোড়ায় টানা বোগি গাড়ি মূল রাস্তা থেকে বাঁক নিল মাঠের ভিতর দিয়ে লাল নুড়ির রাস্তায়। বর্ষার সময় এখন। তবে কয়েকদিন বৃষ্টি নেই কলকাতায়। জুলাই মাস শেষ হতে আরও ছ'দিন বাকি। অফিসের কিছু হিসেব এই মাসের ভিতরেই জমা দিতে হবে উপরওয়ালার কাছে। না হলে মুশকিল আছে। পল তাই আজ একটু বেশিই চিন্তিত। অন্যদিন বাড়ি ফেরার সময় সন্ধের কলকাতা দেখতে ভাল লাগে ওঁর, কিন্তু আজ আর সেদিকে মন দিতে পারছেন না। তবু গাড়িটা জোরেই চালাচ্ছেন পল। রাস্তার লোকজনদের বিশ্বাস নেই। কে কোথায় ঘাপটি মেরে থাকে, বোঝা যায় না। টাকা-পয়সা লুঠ করতে তো এদের হাত কাঁপে না। খানিকটা সেই কারণেই পল গাড়িটা জোরে চালাচ্ছেন।

দূর থেকে বিশাল বড় হেস্টিংস হাউসটা দেখা যাচ্ছে। পল ওখানেই সস্ত্রীক থাকেন। বাড়িটার সামনের রাস্তার দু'দিকে বড় বড় গাছের ছায়ায় এই গোধূলি আরও রহস্যময়, আরও বিষণ্ণ লাগছে। বোগির সামনে জ্বলা ল্যাম্পগুলো এই অন্ধকারে আরও বেশি উজ্জ্বল লাগছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে পল ভাবলেন, আরও জোরে গাড়ি ছোটাবেন।

কিন্তু হাতের চাবুকটা তুলে ঘোড়াটাকে মারতে গিয়েও থমকে গেলেন তিনি। আরে সামনে ওটা কীসের আওয়াজ? আর-একটা ঘোড়ার গাড়ি কি? স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও, পলের মনে হল কিছু একটা যাচ্ছে। ফের চিন্তিত হয়ে গেলেন পল।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে আরও। তাই পল বেশ কিছুটা সামনে দিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়িটাকে দেখতে পেলেন না স্পষ্ট। কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগল তাঁর। ভাবলেন, এমন সময় বাড়িতে কে এল? কারও তো আসার কথা ছিল না। তবে?

www.monersathe.com

বোগির গতি বাড়ালেন পল। সামনের গাড়ির আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হল আরও। বাড়ি থেকে একশো গজ দূরের সেই গাড়ির পিছনের ধাতব প্যানেলে যেন নিজের বোগির ল্যাম্পগুলোর প্রতিবিম্বও দেখতে পেলেন। পল সেদিকে চোখ রেখে গাড়ি ছোটালেন।

রাস্তাটা সামনে গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে হেস্টিংস হাউসের পোর্টিকোর তলায় ঢুকে গিয়েছে। পল যেন দেখতে পেলেন সামনের গাড়িটাও পোর্টিকোর তলায় খটমট শব্দ তুলে ঢুকল। পলও নিজের বোগিটাকে ছুটিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলেন আর তারপরই থতমত খেয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ।

এ কী! পোর্টিকোর তলা তো শূন্য! তা হলে সামনে যে ঘোড়ার গাড়িটা আসছিল। সেটা কোথায় গেল? না, পল তো ভুল দ্যাখেননি! স্পষ্ট আওয়াজ শুনলেন! সামনের গাড়ির পিছনের প্যানেলে নিজের বোগির আলোর বিম্ব দেখলেন! এখন গাড়িটাই নেই! পল প্রায় লাফ দিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। কী হল ব্যাপারটা?

আর ঠিক তখনই শুনলেন তাঁর স্ত্রীর গলার আওয়াজ, "পল, পল।"

"কী হল?" পল দৌড়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

মেরি বললেন, "তুমি এখানে? তবে... ওটা কে ছিল?"

"মানে? কে ছিল মানে? কোথায়?"

"ওই যে সাদা-লাল ইউনিফর্ম পরা, মাথায় হ্যাট দেওয়া মানুষটা। আবছায়া পোশাকটা লাল-সাদাই তো মনে হল। ওই যে গাড়ি থেকে নেমে খুব দ্রুত দোতলায় উঠে গেল।"

"লাল-সাদা ইউনিফর্ম? কী বলছ তুমি?" পল বিভ্রান্ত হয়ে মেরির দিকে তাকালেন।

অল্প আলোয় মেরির ফরসা মুখটা কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

মেরি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মানুষটা। তারপর আমার ডাক শুনেই কেমন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নিমেষে। ব্যাপারটা কী বলো তো? মানুষ কখনও এমনভাবে মিলিয়ে যায়? এই ১৮৮৪ সালে এমনকি হতে পারে?"

পল উপরের দিকে তাকালেন। তারপর পোর্টিকোর দিকেও তাকালেন

www.monersathe.com

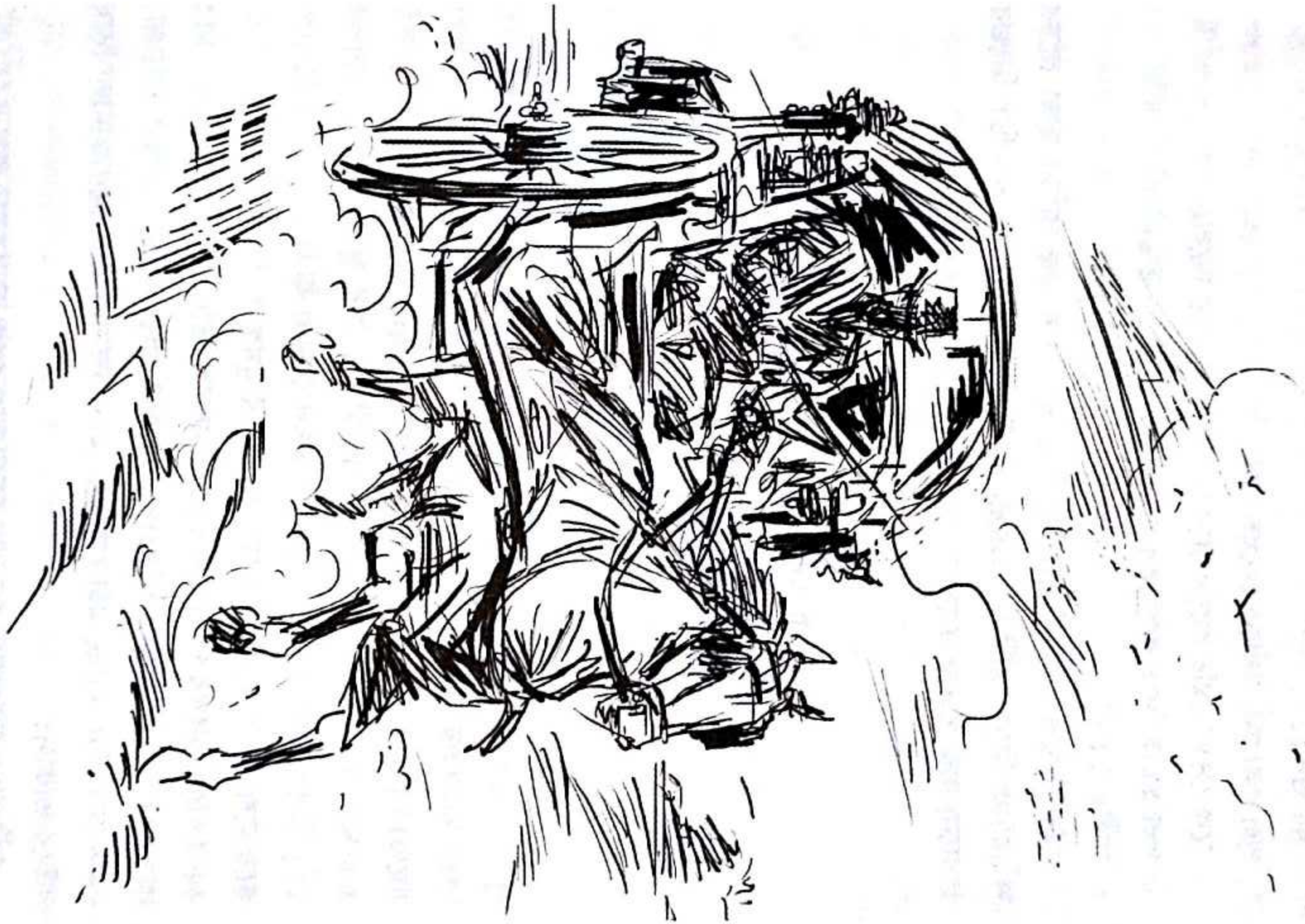

www.monersathe.com

একবার। অস্ফুটে বললেন, "তা হলে... তা হলে কি যেটা শুনেছি, সেটা সত্যি?"

"কী শুনছ?"

পল বললেন, "যাঁকে দেখেছ, সে..."

"কে সে?" মেরি অস্থিরভাবে তাকালেন পলের দিকে।

পল রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "ভূত।"

"কী? ভূত?"

"হ্যাঁ," পল ঢোক গিলে বড় কিউবের মতো বড় বাড়ির ছায়া রঙের শরীরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর কথা অনেক শুনেছি। নিজের হারানো বাক্স খুঁজতে এসেছে। এ ভূত, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত।"

॥ একশো সাতাশ বছর পর ॥

॥ ১ ॥

পুজোর পর কলকাতাটা কেমন যেন এলোমেলো আর উসকোখুসকো হয়ে যায়। সকালের রোদেরও যেন কেমন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বাড়িতে বসে মহীর বিরক্ত লাগে খুব। ধুর, পুজো শেষ মানেই সেই একঘেয়ে পড়াশোনা আর রুটিনবাঁধা জীবন। সেই স্কুলে যাওয়া, তারপর বাড়ি ফিরে এসে পড়তে বসা। এই এখন যেমন। ইতিহাস খুলে ইউরোপে কয়েকশো বছর আগে কী হয়েছিল, সেসব মুখস্থ করতে হচ্ছে। বিচ্ছিরি সব। আরে বাবা, পাশের পাড়ায় কী হচ্ছে আজকাল, তার খবর রাখে না কেউ আর কয়েকশো বছর আগের ইউরোপ! কী হবে এসব পড়ে। রোমের সাম্রাজ্য। কনস্ট্যানস্টাইন, ধ্যাত, মহী চোখের মোটা চশমাটা ঠিক করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

মহী থাকে দোতলায়। ওর দাদা রমের সঙ্গে ওকে রুম শেয়ার করতে হয়। এই

www.monersathe.com

ব্যাপারে মহীর কিছু করার নেই। রম এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। ফার্স্ট ইয়ার। ওর বিষয় হল ইলেকট্রনিক্স। সকালবেলাটা বাড়িতে থাকে না বললেই হয়। ফলে সকালবেলার প্রায় পুরোটাই মহীর। মহী ভাবে ও কবে যে বড় হবে? কবে যে এমন বস্তাপচা পড়ার থেকে রেহাই পাবে! কিন্তু কিছুই হয় না। সেই ইতিহাস, সেই ভূগোল!

মহীর ঘরের জানালার নীচে, একতলায় ওদের বড় উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে ওদের অ্যালসেশিয়ান পালোয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের বাড়িটা খুব বড়। একদম তিনতলা। রাসবিহারী মোড়ের কাছে এমন বড় বাড়ি আর নেই বললেই চলে। বড়রাস্তা থেকে একটা লেফ্‌ট টার্ন নিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা রাস্তায় ঢুকে কিছুটা গেলেই ডানদিকে ওদের বিশাল বড় এই বাড়ি। লোহার গেট দিয়ে ঢুকে গাড়ি বারান্দা। তার চারদিক ঘিরে বড় উঠোন। আর উঠোনের একপাশে বড় একটা বাগান। এই উঠোনটায় মাঝে-মধ্যে ক্রিকেট খেলে মহী।

টেব্‌লের উপর রাখা ঘড়িটা দেখল ও। সাড়ে এগারোটা বাজে। প্রায় তিনঘণ্টা পড়ছে। আর না। এবার নীচে না গেলেই নয়। দামুদা আজ চালতার আচার বানাবে, ব্যাপারটা সত্যি না দামুদা গুল মারল, মহী নিজে গিয়ে দেখবে।

মহী নীচের বারান্দায় দাঁড়াতেই পালোয়ান এসে পা ঘেঁষে দাঁড়াল। পালোয়ানের মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে লক্ষ করল, কোনও কারণে পালোয়ান কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রায় দৌড়ে নেমে গেল উঠোনে। আর ঠিক সেসময় ওদের মেন গেটের কাছে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনল মহী।

এমন সময় কে এল? মহীর বাবা অলোক ঘোষাল, আর কাকু অজয় ঘোষাল, সকলেই অফিসে। বাকিরা ইউনিভার্সিটিতে। বাড়িতে মা ছাড়া আছে ঠাকুরদা আদিনাথ ঘোষাল, মোহন মিশ্র, হীরকদা আর কাজের লোকরা। কাকিমা আর খুড়তুতো বোন রিয়া এখন কাকিমার বাপের বাড়িতে আছে। তাই মহী ভাবল, এমন সময় তো পোস্টম্যান ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না! সেল্‌সম্যানরা এলে গেটের কাছে দারোয়ান টেদাকে পরাস্ত করে তারা বাড়িতে ঢুকতে পারে না। তবে, কে এল?

www.monersathe.com

মহীও নেমে এল উঠোনে। দেখল ওদের গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে একটা কালো রঙের ছোট গাড়ি।

একজন ভদ্রলোক পিছনের দরজা খুলে নামলেন। তারপর সামনে মহীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আদিনাথবাবু আছেন?"

"দাদু? হ্যাঁ, স্টাডিতে আছেন। আসুন আমার সঙ্গে।"

ভদ্রলোক হেসে গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, "নকুল, বড় বাক্সটা নিয়ে আয় তো। সাবধানে আনবি। বেশ ভারী।"

মহী একটু উঁকি মেরে দেখল, গাড়ির পিছনের সিটে একটা বড় বাক্স। বড় একটা কাপড় দিয়ে প্যাক করা আছে। বাক্সটা গাড়ি থেকে নামিয়ে ফের হাতে তুলতে নকুলের মুখ বেঁকে গেল সামান্য। বাক্সটা সত্যিই বেশ ভারী। ওর অবাক লাগল। কী আছে বাক্সে?

মহী ওদের নিয়ে ঘরে পৌঁছে দেখল দাদু সামনে বসা মোহনের সঙ্গে দাবা খেলছেন। আদিনাথ মহী, রমের ঠাকুরদা হলেও ওরা দাদুই বলে।

মহীর আওয়াজ পেয়ে আদিনাথ পিছন ফিরে তাকালেন। আদিনাথের বয়স পঁচাত্তর। ছোটখাটো চেহারা মানুষটার। সারাজীবন ফিজিক্স নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এখনও ছাত্রদের পড়ান। এমনকী গরিব ছাত্রদের নিজের বাড়িতে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থাও করেন। এই বাড়িতেই তো দিবাকর, মধুপ আর রণেশরা পড়াশোনা করে। এই নীচের তলাতেই স্টাডির পাশেই ওদের আলাদা তিনটে ঘর।

মহী বলল, "ইনি এসেছেন তোমার কাছে।"

আদিনাথ উঠে দাঁড়ালেন, "ও আপনিই সুকুমারবাবু? ফোনে আপনার সঙ্গেই কথা হয়েছিল তো!"

সুকুমার গদগদ হয়ে হাসলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই কথা হয়েছিল। আচ্ছা, এই বাক্সটা কোথায় রাখি বলুন তো?"

"ওদিকের টেব্‌লে রাখলেই হবে।"

নকুল টেব্‌লে বাক্সটা রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মহী বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আদিনাথ সুকুমারকে আর-একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর সামনে

www.monersathe.com

বসা মোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুকুমারবাবু, ইনি হলেন মোহন মিশ্র। ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক। লেখালেখিও করেন। এই বাড়িতেই এখন আছেন। আর মোহন, ইনি সুকুমার দে। অ্যাডভোকেট।"

সুকুমার নমস্কার করে সামান্য ইতস্তত করলেন।

আদিনাথ হেসে বললেন, "আরে আপনি হেজিটেট করবেন না। মোহন এখন এই বাড়ির সদস্য হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই ক'মাসের মধ্যে। আপনি সংকোচ না করে ওর সামনেই বলতে পারেন।"

সুকুমার আশ্বস্ত হয়ে হাসলেন। বললেন, "অবশ্যই অবশ্যই। তা হলে ঠিক আছে, কাজটা সেরে নিই। যদিও আপনি জানেন তবু আমার মনে হয়, আমার বলা উচিত যে, আপনার বন্ধু লেট ওয়ারেন ইউলিয়াম ওয়াটসন তাঁর মৃত্যুর আগে আমাকে যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই অনুসারে আমি এসে আপনাকে এই বাক্স আর চিঠিটা দিয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন, নানারকম সরকারি নিয়মের জন্য মাস দুয়েক দেরি হল। না হলে আরও আগে আসতাম।"

সুকুমার কথা শেষ করে নিজের হাতব্যাগ থেকে একটা মোটা খাম বের করে আদিনাথের হাতে দিলেন।

মহী হঠাৎই বলে উঠল, "এটা ওয়ারেন দাদুর বাক্স!"

আদিনাথ মহীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় হাসলেন, "হাঁ মহীবাবু। উইলের বাক্স।" তারপর সুকুমারের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললেন, "উইল আমায় বেশ কয়েকবার বলেছিল বটে যে, ও আমায় একটা জিনিস দেবে। কিন্তু কী, সেটা কোনওদিন বলেনি। বলেনি বলে আমিও ততটা গুরুত্ব দিইনি। এখন দেখছি যে, সেটা আসলে একটা বাক্স। তা, আপনি কি জানেন বাক্সতে কী আছে?"

সুকুমার মাথা নাড়লেন, "আমি সত্যিই জানি না। বাক্সটার গায়ে একটা পুরনোদিনের মতো নাম্বারিং লক লাগানো আছে। আর কম্বিনেশন আমি জানি না। এই মুখ-বন্ধ চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছিলেন। দেখুন, এতে থাকতে পারে!"

আদিনাথ খানিকটা চিন্তা করে খামটা হাতে নিয়ে দেখলেন। মাঝারি মাপের খাম। হ্যান্ডমেড পেপারের তৈরি। খামটা এমনকিছু মোটা নয়। বোঝাই যাচ্ছে যে, ভিতরে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই।

www.monersathe.com

সুকুমার বললেন, "আমি কাজটা করে গেলাম। আমি আর বসব না। অন্য কাজ আছে। আমি তবে আসি?"

আদিনাথ সুকুমারবাবুকে আটকানোর মৃদু চেষ্টা করলেও তিনি শুনলেন না। বললেন, তাঁর নাকি কী একটা জরুরি কাজ আছে। ফলে সুকুমারবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের সকলেই বাইরে এল। আর বেরিয়েই চমক।

আরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হীরক কী করছে?

আদিনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, "আরে হীরক, তুই কী করছিস এখানে দাঁড়িয়ে?"

হীরক থতমত খেল একটু, "না মানে, ইয়ে... দাদু... আমি ওই... মানে তোমার থেকে একটা বই নিতে এসেছিলাম।"

"ওই, তাই," আদিনাথ এগিয়ে গেলেন সামনে। মহী দেখল, হীরকের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। এভাবে দরজার বাইরে দাঁড়ানোটা দাদু পছন্দ করেননি, সেটা বুঝতে পেরেছে ও।

হঠাৎ মহীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। আসলে হীরককে ওর খুব ভাল লাগে। পাতলা বেঁটে-খাটো চেহারার ছেলেটা বেশ ভাল। তবে দোষের মধ্যে এই যে, কৌতূহলটা একটু বেশি।

হীরক মহীদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তবে কতটা দূর সম্পর্ক জানতে চাইলে হীরক বলেছিল, "ওই টেলিস্কোপ দিয়ে দেখার মতো দূর, বুঝলি! আসলে মা-বাবা মারা যাওয়ার পর কেউই ঠাঁই দেয়নি। নিজের জ্যাঠা খুব হিসেবি মানুষ। ভাতের দাম নিয়ে হিসেব করে দেখল যে, লস হচ্ছে। তাই টিপ করে আমায় এমন ছুড়ে মারল যে, কলকাতায় তোদের বাড়িতে এসে পড়লাম। তবে আদিনাথদাদু ওই লতায়-পাতায় সম্পর্কটাকে আর ছেঁটে ফেলতে পারেননি। আমিও সেয়ানা ছেলে, দাদুর ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে আমি, হীরক মুখুজ্জে, থেকে গেলাম।"

হীরক হাসির ছলে কথাটা বললেও এর ভিতরে কোথায় যেন একটা কষ্ট টের পায় মহী। সে বোঝে যে, পৃথিবীতে বাবা-মা না থাকাটা খুবই কষ্টের। মা যতই পড়া নিয়ে বকুক। মহী তো সকালে উঠে মাকে না দেখে থাকতেই পারে না। আর সত্যি বলতে কী, এ বাড়ির টুকটাক কাজকর্ম তো হীরকই করে

www.monersathe.com

দেয়। মহী বোঝে হীরক এ বাড়ির ম্যানেজার গোছের হয়ে আছে। সকলের দরকারে খাটে, কিন্তু কেউই ঠিক মন দিয়ে দ্যাখে না হীরককে।

আদিনাথদের ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর লম্বা বারান্দাটার শেষ প্রান্তে হীরককে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন খারাপ লাগল মহীর। ছেলেটা সত্যিই ভাল। কিন্তু হঠাৎ কেন যে এমনটা করল, কে জানে?

সুকুমার গাড়ির সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা কথা বলার ছিল। মিস্টার ওয়াটসেন আমায় একটা কথা বলেছিলেন আপনাকে বলতে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ," সুকুমার যেন মনে-মনে গুছিয়ে নিলেন কথাটা। তারপর বললেন, "আমি এটা জানি যে, উনি মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করে এবাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে ওঁর নিজের বাড়িতে চলে যান। তারপর আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেননি। কী তাই তো?"

আদিনাথ বললেন, "ঠিক বলেছেন আপনি। উইলের এত মাথা গরম ছিল যে কী বলব! সামান্য একটা কারণে এমন রেগে গিয়ে চলে গেল! অবশ্য আগেও এরকমভাবে চলে গিয়েছিল। হয়তো সেকারণেই এবারও ভেবেছিলাম রাগ পড়লে চলে আসবে, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ চলে যাবে ভাবিনি।"

সুকুমার ধীর গলায় বললেন, "সেজন্যই বলছি, আমায় মিস্টার ওয়াটসন বলেছিলেন যে, ওঁর কাছে এমনকিছু আছে, যার জন্য নাকি ওঁর প্রাণও যেতে পারে! ব্যাপারটা নিয়ে সেই কারণেই আমার চিন্তা হচ্ছে।"

"সে কী! কিন্তু আমি যে শুনলাম, ওঁর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই। সকালে বাগানে পড়ে থাকতে দেখা যায় মিস্টার ওয়াটসনকে। এমনকী ডাক্তারও বলেছেন ব্যাপারটা হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু আমার কেমন যেন...যাই হোক, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। যাক, আপনাকে বাক্সটা দিয়ে গেলাম, আপনি ওটাকে এবার সামলান আর..."

"আর?" আদিনাথ তাকালেন সুকুমারের দিকে।

"আর নিজেদেরও একটু খেয়াল রাখবেন। কারণ এমন কেউ এর পিছনে

www.monersathe.com

আছে যার জন্য মিস্টার ওয়াটসনের মনে হয়েছিল ওঁর জীবন বিপন্ন। আপনি সাবধানে থাকবেন আদিনাথবাবু। মাথায় রাখবেন যে, গুপ্তধন কিন্তু গুপ্ত থাকে না।"

॥ ২ ॥

রাতের খাওয়াটা সকলে একসঙ্গেই করে এ বাড়িতে। মানে, এরকমটাই নিয়ম। মহীর মনে হয়, কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাইনিং টেব্‌লটা বোধ হয় ওদের বাড়িতেই আছে।

আজ খেতে বসেই মহীর বাবা, অলোক বললেন, "বাবা, এসব কী হচ্ছে বলো তো!"

"মানে?"আদিনাথ অবাক হলেন।

"আরে আমাদের বাড়িতে কী আছে?"

"এটা আবার কীরকম প্রশ্ন? তুই জানিস না কী আছে?"

অলোক টেব্‌লে বসা সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে তা নয়। আমাদের বাড়ি কি কিউরিও শপ নাকি? গত চারদিন ধরে একদল বিদেশি ফোন করে মাথা খারাপ করে দিয়েছে আমার। কীসব বলছিল ওরা! ওই ওয়ারেন আঙ্কলের জিনিসপত্র নাকি সে কিনতে চায়! তা ছাড়া কী করে আমার ফোন নম্বর পেল ভগবান জানে! শুধু বলে, ওঁর আঁকা ছবি, ওঁর ব্যবহার করা পুরনো জিনিসপত্র কিনতে চায়। একবার দেখতে দিলেও চলবে। কী ঝামেলা বলো তো!"

আদিনাথ বললেন, "কই, আগে বলিসনি তো!"

মহী দেখল এটা শুনে ওর কাকু অজয় হাসলেন। তারপর বললেন, "আরে বাদ দাও না। মোদ্দা কথা, তোমার ওই বন্ধু আর ইহজগতে নেই। তাঁর জন্য রাখা ঘরটাও ফালতু আটকা পড়ে আছে। তা সেটার জিনিসপত্র যদি কেউ কিনতে চায়, তা হলে তো ভালই।"

"না, ভাল নয়," এবার খাওয়ার টেব্‌লের ওদিক থেকে কথা বললেন মোহন। বছর পঞ্চাশের এই ভদ্রলোককে বেশ ভাল লাগে মহীর। মাঝারি

www.monersathe.com

উচ্চতার মানুষটা বেশ অমায়িক। ব্যবহার খুব ভাল। আদিনাথ একসময় দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। তখন তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন দীনদয়াল ত্রিবেদী। এই মোহন মিশ্র সেই দীনদয়াল ত্রিবেদীর পরিচিত। তাঁর রেফারেন্সেই এসেছেন কলকাতায়। ভদ্রলোক ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, মানে এখনও করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নাকি তাঁর ঘোরা। এখন কলকাতায় এসেছেন পুরনো কলকাতার উপর একটা বই লিখবেন বলে। দীনদয়াল ত্রিবেদী এখন আর দেশে থাকেন না। আমেরিকায় থাকেন। সেখান থেকে তিনি ই-মেলে আদিনাথকে মোহনের কথা লিখেছিলেন। এখন মোহন এই বাড়িতেই থাকেন।

অলোক আর অজয় প্রথম-প্রথম একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন এই বলে যে, একদম অচেনা একজন এসে বাড়িতে থাকবে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই আদিনাথ পাত্তা দেননি। আসলে এই বাড়িতে বাইরের লোকজনের এসে থাকাটা খুব সাধারণ ব্যাপার। এরকমটাই রীতি। ওই তিনজন ছাত্রই তো থাকে। আদিনাথের পিতামহের নামে একটা ট্রাস্ট আছে। সেখান থেকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য খরচ দেওয়া হয়। এই তিনজন ছাত্র যে এখানে থেকে পড়ছে, সেটাও ট্রাস্টের টাকাতেই। তাই মোহনের এই বাড়িতে এসে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আর মোহন মানুষটি এতই ভদ্র আর ভাল যে, তাঁকে সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। মানুষটা নিজের মনে থাকেন। বইপত্তর পড়েন। মাঝে-মাঝে বেরোন। তারপর রাত জেগে লেখালিখি করেন। তাঁর ঘরে কাজের লোক ছাড়া বিশেষ কেউ যায় না। মোহনের কথায়, আর মাসখানেকের মধ্যেই এখানে কাজ শেষ করে ও চলে যাবেন।

একসঙ্গে খেতে বসে সংসারের নানা কথাবার্তা হয়। কিন্তু কোনও কিছুতেই মোহন কখনও কথা বলেন না। তাই আজ যখন বললেন, তখন সকলে একটু আশ্চর্য হল।

অলোক বললেন, "কেন, এমন কথা বলছেন কেন?"

"মোহন মাছটা ভেঙে থামলেন, তারপর বললেন, কারণ আমার বিশ্বাস, যে কিনতে চাইছে সে জানে যে, মহা মূল্যবান কিছু আছে ওসব জিনিসপত্রের মধ্যে। মানে এমন কিছু আছে যা তোমরা জান না।"

www.monersathe.com

"আমরা জানি না, আর বাইরের লোক জানে।" অজয় অবাক হলেন।

"তোমরা ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের লেখা 'মাই ক্যালকাটা ক্রনিকাল' বইটা পড়েছ?" মোহন এবার সকলের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন।

"বই?" আদিনাথ নিজে থেকেই বললেন, "আমি তো পড়িনি। আসলে কেউ তো খুব একটা হিস্ট্রি নিয়ে এখানে চর্চা করে না। তাই পড়া হয়নি।"

কথাটা ঠিক, আদিনাথের মতো অলোক আর অজয়ও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। এমনকী মহীর মা, কাকিমারাও তাই। ইতিহাস, ভূগোল একমাত্র এখন বাড়িতে পড়ে মহী। তাও নিমের পাচন গেলার মতো মুখ করে।

"ও, কেউই পড়নি?" মোহন কেমন হতাশ হলেন।

"আমি পড়েছি," সকলকে চমকে দিয়ে বড় টেব্‌লের কোনায় বসে থাকা হীরক হঠাৎ বলে উঠল।

"তুই?" অলোক খাওয়া থামিয়ে অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, বইটাতে ওয়ারেনদাদুর কিছু ব্যক্তিগত কথা লেখা আছে। আর তার সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসটাও নিজের মতো করে বলেছেন। এ ছাড়া..."

"থামলি কেন? বল!" ঝুঁকে বসলেন আদিনাথ।

"মানে, চেন্নাইয়ের একটা ঘটনা আছে। সাতের দশকের শেষদিকে ওয়ারেনদাদু চেন্নাইয়ের একটা গ্রাম থেকে মূল্যবান কিছু জিনিস সস্তায় কিনেছিলেন। জিনিসটা কী, সেটা বলা নেই। তবে এটা আছে যে, সেটা হস্তগত করার জন্য বেশ কয়েকবার দাদুর উপর অ্যাটাক হয়। তার ঠিক পরই দাদু ইংল্যান্ডে চলে যান চার বছরের জন্য। তারপর সব ঠান্ডা হয়ে গেলে আবার ফিরে আসেন দেশে।"

"মনে পড়েছে," আদিনাথ বললেন, "ঠিক, বহুদিন আগে উইলে এমন কিছু সমস্যা হয়েছিল বটে।"

হীরক বলল, "আমার মনে হয় মোহনবাবু ওই মূল্যবান জিনিসের কথাই বলছেন।"

"আদিনাথবাবু আপনি কিছু জানেন ওই জিনিসটা সম্বন্ধে?" মোহন আদিনাথের দিকে তাকালেন।

"না না, গন্ডগোল হয়েছিল জানি। কিন্তু কী জিনিস নিয়ে সেটা তো কিছু উইল কোনওদিন..." বলতে গিয়েও থেমে গেলেন আদিনাথ।

www.monersathe.com

"কী হল?" একসঙ্গে বলে উঠলেন অলোক-অজয়।

"ওয়েট," আদিনাথ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জলের গেলাসের দিকে, "উইল কিছু বলেনি। খ্যাপাটে মানুষ ছিল তো। না হলে কেউ সারাজীবন নিজের দেশ ছেড়ে এখানে কলকাতার হিস্ট্রি আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে পড়ে থাকে! বাংলা শেখে! কিন্তু মূল্যবান... তবে কি বাক্সটা?"

"ওই সুকুমারবাবুর দিয়ে যাওয়া বাক্সটা? মানে গুপ্তধন?" মহী উৎসাহিত হয়ে উঠল।

"এর মানে কী বাবা? গুপ্তধন মানে?"

আদিনাথ খাওয়া শেষ করে ফেললেও, উঠলেন না। বললেন, "ও তোদের বলা হয়নি, আসলে দিনকয়েক আগে সুকুমার দে বলে একজন..."

মহী দাদুর কথায় মন না দিয়ে হীরকের দিকে তাকাল। দেখল হীরকও শুনছে না, কীসব ভাবছে মনে হচ্ছে। মহীর চাপা একটা উত্তেজনা হচ্ছে মনের ভিতরে। কেন হচ্ছে ও জানে না, কিন্তু মন যেন বলছে কিছু একটা হবে। এই সময়টা শুধু শুকনো পড়াশোনার মধ্যে কাটবে না।

আদিনাথ কথা শেষ করা মাত্র অলোক বললেন, "বাবা, এটা তুমি আমাদের বলোনি। নিশ্চয়ই ওই বাক্সতে কিছু একটা আছে। আর কথাটা ঠিক বেরিয়ে গিয়েছে। ফলে লোকজন ফোন করতে শুরু করেছে।"

"কিন্তু বাইরের মানুষ কথাটা জানবে কীভাবে?" মোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"সেটা কোনও সমস্যা নয়। সুকুমারবাবুর অফিস থেকে কথা বেরোতে পারে। শান্তিনিকেতনের কেউ কথাটা জানতে পারে বা আমাদের এখান থেকে..." হীরক কথাটা শেষ না করেই থামল।

"এখান থেকে কে বলবে?" আদিনাথ তাকালেন হীরকের দিকে, "আর বলবেটাই বা কী? আমরা তো কিছুই জানি না। বাক্সটার উপরে জড়ানো কাপড়টা খুলে আমি দেখেছি, নাম্বারিং লক লাগানো আছে।"

"আরে সঙ্গের চিঠিতে কোনও কম্বিনেশন নেই ওই লকারটার?" মহী জিজ্ঞেস করল।

"না রে, ওটা একটা চিঠি। মানে একটা চিঠি আর একটা ছোট মুখবন্ধ খাম। হ্যাঁ, ওই বড় খামটার ভিতর আর-একটা পাতলা খামও আছে। যদিও ওটা

www.monersathe.com

আমি খুলিনি," আদিনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "যাক গে। বাদ দে। পরে দেখা যাবে। উইলের মাথায় পোকা ছিল। একটা বড় মানুষ যে এমন ছেলেমানুষি করতে পারে!"

মহী তাও জিজ্ঞেস করল, "বাংলায় লেখা চিঠি না ইংরেজিতে?"

"বাংলায়। আরে উইল তোর আমার চেয়ে ভাল বাংলা লিখত। সেই বাষট্টি সাল থেকে এদেশে আছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলায় পড়বে বলে ভাষাটাই শিখে নিল," আদিনাথ হেসে বললেন।

"তা কী আছে চিঠিতে?" মহী আবার জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু আদিনাথ কিছু বলার আগেই অলোক বললেন, "তখন থেকে দেখছি বড়দের কথার মাঝখানে কথা বলছিস। ওঠ এবার। খাওয়া হয়ে গিয়েছে যখন তখন ওঠ। তোর দাদাকে দেখে শিখিস না? কখন খেয়েদেয়ে ঘরে গিয়ে পড়াশোনা করছে। যা গিয়ে এক প্রশ্নমালা অঙ্ক কর।"

মহী অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে গেল মুখ ধুতে। ওর এটাই ভাল লাগে না। ছোট বলে কি ওর জানতে ইচ্ছে করতে নেই? বড়রাই কি সব জানবে? আর ছোটরা কি ফাউ? কিন্তু বাবাকে খুব ভয় পায় মহী। সবকথা মেনে চলে। মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মহী। কিন্তু মনটা খচখচ করছে ওর। কেন একজন হঠাৎ করে কিনতে চাইছে ওয়ারেনদাদুর জিনিসপত্র? কী আছে ওই বাক্সে?

"ফালতু ব্যাটারি পোড়াস না।"

পাশ থেকে হীরকের গলায় চমকে গেল মহী, "মানে?"

"মানেটা সহজ। পুরনো জিনিসপত্র আছে, লোকে তাই কিনতে চাইছে। এর বেশি কিছু নয়।"

"কিন্তু এতদিন তো চায়নি!"

"আরে ওয়ারেনদাদু তো আগে মারাও যাননি। দাদু প্রায় সবকিছু নানা সংগ্রহশালায় দান করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের এখানে ওঁর ঘরে কিছু জিনিস আছে আর আছে ওই বাক্স। ওই ঘরের জিনিসগুলো বেশ পুরনো, তাই হয়তো খবর পেয়ে কিনতে চাইছে। ওয়ারেনদাদুর তো সাতকুলে কেউ ছিল না। তাই যা আছে এ বাড়িতেই আছে। ফলে এখানেই তো যোগাযোগ করবে।"

মহীর পছন্দ হল না কথাটা, "ধুত, তুমি কেমন করে বলছ জানি হীরকদা।"

www.monersathe.com

"শোন যাতে রহস্য নেই, সেটা তুই জোর করে করবি নাকি? শুধু একটা ব্যাপার..."

"কী ব্যাপার?" মহী তাকাল।

হীরক বাইরের আবছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদু ওই বড়খামের ভিতরের ছোটখামটা খুললেন না কেন?"

"কেন বল তো?" মহী হীরকের দিকে তাকাল।

হীরক কেটে-কেটে বলল, "কারণ একটাই হতে পারে। খামটা দাদুর জন্য নয়। আর আমার মনে হয়, বাক্সটাও তাই দাদুর জন্য নয়। ওটা অন্য-কারও জন্য। অন্য আর-একজন কেউ আছে যে বাক্সটার কথা জানে। প্রশ্নটা হচ্ছে, কে সে? কে জানে ওয়ারেনদাদুর বাক্সের কথা? আর জানলে সে কি আসবে বাক্সটা নিতে?"

॥ ৩ ॥

লোকটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছে মনো। মাঝারি উচ্চতা, শ্যামলা রং। একটা টি-শার্ট আর কটনের প্যান্ট পরে রয়েছে। দেখলে মনে হবে আর-পাঁচটা মানুষের মতো। কিন্তু আসলে তা নয়। ডিনার করার জন্য রেস্তরাঁয় বসার পর থেকে লোকটাকে লক্ষ করছে ও। ওর দিকে তাকাচ্ছে না বিশেষ। কিন্তু মনো তবু বুঝতে পারছে যে, ওকেই দেখছে। এসব খুব ভাল বুঝতে পারে মনো।

মুম্বইয়ে থাকার সময় থেকেই বিপথে যাওয়া শুরু হয়েছিল মনোর। বেটিং, ড্রাগ্‌স, স্মাগড-ডসের ক্যারিয়ার, ইত্যাদি নানা অন্ধকার কাজকর্ম্ম করেছে ও। এর উপর জুয়ার নেশাও আছে। এখনও জুয়ার কারণে ধারের বোঝা টানতে হয় ওকে।

এসব আর ভাল লাগে না মনোর। অনেক হল। এবার ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন চায়। কিন্তু সেটা যে কীভাবে সম্ভব বুঝতে পারছিল না। পড়াশোনাও মন দিয়ে করেনি, ফলে এখন তার ফলই ভুগতে হচ্ছে ওকে।

এমন দিশেহারা যখন ওর অবস্থা ঠিক তখনই ফোনটা এসেছিল ওর কাছে।

www.monersathe.com

ওর মায়ের ধর্মভাই, মানে মামার ফোন। কলকাতায় থাকত মানুষটা। নাম ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসন। ইংরেজ মানুষ। লোকটা খুব ছোট করে নিজের পরিচয় দিয়ে, অল্প কথায় বলেছিলেন যে, সাতকুলে কেউ না থাকায় তিনি মনোর জন্য, মানে তাঁর ধর্মবোনের সন্তানের জন্য অমূল্য কিছু রেখে যেতে চান। সেটা তিনি তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে যাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই বন্ধু তাঁকে ফোন করলে, মনো যেন সেটা গিয়ে নিয়ে আসে সেই বন্ধুর কাছ থেকে।

মনো জিজ্ঞেস করেছিল কী জিনিস। কিন্তু ওয়ারেন বলেননি। শুধু বলেছিলেন, "জিনিসটা খুবই মূল্যবান, কিন্তু সেটা এমনিই পাবে না তুমি। খেটেই উদ্ধার করতে হবে তোমায়। আমি জানি তুমি অপদার্থ। কিন্তু আমার ধর্ম-বোনের ছেলে হিসেবে তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। তুমি মাথা খাটিয়ে বের করবে মূল্যবান জিনিসটা কী। পেলে জানবে সেটা তোমার রোজগার। আর সেটা তোমায় প্রচুর অর্থের মালিকও করে দেবে। কিন্তু নিজের অপদার্থতটা ঝেড়ে ফেলে তোমায় সেটা খুঁজতে হবে। যথা সময়ে আমার বন্ধু তোমায় ফোন করে ডাকবেন। তাঁর কাছে গিয়ে জিনিসটা নেবে তুমি। তারপর তার সূত্র ধরে মূল্যবান জিনিসটা খুঁজে নেবে। সেটাই হবে তোমার সারা জীবনের রোজগার। সম্মানের রোজগার। তুমি তোমার একটা ছবি আমায় মেল করে দাও। আমার মেল আইডি তোমায় বলছি।"

মনো মেল আইডি টুকে নিয়ে অবাক হয়ে বসে ছিল। মায়ের কাছে ও শুনেছিল বটে এই ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের কথা কিন্তু তিনি যে এমন ফোন করবেন তা ভাবতে পারেনি।

মায়ের ধর্মভাই লোকটা। শান্তিনিকেতনেই নাকি আলাপ। মায়ের বিয়ের আগে। একবার খুব অসুস্থতার সময় মা সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছিল স্বজনহীন মানুষটাকে। সেই থেকে ওয়ারেন মাকে বোন হিসেবেই দেখতেন। পরে মায়ের বিয়ে হয়ে যায়। ওরা মুম্বই চলে আসে। বাবার মৃত্যুর পর ওদের অবস্থা পড়তে থাকে। দারিদ্র আসে। আর তারপর একদিন মা-ও মারা যায়। তবে মায়ের সঙ্গে শেষদিন অবধি, খুব অল্প হলেও, চিঠিতে যোগাযোগ ছিল ওয়ারেনের।

গত পরশু বাড়িতে ফোনটা পায় মনো। কলকাতার নম্বর দেখে ভুরু কুঁচকে ফোনটা ধরেছিল ও।

www.monersathe.com

একটা অচেনা গলা ওর নাম জানতে চায়।

ও বলে, "আমি মনোজিৎ রায় বলছি। আপনি?"

"আমার নাম আদিনাথ ঘোষাল, আমি ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের বন্ধু। আপনার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। আপনি এসে প্লিজ নিয়ে যাবেন। আসার সময় একটা পরিচয়পত্র আনবেন। কেমন?"

"ও আপনি!" মনোর গলায় উত্তেজনা এসেছিল। সত্যি তবে এমন একজন ফোন করল! ও তো ভেবেছিল ওয়ারেন বুড়ো কী বলতে কী বলেছেন। হয়তো বয়সের দোষে ভীমরতি ধরেছে। কিন্তু এ তো সত্যি ফোন করেছে!

"হ্যাঁ। আমি ঠিকানা বলছি, আপনি লিখে নিন।"

মনো ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার ঠিকানা। রাসবিহারী মোড়ের কাছেই বাড়ি। ও ঠিক পৌঁছে যাবে বলে ধন্যবাদ দিয়ে ফোনটা রেখে দিয়েছিল।

তারপর প্লেনের টিকিট কেটে মনো উড়ে এসেছে কলকাতায়। আসলে মুম্বইয়ে প্রচুর ধার হয়ে গিয়েছে ওর। কুলদীপ সুদ নামে একজনের থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে ফেলেছে। লোকটার কিউরিওর ব্যবসা। কলকাতা, মুম্বই দু'জায়গাতেই কাজ করে। তবে কিউরিওর ব্যবসাটা নামেই। তলায়-তলায় নানা ধরনের ব্যাবসা আছে।

এই কুলদীপের থেকেই প্লেনের টিকিটের টাকাটা নিয়েছে ও। তবে তার আগে বলতে হয়েছে সবকিছু। কথা দিতে হয়েছে যে, যা পাবে সেটা ও কুলদীপকেই বিক্রি করবে। কথা না রাখলে যে ভাল হবে না, সেটাও বলে দিয়েছে কুলদীপ।

তবে সেসব পরের কথা। এখন মনোর ভিতরটা পপকর্নের মতো ফুটছে। আর কিছুদিনের ভিতরেই প্রচুর টাকার মালিক হয়ে যাবে ও। তখন আর কে পায় ওকে।

আজ রাতেই কলকাতায় এসেছে ও। ফ্লাইট লেট ছিল বলে সল্টলেকে রুমে আসতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গিয়েছে। মনো ঠিক করেছে যে, কাল সকালে আদিনাথ ঘোষালকে ফোন করে তাঁর কাছে যাবে। আজ রাতটা সল্টলেকের টু-রুম একটা ফ্ল্যাটে কাটিয়ে দেবে। এটাও মুম্বইয়ের ওর এক পরিচিতের।

www.monersathe.com

www.monersathe.com

ফ্ল্যাটে জিনিসপত্র রেখে খেতে বেরিয়েছিল সে। একটু তাড়াতাড়িই রুমে ফিরছে সে। কারণ বেশ ঘুম পেয়েছে মনোর। তা ছাড়া কাল সকালে উঠে তো যেতেও হবে ঘোষাল বাড়িতে।

শুনশান রাস্তায় একটা টিমটিমে ছোট্ট দোকান থেকে কেনাকাটা করতে গিয়ে মনো ফের দেখল সেই লোকটাকে। কী চায় লোকটা? ভাবল একবার সরাসরি গিয়ে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু... বাঙালি হলেও আসলে কিন্তু বহুবছর ও বাংলা ছাড়া। ওর কাছে কলকাতা একদম অচেনা। এখানে মাতব্বরি করা ঠিক হবে না বিশেষ।

দ্রুত পা চালাল মনো। রাস্তাটা নির্জন হয়ে গিয়েছে আরও। রাস্তার মাঝের বড় গোল সার্কাসগুলো সব কেমন যেন একরকম লাগছে। একবার থমকে দাঁড়াল ও। ঠিক রাস্তায় এসেছে তো। হ্যাঁ, ওই তো বড় বিলবোর্ডটা। এর পাশের রাস্তাটাতেই তো ও যাবে। মনো জোরে পা চালাল। পিছন ফিরে দেখতে ইচ্ছে করলেও পিছনে তাকাল না। ও ভাবল, মুম্বইয়ে ওর শত্রু থাকতেই পারে, কিন্তু এই শহরে কে আছে? আর কেনই বা ওকে ফলো করছে? আরও দশ পা এগিয়ে মনো আর কৌতূহল চাপতে পারল না। পিছনে তাকাল। আরে, লোকটা নেই তো! যাক, নিশ্চিন্ত! ও মিথ্যেই ভয় পাচ্ছিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মনো মুখটা ঘুরিয়েই একদম পাথর হয়ে গেল নিমেষে। একদম ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই লোকটা। হঠাৎ কোথা থেকে এল? ওই সামনের অন্ধকার গলিটা থেকে? অন্য কোনও উপায় না দেখে মনো চিৎকার করতে গেল। কিন্তু পারল না। তার আগেই ফট করে একটা ভোঁতা শব্দ শুনল ও। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ভীষণ গরম একটা লোহা ভেদ করে ঢুকে গেল ওর শরীরে। গোটা দৃশ্যটা টাল খেয়ে গেল মনোর সামনে। ওর দম বন্ধ হয়ে এল যেন! শূন্যের ভিতরে কিছু একটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়েও ধরতে পারল না। কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মনোর সামনে দৃশ্য আবছা হয়ে এল দ্রুত। যন্ত্রণাটা ওকে নিভিয়ে দিচ্ছে যেন। ও লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল। লোকটাও পালটা দেখল ওকে। লোকটা কি হাসছে? কিছু বলছে কি? বুঝতে পারল না মনো। শুধু রাতের শুনশান রাস্তায়, আবছা হয়ে আসা হলুদ আলোয় ও দেখল লোকটা হাতের বন্দুকটা ওর মাথা লক্ষ করে তুলল আবার। ফট, ফট। তারপর অন্ধকার। টানা, ছেদহীন অন্ধকার।

www.monersathe.com

লোকটা মনোর নিথর দেহের দিকে তাকাল একবার। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে একটা নম্বর ডায়াল করল। রাতের কলকাতার অন্য একপ্রান্তে নিঃশব্দে কেঁপে-কেঁপে উঠল আর-একটা মোবাইল। একজন কলটা রিসিভ করে কানে লাগাল। লোকটা মনোর নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় শুধু বলল, "হাম্পটি ডাম্পটি হ্যাড আ গ্রেট ফল।"

॥ ৪ ॥

ক্রিকেট খেলতে খুব ভাল লাগে মহীর। স্কুল শুরু হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু স্কুলের মাঠে বড়রা প্র্যাকটিস করে বলে মহীদের খেলা হয় না। বড়রা খেলতেই দেয় না। বড়রা সব ব্যাপারে এত গা জোয়ারি করে না!

বাড়ি ফিরে ব্যাগ-ট্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে এখন খেতে বসেছে মহী। দুধ আর চকোলেট কর্নফ্লেক্স। ইয়াক। দুধ জিনিসটা মহীর দু'চোখের বিষ। তাও খেতে হয়। মা কোনও আপত্তি শোনে না। স্কুল না খুললে এই সময় চানাচুর, চিপ্‌স এসব খেতে পারে, কিন্তু স্কুল খুললেই এই অখাদ্যগুলো খেতে হয়। স্কুলটা যে কেন খোলে! আগে শুনেছে পুজোর ছুটি দুর্গাপুজো থেকে একদম ভাইফোঁটা অবধি থাকত। কিন্তু এখন লক্ষ্মীপুজোর পরই স্কুল খুলে যায়। সব ভাল জিনিসগুলো আগে হয়ে যায় জীবনে।

মহী হাতের চামচটা নিয়ে মুখ গোঁজ করে খাবার ঘাটতে লাগল।

"এই মহী।"

ডাকটা শুনে মুখ তুলল ও। আরে দিবাকর! মহী বলল, "তুমি? ইউনিভার্সিটি যাওনি?"

দিবাকর হেসে বলল, "না, আজ আমাদের ছুটি। মধুপ আর রণেশও আছে বাড়িতে।"

দিবাকর, মধুপ আর রণেশ এবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। তিনজনের পারিবারিক অবস্থা খারাপ হলেও পড়াশোনায় তিনজনই মেধাবী। এবাড়ির নীচে থাকে আর খাওয়া-দাওয়া করে। বাড়ির লোকদের সঙ্গে বসে ওরা খায় না। মধুপ আর রণেশ নীচেই থাকে। বিশেষ উপরে আসে না। কিন্তু

www.monersathe.com

দিবাকর খুব মিশুকে। যখন-তখন উপরে চলে আসে। মহীর ভালই লাগে দিবাকরকে।

মহী বলল, "তা কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ, চল না নীচে। ক্রিকেট খেলি। আমি, তুই, হীরকদা আর রণেশ। খেলবি?"

মহী হাসল, যাক এই একটা মনের মতো ঘটনা ঘটল। ও বলল, "তুমি চলো। আমি এটা শেষ করে আসছি।"

দিবাকর মাথা নেড়ে বলল, "আয় তাড়াতাড়ি। কীসব হাবিজাবি জিনিস খাচ্ছিস! মেক ইট ফাস্ট।"

খাবার খেয়ে মহী নীচে গিয়ে দেখল, ওরা তৈরি। শুধু মধুপ বাগানের এককোণে একটা বেঞ্চে বসে বই পড়ছে।

মধুপ ছেলেটা একাচোরা, গম্ভীর। খুব দরকার না হলে কারও সঙ্গে কথা বলে না। খেলাটেলার ধারপাশ মাড়ায় না ও।

দিবাকর বলল, "সিঙ্গল হ্যান্ড ব্যাট। ম্যাক্সিমাম ছ'ওভার করে খেলবে এক-একজন, কেমন? আর শোন, ছয় মারলে কিন্তু আউট। আয় লটারি করি।"

দিবাকর উঠোনের মাটিতে ইটের টুকরো দিয়ে দাগ কাটতে লাগল। রণেশ বলটা নিয়ে এল মহীর দিকে। এই ছেলেটা হেভি পাকা। লম্বা, ভারী চেহারা। আর দেখতে ঠিক সাহেবের মতো। ধবধবে ফরসা, হালকা রঙের চোখের মণি। আর-একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে।

রণেশ বলল, "আচ্ছা, কী শুনছি বল তো? এই বাড়িতে নাকি কীসব গুপ্তধন এসেছে। সত্যি?"

মহী অবাক হল। চোখের চশমাটা তুলে ও রণেশের দিকে তাকাল। ও জানল কী করে? আর গুপ্তধন কি না তার কি ঠিক আছে নাকি কিছু?

মহী পালটা বলল, "তোমায় কে বলল এসব?"

রণেশ হাসল, "সব হাওয়ায় ওড়ে। বুঝেছিস? কে বলল ইম্পর্ট্যান্ট নয়। কী বলল সেটা ইম্পর্ট্যান্ট।"

মহী কাঁধ ঝাঁকাল, "জানি না। ওসব বড়দের ব্যাপার।"

"না, এটা বড়দের নয়, কলকাতার ব্যাপার।"

মহী চমকে উঠে দেখল, কখন যেন মধুপ এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। হীরক এবার এগিয়ে এল, "মানে? কলকাতার ব্যাপার মানে?"

www.monersathe.com

মধুপ শান্ত গলায় বলল, "এবাড়ির লাইব্রেরিতে ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের লেখা একটা বই আমি দেখেছি। সেখানে এমন একটা জিনিসের উল্লেখ আছে যেটা পুরনো কলকাতার। আর খুব দামি। আমার মনে হয়, সেটাই গুপ্তধন।"

"আর-কিছু হতে পারে না?" হীরক জিজ্ঞেস করল।

"উনি যখন শান্তিনিকেতনে মারা গেলেন, পেপারে ওঁর মৃত্যুর খবর বেরিয়েছিল। তার পরের এক রবিবারের সাপ্লিমেন্টে উনি কী-কী জিনিস সংগ্রহশালায় দান করেছেন তার একটা তালিকা ছিল। সেসবই কিন্তু খুব সাধারণ জিনিস। সেখানে এমনকিছু ছিল না, যেটা খুব দামি। তারপর এই ওয়ারেনদাদুর বাক্সটা এল আদিদাদুর কাছে। সেটায় আবার নাকি তালা লাগানো। দুইয়ে দুইয়ে কী হয়, সেটা কি এর পরও বলতে হবে?"

মহী খুব অবাক হল। মধুপ চিরকাল চুপচাপ। অন্তত যে কয়েকমাস এখানে আছে, তাতে তো তাই মনে হয়েছে। সে যে এত খবর রেখেছে, তা জানবে কেমন করে!

মহী জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এই যে বাক্স, গুপ্তধন, এসব জানলে কেমন করে তোমরা?"

দিবাকর হাসল শব্দ করে, "কেন দামুদা! আদিদাদুর খাস লোক। সেই তো সব বলেছে। রাতে আমরা যখন খাই, তখন এসে গল্প করে-করে সব বলেছে।"

মহীর বিরক্ত লাগল। দামুদাটা যে কী! এত পেট পাতলা! খাওয়ার টেব্‌লে সেদিন যা আলোচনা হয়েছে সেটা খাবার দিতে-দিতে দামুদা শুনেছিল আর গিয়ে মধুপদের গল্প করেছে। আশ্চর্য! লোকটার বুদ্ধি আর হল না কোনওদিন। এত পুরনো লোক, তবু বোঝে না কোনটা কোথায় বলতে হয়!

মধুপ বলল, "আসলে মূল্যবান জিনিস দুর্গন্ধের মতো। সকলেই জানতে পারবে। আমার মুখ ইচ্ছে করছে বাক্সটা দেখতে। পুরনো কলকাতা নিয়ে তো, তাই।"

হীরক কিছু বলতে গিয়েও পারল না। তার আগেই মেন গেট দিয়ে একটা গাড়ির ভিতরে আসার শব্দ শুনে সকলে মুখ ফেরাল। পুলিশের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

যে লোকটা গাড়ির পিছনের দরজা খুলে নামল, তাকে দেখেই পিলে

www.monersathe.com

চমকে গেল। গাট্টাগোট্টা চেহারা। মিশকালো রং। চুলটা উলটে আঁচড়ানো। চোখে, কালো রঙের এভিয়েটর ফ্রেমের সানগ্লাস।

পুলিশ! ওদের বাড়িতে? কেন? তার উপর এই বিকেলের নরম আলোয় লোকটা সানগ্লাস পরেছে কেন?

লোকটা ওদের দিকে এসে ভীষণ ভদ্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "আদিনাথ ঘোষাল বাড়িতে আছেন?"

"দাদু?" মহী বলল, "না, দাদু তো এসময় লেকে যান হাঁটতে।"

"ও," ভদ্রলোক মাথা নাড়ল, "আমারই ভুল হয়েছে। ফোন করে আসা উচিত ছিল।"

"কেন? কিছু হয়েছে?" হীরক নিজের কৌতূহলী স্বভাব বজায় রেখে এগিয়ে গেল, "আমায় বলতে পারেন। আমি ওঁর নাতি হই।"

মহীর হাসি পেল। হীরক ওদের দুরবিন দিয়ে দেখার মতো দূরের আত্মীয়। সেখানে বলে দিল নাতি।

লোকটা বলল, "আমার নাম। রাম দে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। গতকাল রাতে সল্টলেকে একজন লোক খুন হয়েছে। সেজন্য আমি এখানে এসেছি।"

"সল্টলেকে? তো এখানে এসেছেন কেন?" হীরক অবাক হল।

রাম এবার সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রাখল। বলল, "কারণ মনোজিৎ নামে যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর মালপত্রের ভিতর থেকে আমরা তোমার দাদুর, মানে আদিনাথ ঘোষালের নাম ও ঠিকানা পেয়েছি। বুঝেছ?"

মহীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল নিমেষে। দাদুর নাম? খুন? এসব হচ্ছেটা কী? এসব কি ওই বাক্স ঘিরেই হচ্ছে? কী এমন আছে ওই বাক্সে?

॥ ৫ ॥

সামনে বসা লোকটার দিকে তাকালেন আদিনাথ। সামান্য মোটা লোকটা ঘামছে খুব। মুখের চিকলেটটা এমনভাবে চিবোচ্ছে যেন কে কত জোরে চিবোতে পারে, তার কম্পিটিশনে নেমেছে। অদ্ভুত একটা লোক। বারণ করে দেওয়ার পরও কেন যে এত পীড়াপীড়ি করছে কে জানে!

www.monersathe.com

লোকটার নাম, কুলদীপ সুদ। কিউরিও ডিলার। আদি বাড়ি পঞ্জাবে হলেও দু'পুরুষ ধরে এরা কলকাতারই বাসিন্দা। তবে মুম্বই আর কলকাতা, দুটো শহরেই ভদ্রলোকের ব্যাবসা আছে।

লোকটা যে কোথা থেকে ওয়ারেনের জিনিসপত্রের খবর পেয়েছে, সেটা বলেনি। শুধু বলছে যে, ওয়ারেনের এখানে রাখা খাট-আলমারি থেকে সবকিছুই ও কিনতে চায়। ওয়ারেনের ঘরটা দেখতেও চাইছে।

আদিনাথ একদম না করে দিয়েছেন। কথা নেই বার্তা নেই, কোথাকার কে এক তাঁকে বাড়ির ভিতরটা দেখবেন কেন? তা ছাড়া, চিঠিতে এসব ব্যাপারে ওয়ারেন খুব স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুর কথা এখনও পর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে চলেছেন আদিনাথ। শুধু তাই নয়, পুলিশের সামনেও ওয়ারেনের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাননি।

তবে এবার কী করবেন সেটা ওঁর নিজের ডিসিশনের উপরই ঠিক থাকবে। কারণ ওয়ারেনের চিঠি অনুযায়ী একটা সময়ের পর আদিনাথকেই ঠিক করতে হবে উনি কী করবেন।

কুলদীপ লোকটাকে একদম ভাল লাগছে না আদিনাথের। এমন একরোখা, টাকা-পয়সা সর্বস্ব মানুষ একদম ভাললাগে না ওঁর।

আদিনাথ খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন মিস্টার সুদ। আমি উইলের জিনিস আপনাকে দেখাতে বাধ্য নই। আর বিক্রি তো আউট অব কোয়েশ্চেন।"

সুদ একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমার লাস্ট অফার। টেন ল্যাকস ফর এভরিথিং।"

"না দেখেই বলছেন? এমন হঠকারী হওয়া কি আপনাকে মানায়?"

"সেটা আমি বুঝব মিস্টার ঘোষাল। আপনি জাস্ট একটু ভাবুন।"

আদিনাথ বুঝলেন, এর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। উনি উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি কনসিডার করলেন না?"

আদিনাথ কিছু বলতে গিয়েও থমকালেন। দেখলেন দরজায় মোহন এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটা বই।

আদিনাথ বললেন, "আপনি আসুন এবার।"

সুদ মোহনের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর আদিনাথকে

www.monersathe.com

বলল, "আমি কিন্তু খুব পারসুয়েসিভ মিস্টার ঘোষাল। বুঝলেন কী না!"

আদিনাথ হেসে বললেন, "ইউ মে পারসু টিল দ্য ডুম্‌স ডে।"

সুদ আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরের বারান্দায় এসে মুখের চিকলেটটা থু করে ফেলে দিল সুদ। ও ভেবেছিল মনো হয়তো কিছুটা ভাঁওতা দিয়েছে ওকে। কিন্তু ব্যাটা তো মার্ডার হয়ে গেল। তার উপর আবার মিস্টার ঘোষালও এমন অ্যাডামেন্ট। এখন সুদ নিশ্চিত যে, মনোর হাতে খুব মূল্যবান কিছুই আসত। কিন্তু কী সেটা? আর কীভাবে আসবে সেটা ওর হাতে?

লম্বা বারান্দার শেষে সিঁড়ি। গাড়িটা ভিতরে আনেনি ও। রাস্তাতেই পার্ক করে রেখেছে। বারান্দার শেষ মাথায় উঠোনে এসে নামতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে একটা গলা পেল ও।

"একটু শুনবেন।"

সুদ পিছনে ফিরে দেখল মানুষটাকে। বলল, "কিছু বলবেন?"

"আপনি সত্যিই কি খুব পারসুয়েসিভ? মানে ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের জিনিসের জন্য আপনি সত্যিই কি সিরিয়াস মিস্টার সুদ?"

॥ ৬ ॥

"তুমি জান তুমি কী বলছ?" কুলদীপ দু'টো চিকলেট একসঙ্গে মুখে পুরে চোয়াল নাড়াতে-নাড়াতে সামনের দিকে তাকাল।

কুলদীপের এই চেম্বারটা বেশ ঠান্ডা। তার উপর আলোটাও এমন করে করা হয়েছে যেন কুয়াশা মাখা। বসার চেয়ারগুলোও খুব নরম।

"কী হল, তুমি কী বলছ সেটা কি তুমি জান?" কুলদীপ আবার প্রশ্নটা করল।

মধুপ সোজা হয়ে বসল এবার। বলল, "আমি ভেবেই বলছি। আমি জিনিসটা এনে দেব আপনাকে। কিন্তু আমার ওই টাকাটা লাগবে। পাঁচলাখ।"

www.monersathe.com

"পাঁচ? পাগল নাকি?" কুলদীপ বাঁকা হাসল।

"আপনি তো সেদিন দশ অফার করলেন। আচ্ছা, আপনি ওয়ারেনের সব জিনিসপত্র কিনে কী করবেন? বিশল্যকরণী খুঁজতে গিয়ে গোটা গন্ধমাদনটা ধরে টানাটানি করাটা কি কোনও কাজের কথা? আমি আপনাকে স্পেসিফিক জিনিসটা এনে দেব। মানে ওই বাক্সটা। তাতে যা আছে তা আপনার। আমার জাস্ট পাঁচলাখ চাই। বুঝলেন?"

কুলদীপ মধুপের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো সেয়ানা ছেলে দেখছি। সেদিন আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনেছ? কোথায় দাঁড়িয়েছিলে, দরজার বাইরে না জানালার বাইরে?"

মধুপ হাসল, "ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনা করি। এখন আর সবসময় অমন কান পেতে না থাকলেও কথা শোনা যায়।"

কুলদীপ হাসল, "ও ওই ঘরে 'বাগ' মানে ছোট মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছ?"

মধুপ বলল, "সে যা করার করেছি। এখন আর কিছু পাবেন না ওই ঘরে। দেখুন, আপনাকে অফারটা সহজভাবে দিলাম। আমার টাকার দরকার। এভাবে পড়াশোনা করে কোনওদিন তেমনকিছু হবে না। আমি দুবাই যাব। তবে তার জন্য টাকা চাই। হার্ড ক্যাশ। আপনি বলুন রাজি কী না।"

কুলদীপ হাসল, "আচ্ছা চলো, ঠিক হ্যায়। তুমি নিয়ে এসো। তোমায় সেই টাকাই দেব। কিন্তু যদি ফ্রড মাল হয়। তা হলে?"

মধুপ হাসল, "ফ্রড করে আমি কি পার পাব?"

কুলদীপ এবার হো হো করে হেসে উঠল, "শাবাস। ঠিক কথা। ঠিক আছে, নিয়ে এসো জিনিসটা। আমি তোমার টাকা রেডি রাখব।"

মধুপ কুলদীপকে বিদায় জানিয়ে আফিসের বাইরে এসে দাঁড়াল। বিকেল নামছে কলকাতায়। কালীপুজোর আর কিছুদিন বাকি। ঠান্ডা এখনও তেমন পড়েনি। মধুপ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল।

টাকাটা সত্যি ওর দরকার। মধুপ জানে ও মেধাবী ছাত্র। রেজ়াল্টও ভাল করে। কিন্তু এই করে কতদূর যাবে ও? বাড়ির অবস্থা ওর ভাল নয়। ট্রাস্টের টাকায় একটা বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে ও। তাও সেখানে কেমন যেন চাকর-বাকরের মতো থাকে। নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর চলাফেরা। আলাদাভাবে

www.monersathe.com

খাওয়া। কেমন একটা হেলাতুচ্ছ ভাব যেন সকলের। দিবাকর বা রণেশের হয়তো এমন মনে হয় না। কিন্তু মধুপের খুব মনে হয়। তাই এখান থেকে বেরোতে চায় ও।

দামুদা বাক্সটার কথা বলতেই ও বুঝতে পেরেছে যে, এতে দামি জিনিস আছে। তার উপর আবার ও পড়েছিল ওই ওয়ারেন দাদুর লেখা বই। হিসেবটা মেলাতে ভুল হয়নি ওর।

পুলিশ এসে মনো নামে লোকটার সম্বন্ধে যখন আদিনাথকে প্রশ্ন করে, মধুপ ওই লুকোনো মাইক্রোফোনের সাহায্যে শুনেছে যে, আদিনাথ পুলিশের কাছে ওই বাক্সটার কথাটা বেমালুম গোপন করে গিয়েছেন। তখন ওর ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, বাক্সে এমন কিছু আছে যা অত্যন্ত মূল্যবান। তাই কুলদীপ সুদের কথা জানতে পেরে সেদিন বাড়ির বারান্দায় লোকটার সঙ্গে নিজেই যেচে কথা বলেছিল মধুপ। তার পরিণতিই আজকের এই সাক্ষাৎ।

এখন মধুপকে দেখতে হবে, কী করে বাক্সটা ও হাতসাফাই করবে। তার আগে ওর জিনিসপত্র ওই বাড়ি থেকে সরাতে হবে। কারণ বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে ও আর ফিরবে না ওই বাড়িতে।

কুলদীপের অফিসটা ক্যামাক স্ট্রিট অঞ্চলে। এখান থেকে বাস ধরে নেবে একটা। রাসবিহারি পৌঁছাতে সময় লাগবে না বিশেষ। মধুপ বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে লাগল।

মধুপ যদি লক্ষ করত, তা হলে দেখতে পেত ওর বেশ কিছুটা পিছনে একটা লোক টি-শার্ট আর কটনের প্যান্ট পরে ওকে ফলো করছে।

লোকটা বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাদামভাজা খেতে-খেতে দেখল মধুপ বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরে বাস এল একটা। তাতে মধুপ উঠে পিছনের দিকে বসার সিট দেখে চলে গেল।

লোকটা বাদামের প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে মোবাইল বের করল, তারপর একটা নম্বর ডায়াল করে কানে লাগাল।

ওপাশ থেকে একজন কানে ফোনটা ধরে শুধু বলল, "হুম।"

লোকটা চলে যাওয়া বাসটার দকে তাকিয়ে বলল, "দ্য ক্লক স্ট্রাক ওয়ান/দ্য মাউস র‍্যান ডাউন।"

www.monersathe.com

॥ ৭ ॥

"তোমার কাজ কতটা হল?"

"আমার কাজ চলছে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু প্যাঁচালো। তবু আমি আজকেই চেষ্টা করছি।"

"মেক ইট ফাস্ট। আমার ধৈর্য অনন্ত নয়।"

"আয়্যাম ট্রাইং মাই বেস্ট। আপনি কিন্তু জিনিসপত্র কেনার অফার দিয়ে আমার কাজটা নষ্ট করে দিচ্ছিলেন।"

"আমি ব্যাবসা করি, আমায় নানা অপশন রাখতে হয়। তবে ওসব আর হচ্ছে না। আর আমি ওসব বেস্ট-ফেস্ট বুঝি না। আই ওয়ান্ট রেজাল্ট," কট করে ফোনটা কেটে গেল।

ওর মুখটা শক্ত হয়ে গেল নিমেষে। ক্লায়েন্ট দাবড়াচ্ছে। তা দাবড়াতেই পারে, ডলার দিচ্ছে যে। তবে মাথা গরম করলে এখন চলবে না। ঠান্ডা মাথায় কাজটা সারতে হবে।

নিজের ছোট্ট ঘরটার দিকে তাকাল মধুপ। সামান্য কিছু জিনিস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এই বাড়িতে ওদের তিনজনের তিনটে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। ছোট হলেও নিজের ঘর তো। মধুপের একটু মায়া পড়ে গিয়েছে এই ঘরটার প্রতি। তবে মায়া করলে তো আর চলবে না। কাজটা করতে হবে ওকে। করতেই হবে।

কুলদীপ সুদের সঙ্গে দেখা করে আসার দু'দিনের মধ্যে ও নিজের খুব দরকারি জিনিসপত্র শিয়ালদার কাছে নিজের নামে ভাড়া করা সস্তার একটা হোটেলের ঘরে রেখে এসেছে। না, সব রেখে আসেনি। কারণ সেটা সেফ নয়। ঘরটা একদম খালি করে দিলে সন্দেহ হবে অন্যান্যদের। এই তো গতকাল দিবাকরই জিজ্ঞেস করেছিল ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন?

কোনওমতে এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিয়েছে মধুপ। আসলে মধুপের একটা সুবিধে হল, ও নিজে বেশি কথা বলে না। তাই চারটে প্রশ্নের একটা উত্তর দিলেও লোকে ভাবে মধুপ তো এমনই।

কিন্তু বেশিদিন তো এভাবে চলবে না। এভাবে কলকাতায় থেকে পচে মরলে ওর হবে না। গ্রামের বাড়িতে ওই বাবা-মা আর দাদা-বউদির সংসার

www.monersathe.com

বা এখানে মাটি আঁকড়ে পড়াশোনা করা, কোনওটাই ওর ধাতে সয় না। ওকে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি পয়সা কামাতে হবে। তার জন্য যেতে হবে দুবাই।

একজন এজেন্টের সঙ্গে কথা ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। দুবাই যেতে তিনলাখ মতো খরচ পড়বে সব নিয়ে। বাকি দুই ওর সেফটির জন্য। তাই পাঁচলাখ টাকা চেয়েছে মধুপ কুলদীপের কাছ থেকে। বেশি চায়নি। বেশি লোভ করা ভাল নয়।

আর সেই টাকা রোজগারের জন্য আজ রাতের মধ্যেই সরাতে হবে ওই বাক্সটা।

আদিনাথ ঘুমের ওষুধ খেলেও ঘরের দরজা খুলেই ঘুমোন। তাঁর কথানুযায়ী, এই বাড়িতে কে চুরি করতে আসবে তাঁর ঘরে? তা ছাড়া ল্যান্ডিংয়ের গেট তো বন্ধ থাকে। বাক্সটা আজও আদিনাথের ঘরে আছে। ওঁর কাছে গিয়ে একটা কথা জানার অছিলায় দেখে এসেছে মধুপ। কালো কাঠের বাক্স। নকশা করা। উপরে একটা নাম্বারিং লক লাগানো। লকটা ইলেকট্রনিক নয়। আগেকার দিনের সিন্দুকের দরজায় লাগানো গোলাকার লক।

মধুপ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে চাবিটা দেখে নিল। এটা মেন গেটের চাবি। সাধারণত রাত এগারোটার পরে মেনগেটে তালা দেওয়া হয়। আর দারোয়ান টেদা বাড়ির পিছনের দিকে যে আউট হাউসটা আছে, সেখানে ঘুমোতে যায়।

মেন গেটের চাবিটা নিয়ে সাবানের উপর ছাপ তুলে সেটা থেকে আর-একটা চাবি বানাতে কোনও অসুবিধেই হয়নি মধুপের। কারণ বাক্সটা নিয়ে পালাবার সময় তো আর দেওয়াল টপকানো যায় না। মেন গেট খুলে টুকটুক করে হেঁটে চলে গেলেই হল। মাঝরাতে কে আর দেখতে যাবে ওকে?

শেষবারের মতো ঘরটার দিকে তাকাল মধুপ। পিঠের ব্যাগটায় টুকটাক কিছু জিনিস পুরে নিয়েছে ও। ঘরটাকে আরও খালি-খালি লাগছে।

নিজের ঘড়িটা দেখল। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। এখন রাত সোয়া একটা। আর দেরি নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ও।

বারান্দাটা শুনশান। দিবাকর আর রণেশের ঘরের দরজা বন্ধ। পালোয়ান দারোয়ানের ঘরের সামনে শোয়। ফলে ওকে নিয়েও ভয় নেই। এখন

www.monersathe.com

দোতলায় ওঠার মুখের কোলাপ্‌সব্‌ল গেটটা খুলে আদিনাথের ঘরে যেতে হবে শুধু।

কোলাপ্‌সব্‌লের চাবিটাও হাত্‌ করেছে মধুপ। রাতে হীরক তালা লাগিয়ে চাবিটা স্টাডিতে রেখে দেয়। এর ডুপ্লিকেট দোতলার বারান্দায় ঝোলানো থাকে। সকালে যে দোতলায় প্রথম ঘুম থেকে ওঠে, সে কোলাপ্‌সব্‌ল গেটটা খুলে দেয়।

স্টাডি থেকেই চাবিটা তুলে নিয়েছে মধুপ। এর আর নকল করার ঝামেলা করেনি।

এই চাবিটা বুক-পকেটে রেখেছিল ও। বারান্দায় পা দিয়ে সেটা বের করে হাতে নিল। তারপর পা টিপে-টিপে দোতলার সিঁড়ির দিকে গেল।

কোলাপ্‌সব্‌ল গেটটা খুলে উপরে উঠতে সামান্যই সময় লাগল মধুপের। উপরে উঠে বারান্দায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মধুপ। সব ঠিক আছে তো? কেউ কোনও শব্দ শুনতে পায়নি তো?

রাতের ছায়াতে অন্ধকার নড়ল না একটুও। কিছু দূরে রাস্তায় একটা মোটরবাইকের আবছা শব্দ শোনা গেল মাত্র। শব্দটা মিলিয়ে যেতেই রাত যেন আরও নিশুতি হয়ে গেল।

বারান্দাটা থার্ড ব্রাকেট প্যাটার্নের। মধুপ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে প্রথম বাঁক নিতে হবে। ওই বাঁকের থেকে একটু দূরেই বাঁদিকে আদিনাথের ঘর।

মধুপ আর সময় নষ্ট না করে লঘু কিন্তু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সামনে। আর তখনই পায়ে কী যেন একটা ঠোক্কর লাগল। খট করে শব্দ হল একটা। শরীরের পেশি শক্ত করে দাঁড়িয়ে পড়ল মধুপ। এই রে কেউ শোনেনি তো? ও দম বন্ধ করে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্য। তারপর পিছনে তাকাল একবার। না, সব ঠিক আছে। মধুপ এগোল আবার। তারপর বারান্দার বাঁক থেকে বাঁদিকে ফিরল আর সঙ্গে-সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা যেন ড্রপ খেয়ে উঠল ওর বুকের ভিতরে।

ও দেখল একটা কালো ছায়ার মতো কে যেন আদিনাথের ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেল স্যাঁত করে। কে ছিল ওটা? মধুপের চোখের সামনে যেন পৃথিবী দুলে উঠল, মনে হল ওর সব স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল এক লহমায়। মনে হল তার আর দুবাইয়ের দূরত্ব যেন পৃথিবী আর প্লুটোর দূরত্বের চেয়েও বেশি।

www.monersathe.com

না, এটা হতে দিতে পারে না। কিছুতেই হতে দিতে পারে না। যে এসেছিল সে নিশ্চয়ই আদিনাথের ঘর থেকে বাক্সটা নিতে এসেছিল। তাকে সেটা নিতে দিতে পারে না মধুপ।

ও বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্তিটার দিকে দৌড় দিল। ভুলে গেল শব্দ হচ্ছে কি না। বারান্দাটার শেষ মাথাটা আবার বাঁদিকে বেঁকে গিয়েছে। ছায়ামূর্তিটা ওদিকেই বাঁক নিয়েছে। মধুপ প্রাণপণে সেই বাঁকের দিকে ছুটল। কিন্তু বাঁকটা থেকে বাঁদিকে টার্ন নিয়েই থমকে গেল মধুপ। সামনের মানুষটাকে দেখে ও অবাক হল ভীষণ, "আরে..."

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না ও। তার আগেই পিছনের অন্ধকার একটা কোণ থেকে বেরিয়ে এল একজন আর মধুপের মাথায় নিরেট একটা রাবারের লাঠি দিয়ে মারল ঠং করে।

মধুপের সামনের দৃশ্যটা টলে উঠল নিমেষে তারপর কালো পরদা পড়ে গেল দৃশ্যের উপর।

জ্ঞান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে মধুপ আধো অন্ধকারেও চিনতে পারল সামনের লোকটাকে।

॥ ৮ ॥

মেন গেটের বাইরে মধুপের শরীরটা কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে এল লোকটা। ছেলেটা পালকের মতো হালকা। কোনও সমস্যাই হচ্ছে না।

বাক্সটা নিতে এসে যে এমন ঝঞ্ঝাট হবে বুঝতেই পারেনি ও। বাক্সটা তো শুনেছিল আদিনাথ টেব্‌লের উপরেই রেখেছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখতে পায়নি। হালকা পায়ে সবে ঘর খুঁজতে শুরু করেছিল ও। কিন্তু বাইরে এমন ঠং করে একটা শব্দ হল যে, ওকে পালাতেই হল। আর তার একটু পরেই ও দেখেছিল দূরের বাঁক থেকে কে যেন আসছে। তাই আর অপেক্ষা করেনি। দ্রুত গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বারান্দার আর-এক প্রান্তের অন্ধকার কোণে।

ছেলেটাকে না অজ্ঞান করে উপায় ছিল না। ও যে চিনে ফেলেছিল বসকে।

www.monersathe.com

বাক্সের বদলে মধুপকে বয়ে নিয়ে এসেছে লোকটা। মেনগেটের চাবির ডুপ্লিকেট আগেই ওকে দেওয়া হয়েছিল। সেটা দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কারণ পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢোকা যায় কিন্তু তা বলে তো আর পাঁচিল টপকে একজন অজ্ঞান মানুষকে বয়ে নিয়ে বেরোনো যায় না। ও বেরোবার পর বস ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবে গেট।

রাস্তার একটু দূরে ওর গাড়িটা রাখা আছে। মধুপকে গাড়িটার পিছনের সিটে আধশোয়া করে রাখল। তারপর গাড়িটা চালিয়ে দিল জোরে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কলকাতার বন্দর এলাকার কাছে একটা পরিত্যক্ত দামের সামনে এসে থামল গাড়িটা। গাড়িটা থেকে নামল একজন।

লোকটা মধুপকে বের করে এনে শুইয়ে দিল দামের মেঝেতে। একটুক্ষণ দেখল মধুপের মুখ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রস করে ঝোলানো ব্যাগ থেকে পয়েন্ট টু টু বোরের পিস্তলটা বের করল। সাইলেন্সর পাইপের জন্য পিস্তলের সামনেটা ভারী হয়ে আছে একটু।

মধুপের মাথা লক্ষ করে পিস্তলটা তুলে ধরল ও। আর-একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর শরীর থেকে। ছেলেটাকে মারতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। ও যে চিনে ফেলেছে তাকে। এ বেঁচে থাকলে হাজারটা অসুবিধে হবে।

অনিচ্ছেটা জোর করে ঝাঁকিয়ে মন থেকে সরিয়ে দিল ও। তারপর বন্দুকটা শক্ত করে ধরল মধুপের মাথা লক্ষ্য করে।

কাজটা শেষ করে নিজের মোবাইলটা বের করল লোকটা। তারপর ডায়াল করল একটা নম্বর।

শহরের অন্যপ্রান্তে নিঃশব্দে নড়ে উঠল আর-একটা মোবাইল। একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "বলো, বুকি।"

"নো নেম্‌স প্লিজ়," লোকটা, মানে বুকি গম্ভীর গলায় বলল।

লোকটা বলল, "সরি, বলো।"

বুকি চোখ বন্ধ করল এক মুহূর্তের জন্য তারপর বলল, "লন্ডন ব্রিজ হ্যাজ় ফলেন ডাউন।"

www.monersathe.com

॥ ৯ ॥

রাম দে জানে যে, আদিনাথ কিছু একটা লুকোচ্ছেন। কিন্তু সেটা কী তা বুঝতে পারছে না। প্রথমদিন যখন ও এই বাড়িতে আসে তখন আদিনাথ ছিলেন না। ড্রইংরুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এসেছিলেন আদিনাথ।

রাম যথাসম্ভব ছোট করে নিয়ে মনোজিতের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল আদিনাথকে। আদিনাথ সবকথা শুনে বলেছিলেন, "তা আপনি আমায় এসব বলছেন কেন?"

রাম বলেছিল, "কারণ ওর কাছ থেকে আপনার নাম ও অ্যাড্রেস পাওয়া গিয়েছে তাই। এই ব্যাপারে আপনার কী বলার আছে?"

"দেখুন," আদিনাথ গুছিয়ে বসে বলেছিলেন, "আমার কাছে অনেকেই আসে। তেমনই এও ফোন করেছিল আসবে বলে। এটুকুই আমি জানি।"

রাম আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করেছিল এটা-ওটা জানার। কিন্তু সফল হয়নি। আদিনাথ আরকিছু বলতেই চাননি।

কিন্তু আজ তা আর হবে না। আজ আদিনাথকে কিছু বলতেই হবে। কারণ আজকের ঘটনাটা এবাড়ির ভিতরের একজনকে নিয়েই।

রাম ঘড়ি দেখল। সকাল সাড়ে দশটা বাজে। বাড়ির ভিতরে খবর গিয়েছে। হীরক বলে একটা ছেলে খবর নিয়ে গিয়েছে বাড়ির ভিতরে। রাম বলেছে সকলে যেন আসে এই ঘরে। আজ রবিবার তাই বাড়ির সকলকে পাবে বলেই মনে হয়।

ভাবতে-ভাবতেই ঘরের ভিতরে আদিনাথ, মোহন, দুই ছেলে, ছেলের বউ, হীরক, দিবাকর ও রণেশ ঢুকল। রাম দেখল একটা বাচ্চা ছেলে একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আদিনাথ চেয়ারে বসে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন রামের। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে রামকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি হলেন মিস্টার রাম দে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ," তারপর রামের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলুন, এভাবে আমাদের জরুরি তলবের কারণটা কী?"

রাম বলল, "আচ্ছা, এই ঘরে কি বাড়ির সকলে উপস্থিত আছে?"

www.monersathe.com

আদিনাথ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাড়ির কাজের লোকদের বাদ দিয়ে তো... মানে..."

রাম বলল, "না নেই। সকলে নেই।"

হীরক ভিড়ের মাঝখান থেকে হঠাৎই বলে উঠল, "হ্যাঁ। মধুপ বাড়িতে নেই।"

"মানে?" আদিনাথ ঘুরে হীরকের দিকে তাকাল।

"মানে," রাম বলল, "মধুপ সত্যিই নেই। না, শুধু এই বাড়িতেই নয়। মধুপ কোথাও নেই। গতকাল রাতে ও খুন হয়েছে। এবাড়ির থেকে অনেক দূরে একটা পরিত্যক্ত গোডাউনে খুন হয়েছে মধুপ।"

"অ্যাঁ?" সমবেতভাবে সকলে বলে উঠল।

"হ্যাঁ," রাম তাকাল আদিনাথের দিকে, "আপনি এই ব্যাপারে কিছু জানেন?"

আদিনাথ যে একটু নড়ে গিয়েছেন, তা বোঝা গেল। মাথা নামিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "আমি কী করে জানব? বাড়িতে এতজন থাকে। তার উপর ছাত্ররা রয়েছে। ওদের সঙ্গে ক'টা কথা হয় আমার? কী করে বলব কী হয়েছে! কিন্তু কী এমন করেছে মধুপ যে, ওকে খুন হতে হল?"

"জানি না মিস্টার ঘোষাল, কিন্তু জানতে হবে। জানতেই হবে। দু'টো মার্ডার রিলেটেড কি না সেটাও দেখতে হবে।"

"দু'টো মার্ডার মানে?" অলোক বলে উঠলেন, "আর কে মার্ডার হল?"

রাম ঘুরে অলোকের দিকে তাকাল, "মনোজিৎ বলে মুম্বইয়ের একজন কলকাতার সল্টলেক অঞ্চলে খুন হয়েছে। তার কাছে আপনার বাবার নাম আর অ্যাড্রেস পাওয়া গিয়েছে।"

আদিনাথ বললেন, "আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে এসব। মিস্টার দে, আপনি যা করার করুন আমরা সকলে সহযোগিতা করব।"

রাম বলল, "লোকাল থানা থেকে এস আই আসবেন। উনি রুটিনমাফিক কিছু জানতে চাইবেন। আর আমরা না বলা পর্যন্ত কেউ কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। ও, আর-একটা কথা। মধুপের বাড়ির ঠিকানাটা দিন। আমরা ওর বাড়িতে খবর দেব।"

www.monersathe.com

আদিনাথ বললেন, "আমি যে কী বলব বুঝতে পারছি না। তবে মধুপের বাড়ির ঠিকানা আমরা আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা নিজেরাও খবর দেব ওর বাড়িতে। চুপচাপ, শান্ত ছেলেটার কী যে হল!"

রাম চলে যাওয়ার পর অলোক এসে বসলেন আদিনাথের সামনে, "এসব কী হচ্ছে? আমায় তো বলোনি কিছু!"

"কী বলব তোকে?" আদিনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মোহন বললেন, "দাদা আর চুপ করে থাকবেন না। মধুপ খুন হয়েছে। মনোজিৎ না কে তাকেও গুলি করে খুন করা হয়েছে সল্টলেকে। আর চুপ করে বসে থাকলে জানি না কী বিপদ হবে। ওই বাক্সটা বাড়িতে আসার পর থেকেই সব হচ্ছে। আমার মনে হয় আমরা আপনার কাছের লোক, আমাদের আপনি বলতে পারেন। কারণ এরপর যদি আমাদের মধ্যে কারও কিছু হয়ে যায় আপনার কি ভাল লাগবে? বিশেষ করে মহীর যদি..."

"মোহন," আদিনাথ সোজা হয়ে বসলেন, "এমন বোলো না প্লিজ।"

অজয় বললেন, "ঠিকই তো বলেছেন উনি। আরে বাবা তুমি এমন করে কী আগলাচ্ছ আমাদের থেকে? কী আছে ওই বাক্সটাতে? আমাদের বলছ না কেন?"

আদিনাথ মাথা নিচু করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে? শোন তবে, উইল আমায় একটা জিনিসের কাস্টোডিয়ান করে গিয়েছে। আর সত্যি বলতে কী এখন দেখছি এগজিকিউটরও আমি। তাই তোদের দেখাতেই পারি।"

অলোক বললেন, "এটা বললে না কেন ওই পুলিশ ভদ্রলোককে?"

"কারণ উইল ওর চিঠিতে এটা আমায় গোপন রাখতে বলেছে। আর সত্যি বলতে কী, পুলিশ তো এখনও ওই বাক্সটা নিয়ে কিছু বলেনি বা জানতে চায়নি। খুনগুলো যে ওই বাক্সটার সঙ্গেও জড়িত, সেটাও তো বলেনি। তা হলে আমি এসব আগ বাড়িয়ে বলতে যাব কেন?"

অলোক বললেন, "কিন্তু আমাদের তো বলবে। আমাদের যদি কিছু হয়ে যায়, তবে?"

আদিনাথ উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মোহনও উঠে পড়লেন। বললেন, "আর যা চলছে, তাতে আমাদের কারও কিছু হয়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।"

www.monersathe.com

বাক্সের বদলে মধুপকে বয়ে নিয়ে এসেছে লোকটা। মেনগেটের চাবির ডুপ্লিকেট আগেই ওকে দেওয়া হয়েছিল। সেটা দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কারণ পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢোকা যায় কিন্তু তা বলে তো আর পাঁচিল টপকে একজন অজ্ঞান মানুষকে বয়ে নিয়ে বেরোনো যায় না। ও বেরোবার পর বস ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবে গেট।

রাস্তার একটু দূরে ওর গাড়িটা রাখা আছে। মধুপকে গাড়িটার পিছনের সিটে আধশোয়া করে রাখল। তারপর গাড়িটা চালিয়ে দিল জোরে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কলকাতার বন্দর এলাকার কাছে একটা পরিত্যক্ত দামের সামনে এসে থামল গাড়িটা। গাড়িটা থেকে নামল একজন।

লোকটা মধুপকে বের করে এনে শুইয়ে দিল দামের মেঝেতে। একটুক্ষণ দেখল মধুপের মুখ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রস করে ঝোলানো ব্যাগ থেকে পয়েন্ট টু টু বোরের পিস্তলটা বের করল। সাইলেন্সর পাইপের জন্য পিস্তলের সামনেটা ভারী হয়ে আছে একটু।

মধুপের মাথা লক্ষ করে পিস্তলটা তুলে ধরল ও। আর-একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর শরীর থেকে। ছেলেটাকে মারতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। ও যে চিনে ফেলেছে তাকে। এ বেঁচে থাকলে হাজারটা অসুবিধে হবে।

অনিচ্ছেটা জোর করে ঝাঁকিয়ে মন থেকে সরিয়ে দিল ও। তারপর বন্দুকটা শক্ত করে ধরল মধুপের মাথা লক্ষ্য করে।

কাজটা শেষ করে নিজের মোবাইলটা বের করল লোকটা। তারপর ডায়াল করল একটা নম্বর।

শহরের অন্যপ্রান্তে নিঃশব্দে নড়ে উঠল আর-একটা মোবাইল। একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "বলো, বুকি।"

"নো নেম্‌স প্লিজ়," লোকটা, মানে বুকি গম্ভীর গলায় বলল।

লোকটা বলল, "সরি, বলো।"

বুকি চোখ বন্ধ করল এক মুহূর্তের জন্য তারপর বলল, "লন্ডন ব্রিজ হ্যাজ় ফলেন ডাউন।"

www.monersathe.com

বর্ণনা করছে। কোনওটায় রবিঠাকুর বজরায় বসে আছেন, সামনে সূর্যাস্তের নদী। কোনওটাতে রবিঠাকুর লেখায় মগ্ন। কোনওটায় আবার দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বারান্দায়। আর শেষের ছবিটায় অনেক বাচ্চারা বসে আছে রবিঠাকুরকে ঘিরে। আর সবক'টা বাচ্চার হাতেই একটা করে মোমবাতি। এই ছবিটায় আলোছায়ার একটা অদ্ভুত খেলা আছে।

ছবিগুলো খুব যত্ন করে আঁকা। আর মোটা ফ্রেমে খুব খরচ করে বাঁধানোও বটে। দেখলেই বোঝা যায় ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসনের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রভাব ফেলেছিলেন।

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে আর-একটা চাবি বের করে দু'টো আলমারির একটা খুলে ফেললেন। মহী দেখল ভিতরে সেই বড় চৌকো বাক্সটা আছে। দামুদা সেটা বের করে সকলের সামনে এনে টেব্‌লের উপর রাখল।

আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে আলমারির ভিতরের একটা ছোট খোপ খুলে ফেললেন। তারপর সেখান থেকে বের করলেন একটা খাম। আরে, এই তো সেই খাম! মহী চিনতে পারল। সেই অ্যাডভোকেট মানুষটি তো এটাই দিয়ে গিয়েছিলেন দাদুকে।

আদিনাথ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই খামটা আমার জন্য রেখে গিয়েছিল উইল। এতে কী আছে সেটা ডিটেলে পড়ছি না। বরং সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। উইল লিখে গিয়েছিল যে, আমার কাছে মুম্বই থেকে মনোজিৎ বলে একটা ছেলে আসবে। তাকে আমি এই বাক্স আর ছোটখামটা যেন দিয়ে দিই। সে এই বাড়িতে কিছুদিন থেকে, বাক্স খুলে তার জিনিস নিয়ে যাবে। কিন্তু কোনও কারণে সে যদি আমার কাছে না আসে তবে আমি যেন এই বাক্সটা খুলি। এখন, বাক্সটা খোলা কিন্তু সহজ নয়। এতে পুরনোদিনের মতো ডায়াল ধরনের নাম্বারিং লক আছে। এই বাক্স খুললে ভিতরে আর-একটা বাক্স আছে সেটাও অমন লক দিয়ে আটকানো। এই দ্বিতীয় বাক্সটার ভিতরেই নাকি আসল জিনিসটা পাওয়া যাবে।"

"ওরে বাবা এ যে সেই চিনেপুতুল। একটার পেটে একটা ঢুকে আছে," মহীর কাকা অজয় বললেন।

দিবাকর বলল, "বাক্সর পেটে-পেটে যে এত..."

www.monersathe.com

অলোক বললেন, "কিন্তু এমন করার মানে কী? যা দেওয়ার তা সরাসরি দিলেই তো হত।"

আদিনাথ হাসলেন, "তুই কী ভেবেছিস, উইল খুব সহজ মানুষ ছিল? মোটেই না। ওর কথায়, 'আমি দেব আর তুমি নেবে? তা হতে পারে না।' সবকিছু অর্জন করতে হয় জীবনে। তোমাকেও এর ভিতরের জিনিস অর্জন করতে হবে।"

কেউ কোনও কথা বলল না। আদিনাথ এবার দ্বিতীয় খামটা তুললেন, "এটা আমায় খুলতে বলা হয়েছিল। তখনই যখন জানা যেত যে, আর মনোজিৎ আর আসবে না। আর সেটা খুলে আমি দেখেছি যে, এর ভিতর একটা সংকেত আছে। যেটার ভিতর লুকিয়ে আছে এই প্রথম বাক্সটা খোলার চাবিকাঠি। প্রথম বাক্সটার যে ডায়াল টাইপ লক সেটায় আটটা প্লেট আছে। অর্থাৎ, আটটা ডিজিটের নম্বর লাগবে ওটা ওপেন করতে।"

"এত ঝঞ্ঝাটের দরকার আছে?" রণেশ পিছন থেকে বলে উঠল, "দাদু, ওটা ভাঙলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

আদিনাথ রণেশের কথা শুনে বললেন, "ল্যাঠা কি অত সহজে চোকে? এখানে বলা আছে কেউ যদি জোর খাটিয়ে ওই বাক্স খুলতে যায় তা হলে ভেতরে সংকেত লেখা কাগজ নষ্ট হয়ে যাবে। সে ব্যবস্থা নাকি উইল করে দিয়েছে বাক্সের ভিতরে।"

"কিন্তু প্রথম বাক্সটা যে খুলবে, তার সংকেতটা কই?" হীরক আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করল।

আদিনাথ গিয়ে বসলেন খাটে। তারপর ছোটখামটা খুলে বললেন, "এটাই হল সেই সংকেত। উইল বলে গিয়েছিল যে, মনোজিৎকে তিনি এই বাক্সটা দিয়ে যাবেন বটে, তবে যোগ্য হিসেবে তাকেও এটার সংকেত বুঝে তবেই বাক্স খুলতে হবে। যে যোগ্য নয়, সে কিছুই পাবে না। তোমরা সকলে শোনো, সবাইকেই আমি এটা বলছি। যে যোগ্য হবে সে এর উদ্ধার করবে।"

ঘরে পিন পড়লেও শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধতা।

আদিনাথ সকলের দিকে তাকিয়ে কাগজটা থেকে প্রথম সংকেতটা পড়লেন:

www.monersathe.com

"প্রথম কিলার মাঝে আমি বেঁচে থাকি সমনাম
নবাবির শ্রীচরণ ছুঁয়ে যায় গাঙুরের জল
এখন টিকিট কিনে বাবু-বিবি বোঝে না কী দাম
হলওয়েল দিয়েছিল...ফুটপাথে নিশান পিতল

পাতটিকে মনে রেখে লিখে দিয়েছিল কার্জন
এ পূর্ব রেলের গায়ে পাথরে খোদানো ইতিহাস
পলাশির আগে শেষ নবাবের বিজয় আসন
জয়ের শ্রাবণ তিথি বুঝলেই খুলবে সাবাস।"

॥ ১১ ॥

রম বলল, "আমায় এসবের ভিতর টানবি না। যা পারিস কর। আমার পড়াশোনা নেই?"

মহী কিছু বলার আগেই রম ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। আজ সোমবার, রমের কলেজ আছে। এদিকে মহীর স্কুলে ছুটি পড়েছে আবার। এই সপ্তাহের শেষে কালীপুজো। তারপর ভাইফোঁটা। ওদের স্কুল ভাইফোঁটার পরে খুলবে। ফলে এই ক'দিন বেশ ছুটি পেয়ে যাবে ও। কিন্তু তার ফলে ও মনে যে খুব শান্তি পাচ্ছে তা নয়। কারণ গতকাল ওই যে দাদু একটা ছড়া টাইপ কী যেন পড়লেন তারপর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে ওটার মানে কী। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ওই ছড়াটাই ঘুরে বেরাচ্ছে। রমকে ওটাই জিজ্ঞেস করেছিল মহী। শুনে রম পাত্তাই দিল না। উলটে এমন ভাব করল যেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যত সব।

মহী বারান্দায় দাঁড়িয়ে রমের চলে যাওয়া দেখল। আজ সকালে পুলিশের লোকের সঙ্গে মধুপের বাড়ির লোকজনরা এসেছিল ওর বাকি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। সকলে একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়েছে যে, এত কম জিনিস কেন মধুপের! আগে তো এমন কম জিনিস ছিল না ওর!

তবে এই নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি কেউ। মহী তখন পড়ছিল বলে সবকথা

www.monersathe.com

শুনতে পায়নি। তবে কৌতূহল হচ্ছিল খুব। পরে মা-বাবার কথা শুনে বুঝেছে যে, পুলিশ নতুন কোনও কথা বলেনি।

মহী ওদের বড় বাড়িটাকে দেখল। বড্ড নিঝুম লাগছে। প্রায় সকলেই বেরিয়ে গিয়েছে তো। ইস, রম যদি ওকে হেল্প করত!

মহী নিজের মনে বলল, "আমি যদি সংকেতটার মানে জানতে পারতাম!"

"সে তুই জানতেই পারিস।"

আচমকা একটা গলা পেয়ে ঘুরে তাকাল মহী।

"মানে?" মহী জিজ্ঞেস করল।

হীরক হেসে বলল, "আমি একটা মানে পেয়েছি কিনা। তুই জানতে চাইলে তোকে বলব। তবে প্রমিস করতে হবে যে, কাউকে বলবি না।"

"তুমি পেয়েছ হীরকদা?" মহীর বড় চোখদু'টো আরও বড় হয়ে গেল যেন।

"পেয়েছি, তবে কনফার্ম করার জন্য আমায় একবার বেরোতে হবে।"

"কোথায় যাবে তুমি?" মহী জিজ্ঞেস করল।

হীরক বলল, "পুরনো একটা কেল্লার কাছে।"

"কেল্লা? মানে ফোর্ট? কলকাতার বাইরে?"

"না রে কলকাতাতেই।"

"কলকাতায় কেল্লা!" মহী ভুরু কোঁচকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আমি যাব গো তোমার সঙ্গে?"

"যেতে পারিস। কিন্তু কাকিমা কি ছাড়বে?"

"মা? ও আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি। তুমি দাঁড়াও একটু," মহী তিন লাফ দিয়ে দোতলায় মায়ের ঘরের দিকে ছুটল।

মায়ের থেকে পারমিশন পেতে খুব একটা বেগ পেতে হল না ওকে। ও তাড়াতাড়ি একটা জিন্‌স আর টি-শার্ট চড়িয়ে নিয়ে নীচে নেমে এল।

রাসবিহারী মোড়ে এসে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে নামল ওরা। টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন পড়েছে। হীরক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মহী বলল, "গতকালের ছড়াটার মানে কিছু বুঝেছ?"

অল্প চিন্তা করে হীরক বলল, "কিছুটা বুঝেছি। কিন্তু কিছুটা এখনও

www.monersathe.com

একটু অধরা আছে। তাই নিজে গিয়ে দেখতে হবে যা ভাবছি, তা ঠিক কি না।"

মহী আর কিছু বলল না। দেখল আশপাশের দু'-একজন ওদের কথা হাঁ করে গিলছে।

টিকিট কেটে স্টেশনে নেমে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল ওরা। একটা ট্রেন এইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছে। পরেরটা আসতে একটু সময় নেবে।

হীরক পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজ বের করে বলল, "এই দ্যাখ আমি লিখে রেখেছি।"

মহী হাতে নিল কাগজটা, "এখানে কিলার বলছে কেন গো? কিলার মানে তো খুনি। এখানে খুনি আসে কোথা থেকে?"

হীরক বলল, "ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে কি আমাদের দেশের ভাষা ভুলে যেতে হয় রে? ওটা কিলার নয়। ওটা কিলার, মানে কেল্লার।"

"কেল্লা? তা তুমি মেট্রো করে কেল্লায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। কেন কলকাতায় কেল্লা নেই?"

"কলকাতায়?" মহী ভাবল একটু। তারপর চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, "ইয়েস, আছে তো। ফোর্ট উইলিয়াম।"

"ব্রাভো।" হীরক হাসল, "তবে! এই তো পারছিস।"

"ধুত, কী পারলাম! 'প্রথম কিলার মাঝে আমি বেঁচে থাকি সমনাম।' এর মানে কী?"

"মানে এখানে ফোর্ট উইলিয়ামের কথাই বলা হচ্ছে। প্রথম কেল্লা মানে কলকাতার প্রথম কেল্লা হল ফোর্ট উইলিয়াম। তবে এখন যেখানে সেটা আছে প্রথম ফোর্ট উইলিয়ামটা কিন্তু ওখানে ছিল না। ছিল অন্য জায়গায়। আর ওয়ারেনদাদুর নামটা মনে কর। ওয়ারেন উইলিয়াম ওয়াটসন। 'উইলিয়াম'টা লক্ষ করেছিস? 'মাঝে আমি বেঁচে থাকি সমনাম।' মানে মাঝখানের নামটা, অর্থাৎ, উইলিয়াম, বুঝেছিস?" হীরক ভুরু নাচাল।

"গ্রেট," মহী হাসল, "তারপর?"

"তারপর?" হীরক ভুরু কুঁচকে বলল, "তারপর মনে হয় সিরাজ-উদ-দৌলার কথা বলা হয়েছে। কারণ সিরাজ ওই ফোর্টটা জয় করেছিলেন ১৭৫৬ সালে। ওই জায়গাটার কাছেই গঙ্গা। তাই ইট মেক্স সেন্স। গাঙুরের জল মানে গঙ্গার জল।"

www.monersathe.com

"আর বাবু বিবি টিকিট না কী সব কাটে, সেগুলো?"

"আরে ওই জায়গা কোনটা সেটা জানলেই বুঝবি কেন লেখা আছে সেটা," হীরক আর-কিছু না বলে আবার লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মহী দেখল হীরকের চোখদুটো স্থির হয়ে আছে। টকটকে ফরসা মুখটা লাল। ও ভাবল জিজ্ঞেস করবে একটা কথা কিন্তু তার আগেই হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল একদম।

ট্রেনটায় ভিড় খুব বেশি। তার উপর এমন শব্দ করে চলছে যে মহী জানে এখানে কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। তবু ট্রেনটা যখন ময়দান স্টেশনে দাঁড়াল, মহী হীরকের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি এতসব জানলে কেমন করে গো?"

হীরক বলল, "একটু বুদ্ধি করে বাড়ির লাইব্রেরির অত বইয়ের ভিতর থেকে দরকার মতো বইগুলো বাছলেই তো হয়ে যায়। আর ইন্টারনেট তো আছেই স্টাডিতে।"

তাই তো! মহীর মনে হল এটা মাথায় আসেনি কেন ওর! কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না কারণ মেট্রো ছুটতে শুরু করেছে। এসপ্লানেডে নেমে ওরা হাঁটতে লাগল। হীরক বলল, "কী রে হাঁটতে পারবি তো কিছুটা?"

মহী মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, এ আর এমন কী। তা আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"টিকিট কাটতে," হীরক ছোট্ট করে বলল।

"মানে? কীসের টিকিট? সিনেমার?"

হীরক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে আনলাম কেন? তোর বোকা-বোকা প্রশ্ন শুনব বলে?"

মহী বুঝল উৎসাহে বেশি ভুল বলে ফেলেছে ও। তাই আর কিছু না বলে পাশে চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কলকাতায় প্রায় সবসময় গাড়ি করে ঘুরে বেরিয়েছে মহী। এমন করে হেঁটে বিশেষ কোথাও যায়নি ও। মহী হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "আর কতটা যেতে হবে গো?"

"কেন, পা ব্যথা করছে? এমন করে না ঘুরলে কিন্তু কলকাতা চিনতে পারবি না। কলকাতা চেনাটা ইম্পর্ট্যান্ট। আর-একটু যেতে হবে বুঝলি।"

মহী হীরকের পাশে আরও কিছুক্ষণ হাঁটল। তারপর বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা

www.monersathe.com

পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা বড় বাড়ির সামনে। হীরক বলল, "এই এসে গিয়েছি।"

মহী তাকিয়ে দেখল। আরে, এটা তো রেলওয়ের বুকিং কাউন্টার। ফেয়ারলি প্লেস। তা এখানে কোন টিকিট কাটতে এল হীরক?

হীরক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে বুঝতে পারছিস না কিচ্ছু?"

মহী মাথা নাড়ল, "না।"

" 'এখন টিকিট কিনে বাবু-বিবি বোঝে না কী দাম' এটা এই জায়গাটাকেই বলা হয়েছে। এই ফেয়ারলি প্লেস। যেখানে লোকজন টিকিট কাটে। এখানেই আগে ছিল প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম। এখন সেটা নেই। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে কেল্লার কয়েকটা খিলান এখনও জি. পি. ও-র ভিতর আছে। আর..."

হীরক কথা শেষ না করে ফুটপাথের দিকে চোখ রেখে কী যেন খুঁজতে লাগল। মহী বুঝতে পারল না হঠাৎ কথা থামিয়ে এমন করে কী খুঁজছে হীরক!

আশপাশের লোকজনও অবাক হয়ে ওদের দেখছে। হীরক বিড়বিড় করছে শুনল মহী, "এখানেই তো থাকার কথা, এখানেই তো..."

কী থাকার কথা এখানে? ডালহৌসির এদিকটায় বেশ ভিড় থাকে। রাস্তার হকার বসে। এর ভিতর ফুটপাথে কী থাকবে?

মহী তবু হীরকের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল।

হীরক হঠাৎ একজন বয়স্ক পেয়ারাওলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "দাদা, একটু সরবেন।"

"মানে? লোকটা অবাক হয়ে তাকাল হীরকের দিকে, "সরব মানে?"

"মানে আপনার ঝাঁকাটা একটু সরাবেন। একটা জিনিস দেখব।"

"কী দেখবেন?" লোকটার ভুরু কুঁচকে গেল, "এখানে দেখার কী আছে?"

হীরক আর অপেক্ষা না করে নিজেই ঝুঁকে পড়ে ঝাঁকাটা সরিয়ে দিল। লোকটা 'আরে আরে' করে উঠলেও কিছু করতে পারল না।

হীরক ভাল করে ঝাঁকা রাখার জায়গার ফুটপাথটা দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে ফুটপাথের উপর জমা ধুলো-মাটি সরাতে লাগল।

"আরে, আরে কী করছ!" মহী বলল।

www.monersathe.com

পেয়ারাওলাটাও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল হীরক, "ইয়েস। এই তো, এই তো।" হীরক মহীর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ মহী।"

"কী দেখব?" মহী বুঝতে পারল না।

"আঃ, কাছে এসে দ্যাখ," হীরক মহীর হাত ধরে টেনে কাছে নিয়ে গেল, "ভাল করে দ্যাখ।"

মহী দেখল ওর সঙ্গে পেয়ারাওলা আর কয়েকজন মানুষও ঝুঁকে পড়েছে।

হীরক বলল, "ওই দ্যাখ একটা ধাতুর পাত।"

"তাই তো!" মহী অবাক হল, "কী ওটা?"

হীরক হাসল, "ওয়ারেনদাদুর লেখাটা মনে কর। 'ফুটপাথে নিশান পিতল।' এটাই দেখতে এসেছিলাম। পেয়ে গিয়েছি। এটা একটা পিতলের নিশান। আর... আর এই দ্যাখ," হীরক সামনের দেওয়ালের উপর থেকে একটা টাঙানো প্লাস্টিক সরিয়ে বলল, "এই দ্যাখ একটা মার্বেল ফলক।"

মহী দেখল সত্যি তো একটা মার্বেল ফলক। বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'এখানে, এই পিতলের পাতটি বরাবর ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর পশ্চিম কোণ।'

হীরক বলল, "এখন গঙ্গা স্ট্র্যান্ড রোডের ওদিকে রয়েছে, কিন্তু আগে নদীটা ছিল এই ফেয়ারলি প্লেসের কাছে। যাতে মানুষ ভুলে না যায় তাই এই ফলকটা খোদাই করিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। আর এই দেওয়ালটা ইস্টার্ন রেলওয়ের বাড়ির দেওয়াল। বুঝলি? এখান দিয়ে কেল্লা বা কিলা দখল করে কেল্লার ভিতরে ঢুকেছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। পলাশির আগে এটাই ছিল নবাবের বিজয় আসন। বা বলতে পারিস শেষ বিজয় আসন।"

পেয়ারাওলাটা বলল, "এসব কী বলছেন?"

হীরক বলল, "আপনি একটু লেট করে ফেলেছেন দাদা। মানে এই ধরুন দু'শো পঞ্চান্ন বছর লেট। না হলে আপনি এখানে বসেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পেয়ারা বেচতে পারতেন, বুঝলেন?"

হীরক মহীকে ইশারা করে হাঁটা শুরু করল, "চল আমাদের কাজ শেষ।

www.monersathe.com

যা দেখার দেখে নিয়েছি। এবার একটা জিনিস জাস্ট লাইব্রেরি থেকে দেখে নেব, তা হলেই কেল্লা ফতে।"

মহী পিছন-পিছন প্রায় দৌড়তে লাগল হীরকের, "কিন্তু হলওয়েল না কী লেখা আছে। সেটা?"

"ওটা একজন ইংরেজের নাম। সিরাজ যখন কেল্লা জয় করলেন, তখন হলওয়েল একশো ছেচল্লিশ জনকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বলা হয় এদের মধ্যে অনেককে একাট ছোট্ট ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল নবাবের সৈন্যরা। যার ফলে অধিকাংশই মারা যায়। এটা 'ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি' বলে কুখ্যাত। হলওয়েল বেঁচে গিয়েছিলেন। পরে উনি মৃতদের উদ্দেশে একটা মনুমেন্ট বানিয়েছিলেন। যেটা হলওয়েল মনুমেন্ট নামে বিখ্যাত। সেই মনুমেন্টটা নেই, কিন্তু কার্জন ওটারও একটা রেপ্লিকা বানিয়েছিলেন। সেটা এখন সেন্ট জন'স গির্জায় আছে। বুঝলি?"

মহী বলল, "সব তো বুঝলাম কিন্তু এসব থেকে কী পেলে যা দিয়ে তুমি বাক্স খুলবে? আমি তো কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।"

হীরক কিছু বলতে গিয়েও থমকাল একবার। তারপর বলল, "তুই দেখতে না পেলে কী হবে। আমি পেয়েছি আর যার পাওয়ার সেও পেয়েছে।"

"যার পাওয়ার মানে," মহী অবাক হল।

হীরক বলল, "এমন বেগুনি ফ্রেমের সানগ্লাস পরে কেউ রাস্তায় বেরোয়?"

মহী বলল, "কী হল হীরকদা? ভুল বকছ কেন?"

হীরক চোয়াল শক্ত করল, "চল মহী আর দেরি করব না। বাড়ি যাই চল।"

মহী কিছু বলার আগেই হীরক একটা ট্যাক্সি থামিয়ে মহীকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে তাতে তুলে বলল, "চলুন রাসবিহারি মোড়। জলদি।"

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না," মহী হীরকের দিকে তাকাল।

হীরক বলল, "আমি বুঝতে পারছি। গন্ডগোলটা বাক্সটা ঘিরেই বুঝলি মহী। আর আমাদের আরও সাবধান থাকতে হবে। না হলে গন্ডগোল আরও বাড়বে মনে হচ্ছে। সামনে আরও সমস্যা আসছে মহী, আরও সমস্যা।"

www.monersathe.com

বুকি ছেলেদু'টোকে গাড়িতে উঠতে দেখল। ও চোখের বেগুনি ফ্রেমের সানগ্লাসটা ঠিক করে নিজের মোবাইল থেকে কল করল একটা।

ওপাশের লোকটি ফোন ধরল একটু পরে।

বুকি সময় নিয়ে কেটে-কেটে বলল, "জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দ্য হিল।"

॥ ১২ ॥

খাওয়া শেষ করে সকলে উঠতে যাবে এমন সময় মহী দেখল হীরক ক্লাসে পড়া বলতে চাওয়ার মতো করে হাত তুলল। আদিনাথ প্রথমে দ্যাখেননি ব্যাপারটা। কিন্তু মহী হীরকের হাত তোলাটা যাতে সকলের নজরে পড়ে সেজন্য বলে উঠল, "কী গো হীরকদা, তুমি হাত তুলছ কেন?"

আদিনাথ এবার দেখলেন, "কী হল এমন হাত তুলছিস কেন? এখানে কি স্কুল বসেছে নাকি? কিছু বলার হলে এমনি বল।"

অলোক বললেন, "কী রে হীরক, কী কেস তোর?"

হীরক সকলের দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধা নিয়ে বলল, "আমার একটা কথা ছিল।"

"তা বলে ফ্যাল," আদিনাথ সামান্য ধমক দিলেন, "আর হাতটা নামা, অ্যান্টেনার মতো তুলে রাখতে হবে না।"

হীরক বলল, "প্রথম বাক্সটা খোলার সংকেত আমার জানা হয়ে গিয়েছে!"

"কী?" এবারের প্রশ্নটা সমবেত হল।

"হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি জানি।"

আর-কেউ কথা বলল না। আদিনাথ শুধু বললেন, "তোমরা সকলে আমার ঘরে এসো। আমি বাক্সটা উইলের ঘর থেকে দামুকে দিয়ে আনাচ্ছি আমার ঘরে। আর হীরক, দেখি তুই কেমন উদ্ধার করতে পেরেছিস সংকেত।"

হাত-মুখ ধুয়ে সকলে পাঁচমিনিটের ভিতর উপরে আদিনাথের ঘরে গেল। মহী দেখল নীচের রণেশ আর দিবাকর শুধু এই জমায়েতে নেই।

www.monersathe.com

"বল," আদিনাথ টেব্‌লের উপর রাখা বাক্সটা দেখিয়ে বললেন, "দেখি কী করে খুলতে পারিস তুই ওটা।"

হীরক গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিল একটু। মহী দেখল, ঘরের সকলে মন দিয়ে হীরককে দেখছে। ওর মনে হল দেওয়াল থেকে বাচ্চাদের মধ্যে বসে থাকা রবিঠাকুরও যেন জ্যান্ত হয়ে তাকিয়ে আছেন হীরকের দিকে।

হীরক বলল, "আজ আমি আর মহী গিয়েছিলাম পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে।"

"পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম?" অজয় অবাক হলেন, "সেটা আবার তুই পেলি কোথায়?"

হীরক ওই ছড়ার সংকেতটা ব্যাখ্যা করে সমস্ত ঘটনাই সকলের সামনে খুলে বলল। শুধু মহী দেখল, শেষের ওই চটপট করে ট্যাক্সিতে চলে আসাটা হীরক বেমালুম চেপে গেল।

সকলে হীরকের কথাগুলো শুনল মন দিয়ে।

এবার মোহন বললেন, "সব তো হল, কিন্তু সেখান থেকে কী করে বাক্স খোলার কম্বিনেশন পাওয়া যাবে?"

হীরক হাসল, "আমি সব বললেও তো শেষের লাইনটার মানে এখনও বলিনি। ওতেই আছে সংকেত। কম্বিনেশন।"

মহী দেখল সকলের সঙ্গে আদিনাথও অবাক হলেন।

আদিনাথ বললেন, "ওতে সংকেত আছে?"

হীরক বলল, "শেষ লাইনটা হল, 'জয়ের শ্রাবণ তিথি বুঝলেই খুলবে সাবাস।' এই লাইনটা ঠিক বুঝেছি কি না সেটা বোঝার জন্য আমায় ওই ফেয়ারলি প্লেসে যেখানে আগে পুরনো কেল্লা ছিল, সেখানে যেতে হয়েছে আর দেখতে হয়েছে সত্যি পিতলের পাত আছে কি না। কারণ ওগুলো মিললে তা হলেই বুঝব যে, আমি যে তারিখের কথা ভাবছি সেটার কথাই নিশ্চিত করে বলে গিয়েছেন ওয়ারেনদাদু।"

অলোক বললেন, "ওয়েট ওয়েট, তারিখ মানে?"

হীরক বলল, "শ্রাবণ মাসের তিথি। যে তিথিতে জয় এসেছিল তার কথা বলা হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, এই তিথি পঞ্জিকার তিথি নয়। এর

www.monersathe.com

মানে তারিখ। আমার অনুমান সত্যি হলে সেই তারিখটাই হবে প্রথম বাক্সের কম্বিনেশন। আর যেদিন সিরাজ জয়ী হয়েছিলেন সেই দিনটা হল, বিশে জুলাই সতেরো শো ছাপ্পান্ন সাল।"

"তার মানে," আদিনাথ বললেন, "কম্বিনেশনটা হল ২০০৭৫৬?"

"না," হীরক হাসল, "নাম্বারিং লকে আট'টা ডায়াল আছে। তাই নম্বরটা হবে, "২০০৭১৭৫৬।"

আদিনাথ আর বসলেন না। সটান উঠে গিয়ে বাক্সটা এনে রাখলেন সকলের সামনে। তারপর ঠিক নম্বর মিলিয়ে-মিলিয়ে আটটা ডায়াল মেলালেন। সকলের দিকে এবার তাকালেন তিনি। মহী দেখল সকলের চোখ বাক্সটার দিকে থাকলেও হীরক চোখ বন্ধ করে আছে। টেনশনে মুখ লাল। মানে যতই মুখে কনফিডেন্স দেখাক ভিতরে ওর টেনশন হচ্ছে। কারণ ওর এত ব্যাখ্যা যদি শেষপর্যন্ত সফল না হয়!

আদিনাথ আর অপেক্ষা না করে এবার ডায়ালের মাঝের উঁচু হয়ে থাকা নবটায় চাপ দিলেন সামান্য। আর কী আশ্চর্য! পিং করে খুলে গেল বাক্সের ডালা!

"ব্রাভো," অলোক চিৎকার করে উঠলেন, "এটা দারুণ বের করেছিস হীরক, দারুণ।"

হীরক নার্ভাসভাবে হাসল।

আদিনাথ ঝুঁকে পড়ে দেখলেন যে, বাক্সের ভিতরে একটা পাতলা কাচের অ্যাম্পেল কাগজ জড়ানো অবস্থায় একটা খোপের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। অ্যাম্পেলটা এমন করে রাখা যে, বাক্সটা যদি ভাঙা হত তবে সবার আগে অ্যাম্পেলটা ভাঙত। আর তার ফলে কী হতে পারত, তা তো আগেই চিঠিতে লেখা আছে।

আদিনাথ অ্যাম্পেলটা খোপ থেকে খুলে তার গায়ের জড়ানো কাগজটা আলাদা করলেন। তারপর বাক্সের ভিতরে রাখা অপেক্ষাকৃত ছোট একটা বাক্স বের করে টেব্‌লে রাখলেন। মহী দেখল এটার গায়েও ঠিক আগের মতোই একটা নাম্বারিং লকের ডায়াল।

আদিনাথ হীরকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই নে। এই কাগজটা তুই রাখ। প্রথমটা যখন তুই বের করেছিস, এটাও চেষ্টা কর। দেখি পারিস

www.monersathe.com

কি না। হীরক থেকে হোম্‌স হতে গেলে এটাকেও সমাধান করতে হবে কিন্তু।"

অজয় বলেন, "ঠিক আছে, তবে একবার পড়ে শোনা কী লেখা আছে। দেখি, এবার আমরাও হোম্‌স হতে পারি কি না।"

হীরক হাসল, তারপর কাগজটা খুলে পড়ল লেখাটা,

"ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল ব্রিটিশ এল দেশে
সিরাজ হেরে রাজা হলেন নবকৃষ্ণ শেষে!
তাঁর বাড়িটির হাতার কাছে দেখতে পাবে গেলে
পঞ্চ শিরে ঘোড়া দাপায় তোমার দেশের ছেলে
সেখান থেকে এগিয়ে যাবে বাগান বাজার মোড়ে
টাইগ্রেস-এর গল্প যে তার নদীর ঘাটে ওড়ে
কেউ ছিল না, নেটিভ ভায়া গাঁইতি, শাবল, নিয়ে
আটকে দেবে শত্রু তুমি দিচারিতা দিয়ে!
কেউ আসেনি, কোম্পানি তাই কলম চালায় 'ডিসমিস'
কেবল সেটা উপচে উঠে—প্রফুল্ল ও জগদীশ

এই ঘটনার সময় ঘোরাও চার চাকতির বিস্ময়
অন্যরকম সময় তখন মধ্যে শুরু নিশ্চয়
এখন তাকে রাখছে ধরে নন্দলাল আর অক্ষয়।"

"বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?" অজয় ফস করে বলে উঠল, "নাহ, হীরক তুই চেষ্টা কর বাবা। আমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হলে অফিস কাছারি সব বাদ দিতে হবে।"

আদিনাথ হীরকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে পারবি?"

হীরক একবার লেখাটা আর-একবার দ্বিতীয় বাক্সটা দেখল, বলল, "দেখি চেষ্টা করে। এই বাক্সটায় দেখছি চারটে চাকতি। মানে ফোর ডিজিট হবে। দেখা যাক।"

"দ্যাখ তবে," বলে আদিনাথ সবে উঠতে গিয়েছেন, হঠাৎ পালোয়ান

www.monersathe.com

বিকট স্বরে কাঁই করে উঠল বারান্দা থেকে। বোঝা গেল যে, কেউ ওকে আঘাত করেছে। এসময় বাইরে কে এল?

পালোয়ান সাধারণত নীচেই থাকে। কেবল মাঝে মাঝে সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসে।

পালোয়ানের আচমকা আর্তনাদে সকলেই একটু থতমত খেল। কিন্তু মহী দেখল হীরক একমাত্র ঘাবড়াল না। বরং আওয়াজ শুনেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওর পিছনে মহী আর মোহনও বেরল।

পালোয়ান সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে কুকুরটা কাঁপছে আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানির শব্দ করছে। নীচে কি কোনও হালকা দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ পেল মহী?

মোহন আর মহীকে যেতে দিলেন না। বললেন, "তুমি ছোট, আর এগিয়ো না।"

অন্যরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এতক্ষণে।

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, "কী হল?"

মোহন কিছু বলার আগেই সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল হীরক, বলল, "কে বুঝলাম না। কিন্তু কেউ একজন ছিল।"

"কে ছিল?"

হীরক চোয়াল শক্ত করে বলল, "সেটা জানলে তো আর সমস্যাই থাকত না। কিন্তু যে ছিল তার এই ওয়ারেনদাদুর বাক্সর উপর কৌতূহল খুব।"

মোহন বলল, "কিন্তু নীচে তো দিবাকর আর রণেশ থাকে। আর যদি কেউ পাঁচিল টপকে বাইরে থেকে..."

হীরক বলল, "সব সম্ভব। সবটাই সম্ভব। কিন্তু হাতে নাতে ধরতে না পারলে তো বলা যাবে না কিছু। তাই আমাদের সকলকেই সাবধান হতে হবে। ওয়ারেনদাদুর খামখেয়ালিপনার জন্য একটা দুর্যোগ আসতে চলেছে। সহজ জিনিসকে জটিল করলে এই হয়।"

"কী দুর্যোগ?" অলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি জানি না। তবে দুষ্টু লোকের নজর পড়েছে এই বাক্সে। প্যান্ডোরার বাক্সের মতো এর থেকেও না..." হীরক কথা শেষ না করে তাকাল সকলের দিকে।

www.monersathe.com

মহী দেখল সবার মুখেই হালকা একটা ভয় কুয়াশার মতো জড়িয়ে আছে।

॥ ১৩ ॥

"আজকেও কি বেরোবে হীরকদা?" মহী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

একটু আগে স্নান সেরে দুপুরের খাওয়া শেষ করেছে ও। এখন পৌনে একটা বাজে। আজ সারা সকাল প্রচুর পড়াশোনা করেছে মহী। তবে মাঝে-মাঝেই গতকালের ওই ছড়াটার কথা মনে পড়ছিল। কেন কে জানে, প্রথম ছড়াটার চেয়ে এটাকে বেশি কঠিন মনে হচ্ছে মহীর। না, ও কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় একবার হীরককে জিজ্ঞেস করেছিল আলতো করে। হীরক তখন এমন মুখ করে তাকিয়েছিল মহীর দিকে যে, ওর উৎসাহে জল পড়ে গিয়েছিল। তখন থেকে ওর আরও মনে হচ্ছে যে হীরক যখন এমন মুখ করে আছে তখন ছড়াটা সত্যিই খুব কঠিন।

হীরক টেব্‌লের ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগ বের করে পকেটে ঢোকাল।

মহী জুলজুল করে তাকিয়ে আবার বলল, "কী হল হীরকদা? বললে না তো! আজকেও বেরোবে?"

"হ্যাঁ," হীরক এবার ঘড়িটা নিয়ে হাতে পরল।

"আমায় নেবে না?" মহী কাতর গলায় বলল এবার।

"না রে। তোকে স্পষ্ট করে বলিনি, কিন্তু আমাদের একটা লোক সেদিন ফলো করছিল। আমার মনে হয় তোকে এর মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না।"

"আরে," মহী এগিয়ে গিয়ে হীরকের হাত ধরল, "প্লিজ় হীরকদা, এখন তো দিনের বেলা। তুমি অমন করে আমায় ফেলে রেখে যেয়ো না।"

"কিন্তু যদি কাকু, কাকিমা..."

হীরককে কথা শেষ করতে না দিয়ে মহী বলল, "আরে কিচ্ছু হবে না। প্লিজ় হীরকদা... আমাকে নিয়ে চলো।"

হীরক ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু তারপর বলল, "ঠিক আছে কিন্তু একটা শর্তে, আমার মাথা খাবি না। যথাসময়ে সব বলব। এখন গোটা পথটা

www.monersathe.com

আমায় একটু হিসেব-নিকেশ করতে হবে। একটু চিন্তা করতে হবে। ফলে নো বকবক। রাজি?"

মহী বলল, "একশো পারসেন্ট রাজি। দাঁড়াও আমি ড্রেস করে আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

ওরা যখন মেট্রো স্টেশনে গিয়ে মেট্রোতে উঠল তখন পর্যন্ত কোনও কথা বলল না হীরক। আজ ট্রেনে উঠে বসার জায়গা পেয়েছে ওরা। ট্রেনের আওয়াজের জন্য কোনও কথা শোনা পর্যন্ত যাচ্ছে না। তবু মহী হীরকের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আচ্ছা, আজ কি কেউ ফলো করছে?"

হীরক ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে মহীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "দিচারিতা মানে জানিস?"

মহীদের স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম তবে মা বাড়িতে ভাল করে বাংলা পড়ায়। ফলে বাংলাটা মোটামুটি জানে মহী। ও বলল, "মানে তো দুরকম কথা বলা বা কাজ করা। মানে একজনে একরকম বলে অন্যরকম কিছু করা।"

হীরক মাথা নাড়ল তারপর মহীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "কিন্তু সেটা তো দ্বিচারিতা। এটা দিচারিতা। এর মানে কী?"

মহী কিছু বলতে গিয়ে দেখল কোনও লাভ নেই। কথাটা হীরক নিজেকেই জিজ্ঞেস করছে, মহীকে নয়। সারাটা পথ মহী কথা বলল না কোনও। শ্যামবাজার স্টেশনে নেমে মহী জিজ্ঞেস করল, "এবার বলবে কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

হীরক হাসল, "আমরা যাচ্ছি পঞ্চ শিরে ঘোড়া দাপানো দেখতে।"

মহীর রাগ হল এবার। ও মুখ গোঁজ করে হীরকের পাশে-পাশে হেঁটে উঠে এল মাটির উপরে।

হীরক হাসল এতক্ষণে, "কী রে রাগ হল?"

মহী বলল, "তোমার বুদ্ধি বেশি বলে আমার সঙ্গে এমন করছ?"

হীরক হাঁটতে হাঁটতে বলল, "না রে তা নয়। সত্যি বলছি। তুই বুঝিসনি না কথাটার মানে?"

"না বুঝিনি।"

"পঞ্চ শির মানে কী বলত?" হীরক কিছুটা হেঁটে ফুটপাথের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

www.monersathe.com

"মানে? পাঁচমাথা," খানিকটা চিন্তা করে বলল মহী।

হীরক হাসল, "তবে?"

"মানে?" মহী আবার কিছু বলতে গিয়ে আটকে গেল, "ওরে বাবা তাই তো! পাঁচমাথা। এটাই তো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। আরে সেখানে ঘোড়া দাপায় আমার দেশের ছেলে মানে, ওই তো নেতাজির ঘোড়ায় চড়া মূর্তি। গ্রেট।"

হীরক বলল, "আমি ছড়াটা পড়ে বুঝেছি যে, এটা একটা ডিরেকশন। এই মোড়ের কাছেই মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি। আর এখান থেকে আমাদের যেতেও হবে আর-একটা মোড়ে।"

"বাগান বাজার মোড়ে?" মহী উৎসাহিত হল।

"ওটা আসলে বাগবাজার মোড়। আর বাগান মানে হল বাগ। এটা নিশ্চয় তুই জানিস মহী। বাগবাজার ঘাট আছে। কিন্তু টাইগ্রেস, শাবল গাঁইতি, কোম্পানির ডিসমিস, প্রফুল্ল, জগদীশ, এগুলো। আমার কাছে তো এগুলো এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারপর আবার অক্ষয়, নন্দলাল। নামের একদম ছড়াছড়ি। ওয়ারেনদাদু কীভাবে যে সংকেত লিখেছিলেন ভগবান জানে," হীরক ওর পকেট থেকে আগেরদিনের মতো আজকেও একটা কাগজ বের করে দেখল।

মহী বুঝল এটাতে ছড়াটা লেখা আছে। ও জিজ্ঞেস করল, "তা হলে এখন কী করবে?"

হীরক বলল, "যেটা পেয়েছি সেটা অবধি তো যাই। চল একটা বাস ধরে বাগবাজার ক্রসিংয়ে যাই।"

মহী দক্ষিণ কলকাতায় মানুষ, ও এই উত্তর কলকাতায় খুব-একটা আসেনি। তাই দু'পাশে তাকাতে-তাকাতে বাসে করে চলল।

হীরক ওকে বলল, "বুঝলি কলকাতার সবচেয়ে পুরনো জায়গার মধ্যে এটা পড়ে। সুতানুটির অংশ এই জায়গাটা। আগে এখানে কলকাতার বড় মানুষদের বাস ছিল।"

বাগবাজার মোড়ে নেমে হীরক এদিক ওদিক তাকাল। নতুন পুরনো মিলিয়ে জায়গাটা একটু অন্যরকম হয়ে আছে।

"আয় আমার সঙ্গে," হীরক মহীকে নিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে

www.monersathe.com

গেল। তারপর দোকানিকে ডেকে বলল, "আচ্ছা দাদা প্রফুল্ল, জগদীশ, নন্দলাল বা অক্ষয় এসব কিছু জানেন? কাউকে চেনেন?"

"মতলব? কী বলছেন আপনি? অক্ষয় ছাড়া আর কুছু হামি জানি না।"

হীরক মহীর দিকে তাকিয়ে হাসল। মানে অন্তত অক্ষয়ের তো খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, "তো বলবেন দয়া করে?"

লোকটা ভাঙা বাংলায় বলল, "আরে অক্ষয় তো মুম্বইয়ে থাকে। ফিলিম করে। হিন্দি ফিলিমের হিরো। খুব মারামারি করে। বহুত ফিট বডি।"

মহী খিকখিক করে হেসে ফেলল হীরকের মুখটা দেখে। হীরক জিজ্ঞেস করছে কান আর লোকটা ওকে দেখাচ্ছে কানপুর।

হীরক বিরক্ত হয়ে সরে এল দোকান থেকে তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

মহী জিজ্ঞেস করল, "তা হলে এবার কী করবে?"

হীরক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর যাই করি তোর মতো 'তারপর' 'তারপর' করব না।"

মহী হাসল, "আরে, দোকানদারটা ভুল বলেছে আর তুমি আমার উপর রাগ করছ কেন?"

হীরক ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল একটু। তারপর বলল, "চল ট্র্যাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করি।"

পুলিশ ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছিলেন। ওরা সোজা গিয়ে পুলিশ ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াল। হীরকের প্রশ্নের মাঝপথেই থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, "দেখুন, প্রফুল্ল বা জগদীশ কে বলতে পারছি না। মানে, এমন নাম শুনে কোনও মানুষকে এত বড় শহরে চেনা মুশকিল, যদি না তারা বিখ্যাত হন। তবে অক্ষয় আর নন্দলাল বলতে আমার মনে পড়ছে দু'টো রাস্তা। এখান থেকে সোজা এগিয়ে গেলে একটা রাস্তা বাঁদিকে অল্প বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। ওটা হল অক্ষয় বোস লেন। আর তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাঁয়ে আর-একটা ছোট রাস্তা দিয়ে গেলে যে রাস্তাটায় পড়বেন সেটা নন্দলাল বোস লেন। বুঝলেন?"

ভদ্রলোকের উত্তর শুনে থ্যাঙ্কস জানিয়ে হীরক আর দাঁড়াল না। মহীকে

www.monersathe.com

ইশারা করে জোরে হাঁটতে লাগল। মহী কিছুটা হেঁটে আর কিছুটা দৌড়ে তাল মেলাতে লাগল হীরকের সঙ্গে।

কিছুটা যাওয়ার পর বাঁদিকে একটা রাস্তা দেখতে পেল ওরা। সেই রাস্তার পাশের দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখল। হ্যাঁ, অক্ষয় বোস লেন। হীরক আবার মহীকে নিয়ে হাঁটতে লাগল। আরে, ওই তো বাঁদিকে একটা ছোট রাস্তা। তাতে ঢুকে আবার কিছুটা দৌড়ানোর মতো করে হাঁটল দু'জনে। এই সরু রাস্তাটা আর-একটা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। হীরক সেটার দোকানের সাইনবোর্ড দেখাল মহীকে। লেখা আছে, নন্দলাল বোস লেন।

মহী এবার হীরকের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, "আর পারছি না। কী ছোটাচ্ছ গো! আমার জল তেষ্টা পেয়েছে।"

হীরক কোমরে হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। মহীর কথা যেন কানেই গেল না। শুধু নিজের মনে বলল, "এরপর? এরপর কী?"

হীরক পকেট থেকে কাগজটা বের করে দেখল আবার। ভুরুদু'টো যেন আরও কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, "নন্দলাল আর অক্ষয়। 'এখন তাকে রাখছে ধরে নন্দলাল আর অক্ষয়'। কাকে ধরে রাখছে? দু'পাশে দু'টো লেন ধরে রাখছে। তা হলে..." হীরকের গলাটা খানিকটা আবছা হয়ে এল। তারপর হঠাৎ ও দু'টো রাস্তার মধ্যের সংযোগকারী রাস্তাটায় গিয়ে দাঁড়াল আবার। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, এই রাস্তাটার নাম কী বলতে পারেন?"

লোকটা বলল, "এটা? এটা তো মারাঠা ডিচ লেন।"

হীরকের চোখদু'টো বড় হয়ে গেল হঠাৎ। ঠোঁটটা খানিকক্ষণ চেটে নিল ও। ওর নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে। হীরক হাতের কাগজটা থেকে জোরে-জোরে পড়ল, "ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো ব্রিটিশ এল দেশে/সিরাজ হেরে রাজা হলেন নবকৃষ্ণ শেষে!" মহী কী বুঝতে পারলি বল তো?"

"আমি? মানে... ইয়ে লেখাটায় তো ব্রিটিশ এম্পায়ার... মানে সিরাজ..."

"ধ্যাত," হীরকের চোখটা চকচক করে উঠল, "চোখ দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে নয়, কান দিয়ে দ্যাখ, ওরে, কান দিয়ে দ্যাখ।"

www.monersathe.com

"কান দিয়ে দেখব?" কনফিউজ্‌ড হয়ে গিয়ে মহী চোখের চশমাটা ঠিক করল। তারপর আরও কনফিউজ্‌ড হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

হীরক মহীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "মানে, আর না। এবার বাড়ি আর কয়েকটা বই ঘাঁটা। সঙ্গে এটাও দেখা যে, আজ সেদিনের সেই লোকটা আমাদের বাড়ি অবধি যায় কি না।"

"লোক?" মহী চট করে পিছনদিকে ফিরল, "কোথায় লোক? সেই লোকটা?"

হীরক হাসল, "জমেছে বুঝলি। গল্প জমেছে। ইউরোপের লোক হলে বলতাম, প্লট থিকেন্‌স।"

"তুমি কি বুঝেছ সংকেতটা?" পিছনের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করল মহী।

"সংকেতের বাইরেও আরও কিছু বোঝার আছে। তবে তার আগে বাক্সটা খুলতে হবে।"

"বাক্সটা খুলতে পারবে তুমি?" মহী তাকাল হীরকের দিকে।

হীরক বলল, "দেখা যাক। সব ক্রমশ প্রকাশ্য।"

॥ ১৪ ॥

আজকের জমায়েতের আগে আদিনাথ দামুদাকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন। কারণ সেদিন যে এসেছিল, মানে আদৌ যদি কেউ এসে কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

আদিনাথ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তো হীরক, তুই এটারও মানে বের করে ফেলেছিস? তাও একদিনে? সত্যি?"

হীরক সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "বোধ হয় পেরেছি। আসলে আমি কালকে ওই লেখাটা দেখার সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটা কোনও জায়গার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমি আর মহী ওই লেখার সংকেত অনুযায়ী ওই জায়গাতে গিয়েছিলাম।"

হীরক মহীকে নিয়ে কীভাবে শ্যামবাজার হয়ে বাগবাজার আর নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেখান থেকে মারাঠা ডিচ লেনে গিয়েছিল, তা সংকেত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিল।

www.monersathe.com

"গিয়েছিলি?" সব শুনে আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, তবে গিয়ে দেখলাম আসলে সংকেতটা নির্দিষ্ট কোনও জায়গাকে নির্দেশ করছে না," হীরক কথাটা বলে একবার সকলের দিকে তাকাল।

"মানে?" অলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"আচ্ছা, ছড়াটা পড়ে তোমাদের প্রথম কী মনে হচ্ছে?" হীরক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সকলের উদ্দেশে পালটা প্রশ্ন করল।

অজয় বললেন, "প্রথম দু'টো লাইন পড়লে তো সেই ঘুমপাড়ানি ছড়ার কথা মনে পড়ে। ছোটবেলায় শুনতাম 'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো'..."

"তারপরেরটা বললে না তো?" হীরক তাকাল অজয়ের দিকে।

"তারপরেরটা হল, 'বর্গি এল দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?"

হীরক হাসল, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গি হামলায় বাংলার গ্রাম-গঞ্জ জেরবার হয়ে গিয়েছিল। রাজমহল থেকে বালেশ্বর অবধি বর্গিদের লুঠপাঠ প্রায় অবাধ ছিল। বাংলার নবাব কিছুই করতে পারেননি। সেসময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ব্যাবসা করছে। স্থানীয় মানুষজন বা নেটিভরা বগিদের ভয়ে কোম্পানিকে বলল ব্যবস্থা নিতে। কোম্পানি পেরিন্‌স পয়েন্টে একটা জাহাজ দাঁড় করাল আর বাগবাজার ঘাটেও একটা জাহাজ দাঁড় করাল। এই বাগবাজার ঘাটের জাহাজটার নাম ছিল 'টাইগ্রেস'। এটার কথা আছে ছড়ায়। আর অন্যান্য জায়গায় দাঁড় করাল সাতটা কামান। কিন্তু কলকাতার মানুষজন বুঝল এতে কিছুতেই বর্গিদের আটকানো যাবে না। তার ফলে গোবিন্দপুর আর সুতানুটির মানুষরা একযোগে ঠিক করল যে, তাদের শহর তারাই রক্ষা করবে। তাদের অস্ত্র নেই কিন্তু শাবল, গাঁইতি তো আছে! লক্ষ কর, এটাও বলা আছে ছড়াটায়। ব্যাস, ঠিক হয়ে গেল যে, একটা খাদ কাটা হবে শহর ঘিরে। ৪২ গজ চওড়া আর সাত মাইল লম্বা একটা খাদ। বাগবাজার থেকে গোল করে ঘুরে উত্তর থেকে পূর্বদিক হয়ে দক্ষিণদিকে আসবে সেই খাদ। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঝপাঝপ কোদাল চলল। ছ'মাস ধরে কাজ হল। তিনমাইল তৈরি হয়ে গেল খাদ। আর ঠিক সেসময় নবাবের সঙ্গে মারাঠাদের সন্ধি হয়ে গেল। ব্যস, খাদের দরকার পড়ল না আর। কোম্পানিও খাদ নির্মাণ বন্ধ করে দিল। অর্থাৎ 'ডিসমিস' করল। সেই খাদ পড়ে রইল ষাটবছর। তারপর তা বুজিয়ে, যেটা

www.monersathe.com

এখানে উপছে বলা হয়েছে, তৈরি হল রাস্তা। আপার আর লোয়ার সার্কুলার রোড।"

মহী জিজ্ঞেস করল, "সবই তো হল হীরকদা। কিন্তু বাক্স খুলবে কী করে? আর প্রফুল্ল, জগদীশ, দিচারিতা এসবের মানে কী?"

হীরক হাসল, "প্রফুল্ল আর জগদীশটা তো সহজ। আপার সার্কুলার রোডের এখন নাম আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বোস রোড বা এ পি সি বোস আর লোয়ার সার্কুলার রোডের নাম হয়েছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড বা এ জে সি বোস রোড। খাদ ভরাট করেই তৈরি হয়েছিল এই রাস্তা দুটো। মহী, পুলিশটা বলল না যে, বিখ্যাত হলে বলা যেত। তখনই মাথায় এল ব্যাপারটা। আর দিচারিতা? কলকাতার লোকরা যে এই খাদ বা ডিচ কেটেছিল, সেই থেকে তখন তাদের নাম দেওয়া হয় 'ডিচার'। দিচারিতা শব্দটা দিয়ে ওয়ারেনদাদু সেই ডিচার কথাটাই ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন!"

"বোঝো," আদিনাথ বললেন, "উইল যে কী লিখেছে! আর হীরক তুই বা এতসব জানলি কী করে?"

"এই বাড়িতেই তো কলকাতার ইতিহাসের সব বই আছে," হীরক এবার এগোল বাক্সের দিকে। বলল, "আমি প্রথমে একটু ভুল ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম ছড়াটা জায়গার নাম বলছে। আসলে ছড়াটা বলছিল এই মারাঠা ডিচের কথা। মারাঠা ডিচ লেনে গিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হল। ওর একদিকে অক্ষয় বোস লেন আর অন্যদিকে নন্দলাল বোস লেন। 'এখন তাকে রাখছে ধরে নন্দলাল আর অক্ষয়,' গোটা লেখাটার ছন্দে বর্গির ছড়ার ছন্দ। আর মারাঠা ডিচ খোঁড়ার ইঙ্গিত। তারপর 'সেই ঘটনার সময় ঘোরাও চার চাকতির বিস্ময়/ অন্যরকম সময় তখন মধ্যে শুরু নিশ্চয়'। সেসময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। বছরের মধ্যে নতুন বছর গণনা করা হত বলে একটা মত আছে। সেই অনুযায়ী মারাঠা ডিচ তৈরির সময় কারও মতে ১৭৪৩ আবার কারও মতে ১৭৪২-এর মার্চ মাসে। এইখানে ওয়ারেন দাদু বলেছেন 'অন্যরকম সময় মনে হয়," হীরক কথা শেষ না করে বাক্সটার গায়ে লাগানো চারটে ডায়ালওলা নাম্বারিং লকটা ঘোরালো। আর সঙ্গে-সঙ্গে পিং শব্দে খুলে গেল এই বাক্সটার ডালা!

হীরক বলল, "হ্যাঁ ঠিক। কম্বিনেশনটা হল ১৭৪২। কারণ ওটা মার্চ। তখনও বছর বদল হয়নি।"

www.monersathe.com

আদিনাথ বিস্মিত গলায় বললেন, "খুলেছে বাক্সটা?"

হীরক ওই দ্বিতীয় বাক্সটার ভিতর থেকে আলতো করে বের করে আনল আর-একটা বাক্স। দেখা গেল দ্বিতীয় বাক্সটার ভিতরেও অ্যাম্পেলে জড়ানো একটা রুলটানা কাগজ আগের মতোই দাঁড় করানো। তবে এই বারের ছোট বাক্সটায় কোনও লক নেই। সকলের সামনে হীরক ছোটবাক্সটা খুলে ফেলল। আর দেখা গেল বাক্সটার ভিতরটা হলুদ ভেলভেট দিয়ে মোড়া। তার ডালার ভিতরে আবার পিতল দিয়ে বাঁকানো হরফে লেখা 'ওয়ারেন হেস্টিংস'।

"ওয়ারেন হেস্টিংসের বাক্স!" মোহন উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "এ যে দারুণ ব্যাপার!"

আদিনাথ বাক্সের ভিতরে রাখা লালরঙের ঘামটা তুললেন। মুখটা খোলা ছিল। বেরোল একটা চার ভাঁজ করা একদম সাদা কাগজ আর একটা ছবি।

আদিনাথ ছবিটা রাখলেন সকলের সামনে টেব্‌লের উপর। লাল পুরনো দিনের কোট পরা মাথায় কম চুলের একজন সাহেবের ছবি। দেখলেই বোঝা যায় এটা হাতে আঁকা ছবি। ছবির তলায় লেখা আছে, অনারেবল ওয়ারেন হেস্টিংস, গভর্নর জেনারেল।

মহী ওর চশমাটা ঠিক করে ঝুঁকে দেখল ছবিটা। ওয়ারেন হেস্টিংসের ছবি এই প্রথম দেখল ও। তবে নাম শুনেছে। লাল আর সাদা রঙের কোটটা বিশেষভাবে নজরে পড়ছে ছবির মধ্যে।

আদিনাথ অ্যাম্পেলের গায়ে জড়ানো রুলটানা কাগজটা খুললেন। সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন অলোক, "আবার সংকেত! উনি ধাঁধা লিখেছেন কেন এত! কোনও বাক্স তো আর নেই। এত মেহনত করে শেষে কাগজ বেরোল শুধু। আর কিছু না!"

আদিনাথ কাগজের লেখাটা জোরে-জোরে পড়লেন।

"সাদা তোমার পথ ঢাকেনি
সাদার বুকে লুকিয়ে আছে গান
তার শরীরের ক্ষতের থেকে
সমাপ্ত হোক তোমার অভিযান

www.monersathe.com

সহজ রাশি উলটে থাকে
অন্ধ থেকে আলোয় আসে নেমে
অদৃশ্যকে দৃশ্য করে
আগুন। সূর্য বন্দি থাকে ফ্রেমে

তাঁর চারিপাশ নতুন জীবন
হাতের মুঠোয় আলো-ছায়ার পট
একলা সাহেব প্রেতাত্মা আজ
তবুও তাঁর গেল না সংকট!

যে খোঁজ চলে প্রতি বছর
ছবির পিঠে তোমার হাতে আজ
রাতের তারা দিনের ফাঁকে
ছবিটি অণুছবিকে ঢাকে
বন্ধু-গৃহে খোঁজাই তোমার কাজ।"

হীরক আদিনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি এই কাগজগুলো আমার কাছে দু'-একদিনের জন্য রাখতে পারি?" আদিনাথ বললেন, "এখন অবধি যা করলি তা তো তুই-ই করলি। দ্যাখ, এটাও বুঝতে পারিস কি না। রাখ তোর কাছে। তবে আমার মনে হচ্ছে আর পারবি না। বাক্স তো ফাঁকা। আর কোথায় কী আছে? শোন, এসব ঝঞ্ঝাট আমি আর বাড়িতে রাখব না। ভাবছি সরকারকে দিয়ে দেব। সরকারই যা করার করবে। আমি মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছি।"

হীরক স্থির গলায় বলল, "ঠিক আছে, তাও একবার চেষ্টা করে দেখি, এত সংকেত দিয়ে কী লুকোতে চেয়েছেন ওয়ারেনদাদু!"

www.monersathe.com

॥ ১৫ ॥

রাম এসে বসল ওর চেয়ারে। খানিকটা কনফিউজড সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেটার সঙ্গে ফোনে যেসব কথা হল, তাতে একটু খাটতে হবে ওকে। লাভ হবে কি হবে না, সেটা একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু ছেলেটা এমন করে বলল যে, ওকে রাজি হতেই হল। খুনের রহস্যের সূত্র নাকি এর থেকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

সত্যি বলতে কী, দু'টো খুনের ব্যাপারে তেমন কিছুই সুরাহা হয়নি এখনও। খুনির হদিশ পাওয়া তো দূরস্ত! তাই ছেলেটির কথামতো একবার যাওয়া যেতেই পারে। যদি কোনওরকম এক্সক্লুসিভ খবর পাওয়া যায়! তবে তার আগে একটা ফোন করতে হবে ওকে। ছেলেটার কথা মতোই এই ফোনটা করা জরুরি।

রাম টেব্‌লের উপর থেকে ল্যান্ড লাইনটার রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। কয়েকবার বিপ-বিপ শব্দের পর একটা ভজন ভেসে এল। কলার টিউন। তারপরই একটা গলা শোনা গেল, "হ্যালো।"

"আপনি কি কুলদীপ সুদ?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি রাম দে। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ।"

"ও," কুলদীপ একটু থমকাল, তারপর চেষ্টা করে স্বাভাবিক গলায় বলল, "বলুন।"

রাম সময় নিল একটু তারপর কেটে-কেটে বলল, "শুনুন, আপনাকে যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন।"

॥ ১৬ ॥

মহী দেখল লম্বা বারান্দাটার আর-এক মাথায় রণেশ আর দিবাকরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কীসব কথা যেন বলছে হীরক। রণেশ আর দিবাকরও মন দিয়ে শুনছে। মহীর কৌতূহল হল হীরক কী বলছে, তা শোনার জন্য। দূর থেকে

www.monersathe.com

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তা ছাড়া ব্যাপারটা অসভ্যতা হবে ভেবে আর এগোল না ও।

আজ সারা বিকেল হীরক যে কোথায় ছিল কে জানে! এখন সন্ধের সময় বাড়ি এসেছে। হীরক কেন যে ওকে নিয়ে আজ বেরোয়নি, সেটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না মহীর। উলটে মহীর একটু রাগ হচ্ছে হীরকের উপর। কেন ওকে নিয়ে যাবে না?

কালীপুজোর আর সামান্যই বাকি। অক্টোবরের শেষ, এখন সন্ধে তাড়াতাড়ি নামে। হাওয়াতেও কি সামান্য ঠান্ডার রেশ? হীরক কথা শেষ করে ওর দিকেই এল, "কী রে, কী খবর?"

মহী বলল, "তোমার খবর কী? আমায় ছাড়া তো বেশ ঘুরে এলে!"

"চল, আমার ঘরে চল," হেসে মহীর মাথায় হাত দিয়ে চুলটা ঘেঁটে দিল হীরক।

হীরকের ঘরটাও এবাড়ির একতলায়। একটু পিছনের দিকে। ঘরটা ছিমছামভাবে সাজানো। একটা খাট, আলমারি, চেয়ার টেব্‌ল আর বইয়ের তাক। দেখলেই বোঝা যায়, হীরক প্রচুর পড়াশোনা করে।

মহী ঘরে ঢুকে চেয়ারটায় বসল। "তুই একটু বোস, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি," বলে হীরক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহী হীরকের ঘরের টেব্‌লের উপর পড়ে থাকা একটা কমিক্‌সের বই তুলে নিল।

পাঁচমিনিটের ভিতর ঘরে ফিরে এল হীরক। খাটের উপর গিয়ে বসে বলল, "তারপর কী খবর বল।"

"খবর তো বলবে তুমি। আমায় নিয়ে গেলে না কেন?" মহী সামান্য গম্ভীর গলায় বলল।

"আসলে একটা জায়গায় যাওয়ার ছিল। স্টুডিয়ো পাড়ায়। সেখানে একজন লোক আমার পরিচিত।"

"স্টুডিয়ো পাড়ায় কেন?" মহীর কৌতূহল হল।

"দরকার ছিল রে," হীরক ছোট্ট করে বলল।

"আমায় বলবে না?" মহীর রাগ হল একটু, "তোমার সঙ্গে প্রথম থেকেই তো আমি রয়েছি। আর সেই তুমিই আমাকে ভুলে যাচ্ছ?"

"রাগ করিস না। কারণ আছে রে মহী। তার চেয়ে তোকে অন্য-একটা কথা বলি।"

www.monersathe.com

"কী কথা?"

"জানিস আজও সেই লোকটা আমায় ফলো করেছিল। আজ ব্যাটাকে ঘুরিয়েছি খুব।"

মহী বলল, "সরাসরি গিয়ে জিজ্ঞেস করছ না কেন?"

"না রে, সেটা ঠিক হবে না। যাক গে। তোকে আর-একটা খবর দই। আমি আরও কয়েকটা জিনিস লক্ষ করেছি। আমাদের স্টাডির কম্পিউটারে আমি বসে নেট করি তো। সেখানে ব্রাউজ়ার হিস্ট্রিতে এমন একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম... আর বল তো কাজ করার নাম করে কেউ যদি কমিক্স পড়ে তাকে কী বলবি?"

মহী হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল, "এসব কী বলছ? আমি কমিক্স দেখছিলাম বলেই কি বলছ নাকি?"

হীরক কী যেন চিন্তা করল একটু। তারপর বলল, "যাক গে, বাদ দে। জানিস পরের সংকেতটারও কিছুটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

"পেরেছ? কী গো?"

"সবটা পারলে বলব। তবে তার আগে একটা কথা বল। বাংলা তো তেমন পড়িস না। তাও তুই জানিস কি 'তাঁর' কখন লেখা হয়?"

"মানে, বাংলা পড়ি না মানে? মা আমায় বাংলা ভাল করে শেখায়। 'তাঁর' একটা প্রোনাউন, মানে সর্বনাম। কোনও সম্মানীয় ব্যক্তির নামের বদলে ব্যবহার করা হয়। কেন, কী হয়েছে?"

"কারণ সংকেতটায় এর ব্যবহার আছে। একটা তো সাহেবের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর অন্যটা..." হীরক চুপ করে গেল।

"অন্যটা কী গো হীরকদা?"

হীরক বলল, "তা ছাড়া সাদা কথাটাও চিন্তায় ফেলেছে। সাদা তো একমাত্র সঙ্গের ওই কাগজটা।"

মহী হীরকের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বলল, "সাদার বুকে লুকিয়ে আছে গান'। সাদার ভিতর কী করে লুকিয়ে রাখবে? সাদা কি লুকোতে পারে? সাদার ওপর অন্য কালি দিয়ে..."

"দাঁড়া, দাঁড়া," হীরক মহীর হাত থেকে নিয়ে নিল কাগজটা, "রাতের তারা দিনের ফাঁকে,' 'অদৃশ্যকে দৃশ্য করে'! এ লো... এ লো... ওঃ, ওয়ারেনদাদু!

www.monersathe.com

লোকটা এমন করে দিয়ে গিয়েছেন! থ্যাঙ্ক ইউ মহী, থ্যাঙ্ক ইউ। তুই ফাটিয়ে দিয়েছিস।"

"মানে? কী হল?" মহী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হীরকের দিকে, "কী বুঝলে তুমি?"

"আমি?" হীরক হাসল। তারপর বলল, "বুঝলাম, 'রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে।"

॥ ১৭ ॥

হীরক সারাদিন খুব ভুগিয়েছে গতকাল। একবার মেট্রোয় ঢুকছে, একবার সিনেমা হলে ঢুকছে, পরক্ষণেই আবার লেকের রাস্তা ধরে হাঁটছে। ওঃ! বুকির রাগ হচ্ছিল খুব। কোথায় যেতে চায় ছেলেটা? কার কাছে যেতে চায়? অবশেষে স্টুডিয়ো পাড়ায় ঢুকেছিল হীরক।

বুকির এমন পিছনে-পিছনে ফেউয়ের মতো ঘুরতে ভাল লাগে না। কিন্তু কিছু করার নেই। ওর বস বলেছে যে। এই ছেলেটার হাতেই নাকি সব রহস্যের চাবিকাঠি। ছেলেটার মাথা নাকি ভাল। ও যেভাবে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে এগোচ্ছে, সেটা নাকি বসের পক্ষে সম্ভব হত না।

তাই ছেলেটাকে নজরে রাখতে হবে কাজ হওয়া অবধি। তারপর কাজ হলে ওকে সাইড করে দেওয়া যাবে। তবে এর মধ্যে যদি কোনও গন্ডগোল করে ছেলেটা তা হলে কিছু করার নেই, আগেই সরে যেতে হবে ওকে।

দক্ষিণ কলকাতার এই সাদার্ন এভিনিউ জায়গাটা খুব নির্জন। খুব কাছে নজরুল মঞ্চ। এদিকটা সবসময়ই বেশ অন্ধকার থাকে। বুকি অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হীরক। ছেলেটা কি বোকা? না হলে কেউ অমন আলোর তলায় দাঁড়ায়? অবশ্য বুকি যে ওকে অনুসরণ করছে সেটা জানবে কী করে হীরক! কিন্তু প্রশ্ন হল ছেলেটা এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছে!

ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। জায়গাটা আরও নির্জন হচ্ছে ক্রমশ। এই

www.monersathe.com

মঞ্চটায় যেদিন ফাংশন থাকে সেদিন এখানে ভিড় হয়। কিন্তু আজ যেন শ্মশানের নীরবতা। কে জানে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে!

আর অপেক্ষা করতে হল না। বুকি দেখল হীরক হঠাৎ যেন ঢিলেঢালা ভাব থেকে সটান হল।

কেউ আসছে কি? হ্যাঁ, ওই তো একজন আসছে। সাদা শার্ট আর ডার্ক রঙের প্যান্ট পরে মোটা মতো লোকটা আসছে। লোকটাকে দেখে চিনতে পারল বুকি। এ যে কুলদীপ সুদ। মধুপকে ফলো করার সময় লোকটাকে চিনেছিল ও। এই লোকটা কী করতে আসছে হীরকের কাছে?

তবে কি হীরক ওকে কিছু দেওয়ার মতলবে আছে? মানে, হীরক কি মূল্যবান জিনিসটা পেয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে! ইস, তা হলে তো ওকে এখানেই নিকেশ করে জিনিসটা হাতিয়ে নেওয়া যেত। বুকি চোয়াল শক্ত করল। বস, ভুল করল কি!

বুকি দেখল কুলদীপ গিয়ে দাঁড়াল হীরকের সামনে। দু'জনে কীসব কথা হল। দূরত্বের জন্য বুঝতে পারল না বুকি। কিন্তু তারপর যা দেখল তাতে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল ওর। হীরক একটা খামে করে কী যেন এগিয়ে দিল কুলদীপের দিকে। কুলদীপ এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিনিসটা নিয়ে দ্রুত পকেটে ঢুকিয়ে নিল। তারপর কালো প্লাস্টিকে মোড়া বইয়ের মতো কিছু একটা দিল হীরককে।

টাকা? যতই প্যাক করে দিক ওটা যে টাকার বান্ডিল সেটা বুঝতে সমস্যা হল না বুকির। এসব জিনিস ও দূর থেকে দেখলেই বুঝতে পারে!

বুকি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে দ্রুত নম্বর ডায়াল করল। বস বলেছে ফোনে বেশি কথা না বলতে। তাই সব কাজের পরে কোড ওয়ার্ডে সেরে নেয় কথা। কিন্তু আজ অন্য সমস্যা। আজ একটা ডিসিশন নিতে হবে। কুলদীপকে তো ফলো করতে হবে ওকে। কিন্তু দরকার হলে কি কুলদীপকে মারবে?

বুকি বলল, "হ্যালো, আমি।"

ওপাশের গলাটা থমকাল একটু, "বলো।"

বুকি সংক্ষেপে গোটা ঘটনাটা বলল। ওর চোখ তবু হীরকদের দিকে।

"ঠিক আছে, কুলদীপের থেকে জিনিসটা নাও। দ্যাখ, ও যদি বেগড়বাই করে তা হলে তুমি তোমার কাজ করবে।"

www.monersathe.com

বুকি মোবাইলটা পকেটে রাখল। তারপর দেখে নিল কোমরে গোঁজা জিনিসটা। পয়েন্ট টু টু বোর। চায়না মেড। এটা অনেক সাহস দেয় বুকিকে।

হীরক আর দাঁড়াল না। বড়রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল। আর কুলদীপ ওই জায়গাটার থেকে বড় রাস্তায় না গিয়ে হাঁটতে লাগল লেকের ভিতরের দিকে।

কোথায় যাচ্ছে কুলদীপ? হীরক বেশ অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। এখন হীরক ওর লক্ষ্য নয়। যেভাবেই হোক, কুলদীপকে ধরতে হবে। তারপর ওর পকেট থেকে কেড়ে নিতে হবে হীরকের দেওয়া ওই খামটা। আর তারপর... বুকি হাসল। ছায়া থেকে বেরিয়ে কুলদীপের পিছু নিল ও।

এর ভিতর কুলদীপ বেশ কিছুটা দূরে চলে গিয়েছে। মাঝে-মধ্যে গাছ। তার আড়ালে এক-একবার করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লোকটা। তবু কুলদীপের সাদা জামাটা দেখে চেনা যাচ্ছে ওকে। লোকটা খুব ক্যাজুয়ালি হাঁটছে।

বুকি দেখল, এই ওর সুযোগ। সামনের অনেকখানি জায়গা একদম নির্জন আর অন্ধকার। এখানে কিছু করলে কোনও সমস্যা হবে না। বুকি সামান্য দৌড়ে কাছে চলে এল কুলদীপের। লোকটা হালকা গান গাইছে। মানে মেজাজ খুশ একদম! বুকি আর অপেক্ষা না করে পিস্তলটা বের করল। তারপর নিঃশব্দে কুলদীপের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। চাপা, গম্ভীর গলায় বলল, "মিস্টার সুদ।"

কুলদীপ থেমে গেল।

বুকি বলল, "সাবধানে, ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরুন। কোনও চালাকি করবেন না।"

কুলদীপ পিছনে ফিরল ধীরে-ধীরে, আর... এ কী! এ কুলদীপ কই? বুকি আবছা অন্ধকারেও বুঝল লোকটা কালো, আর বেশ অ্যাথলেটিক। আর বুঝতে পারল লোকটার হাতে ওর দিকে তাক করা একটা পিস্তল! জাল পাতা হয়েছিল তবে?

বুকি কী করবে বুঝতে পারল না। কারণ ও চোখের কোণ দিয়ে দেখল আশপাশ থেকে আরও চার-পাঁচজন ছায়াময় মানুষ খোলা পিস্তল হাতে বৃত্ত তৈরি করে ঘিরে ধরেছে ওকে। আর বৃত্তটা ক্রমশ তারা ছোট করে আনছে। আরও ছোট করে আনছে।

www.monersathe.com

॥ ১৮ ॥

বারান্দাটা ফাঁকা। আজ পূর্ণিমা হলেও আকাশে মেঘ আছে। ও সাবধানে এগোল। আজকেই যা করার করবে। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে। আর বুকির কথাও খুব সন্দেহজনক লাগছে। তা ছাড়া হীরক তো আছেই।

বুকি আজ রাতের দিকে ফোন করে বলল যে, ও কুলদীপের থেকে সাদা কাগজটা নিয়েছে। কিন্তু ওটা কাজের নয়। ওটা ফালতু। আর এদিকে হীরক আবার আজ রাতে বাড়ি ফেরেনি। বাড়িতে নাকি বলেই গিয়েছে। আর যাওয়ার আগে নাকি আদিনাথকে ওই সংকেতের কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে ছেলেটা। আদিনাথ আবার সেগুলো রেখেও দিয়েছেন ওয়ারেন সাহেবের ঘরের ওই বাক্সতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওই ফোনের পর বুকির আর পাত্তা নেই কোনও! কী হল লোকটার? আর হীরকই বা কী দিল সুদকে? বুঝতে পারছে না, কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ও। যে-যে এই বাক্সের কাছে আসতে চেয়েছে, তাকে ও সরিয়েছে। কিন্তু আর না, এবার কিছু করতে গেলে রিস্ক হয়ে যাবে। হীরক ছেলেটা খুব সেয়ানা, তা ছাড়া বাড়িতেও পুলিশ আসছে। তাই ঠিক করেছে আর অপেক্ষা করা যাবে না। যা হোক, আজকেই বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অনেক অপেক্ষা হয়েছে, আর নয়। আদিনাথের মতিগতি ভাল নয়। সরকারের কাছে যদি বাক্সটা দিয়ে দেন তা হলেই বিপদ!

ওর বিদেশি ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করছে। এতবছর ওয়ারেন সাহেব জিনিসটা নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছিলেন! আবার তাঁকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বা বলা যায়, একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনে একটা লেখা থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তাই এই কাজটা ওকে দিয়েছে ওর ক্লায়েন্ট। তার বাক্সটা চাই-ই চাই।

ওয়ারেন হেস্টিংসের বাক্স আছে ওয়ারেন সাহেবের কাছে। এতটা মিলেছে। এখন এর ভিতরে কী আছে, সেটা ও জানে না। তবে ওর ধারণা ছিল মূল্যবান কিছু আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন তো দেখল কাগজ। সেটা ক্লায়েন্টকে বলেওছে ও। কিন্তু ক্লায়েন্টের কথা হচ্ছে কাগজ না কী, সেটা সে বুঝে নেবে। যাক গে, ওর কাজ বাক্সটা দিয়ে দেওয়া, ও সেটাই করবে।

www.monersathe.com

তারপর ওর ক্লায়েন্ট বুঝবে। এর জন্য ক্লায়েন্ট ওকে অনেক টাকা দিচ্ছে। আজকাল বাজারে পুরনো জিনিসের দাম খুব বেশি।

অন্ধকারে এগিয়ে গেল ও। সামনে ওয়ারেন সাহেবের ঘরের দরজাটায় তালা ঝুলছে। তবে কোনও সমস্যা নেই। এর ডুপ্লিকেট চাবি ও বানিয়ে রেখেছে।

তালাটা খুলে ও একবার এদিক-ওদিক তাকাল। না, বারান্দায় কেউ নেই। তালাটাও একদম মাখনের মতো খুলে গেল। ও ঘরের ভিতরে ঢুকে খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বের করল। আলো জ্বালানোর ঝুঁকি ও নেবেই না।

টেব্‌লের উপর বাক্সটা রাখা থাকে। প্রথমে খুব মূল্যবান ভেবে আদিনাথ এটা নিজের ঘরে রাখলেও এখন সামান্য বিরক্ত বা হতাশ হয়েই বোধহয় এমন করে টেব্‌লের উপর খোলা ফেলে রেখেছেন।

ও নিজের মনে হাসল। কাজটা শেষ পর্যন্ত বড্ড সহজ হয়ে গেল। হীরক কী বের করবে সংকেত থেকে সেটার জন্য এতদিন অপেক্ষা না করলেও পারত।

ও এগিয়ে গিয়ে বাক্সটা তুলল হাতে। তারপর ছোট্ট টর্চটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বাক্সের ডালাটা খুলল। হ্যাঁ, কাগজ রাখা আছে। আর তার সঙ্গে হলুদ ভেলভেটের উপর লেখা নামটা আলোর ঝিলিক দিয়ে উঠল। ও দ্রুত বাক্সটা বন্ধ করে ঝোলানো ব্যাগটায় ঢুকিয়ে নিল। ভাবল এই সহজ কাজটা আগে যদি করে ফেলত!

এবার যেতে হবে। ও টর্চটা হাতে নিয়ে পিছন ফিরল।

"তা এখান থেকে কোথায় যাওয়া হবে?" আচমকা গমগম করে উঠল একটা গলা।

"কে?" ও হকচকিয়ে উঠল। এলোপাথারিভাবে আলোটাকে ঘরের ভিতর ঘোরালো ও।

"আমার বাক্স নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তুই?" বিদেশি উচ্চারণের বাংলায় গলাটা আবার গমগম করে উঠল।

"কে? কে?" ভীষণ ঘাবড়ে গেল ও। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল দ্রুত।

www.monersathe.com

www.monersathe.com

"আমি," গলার স্বরটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, "আমি, আমার বাক্স, আমার..."

"আমি কিন্তু... গুলি..."

"কর গুলি, কর। আমায় মারতে পেরেছিল কি ফিলিপ ফ্রান্সিস? আমার কিছু করতে পেরেছিল ওরা ইমপিচ করে? পারেনি। পারবে না। শত-শত বছর ধরে আমি আমার বাক্স খুঁজে গিয়েছি। আর আজ যখন পেলাম তখন তুই ওটা চুরি করবি? এত সাহস!"

"আমি কিন্তু...আ-আপনি-ক-কে?" ওর গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না আর।

"তুই আমায় চিনিস না? দ্যাখ, আমি কে!"

টর্চের ছোট্ট আলোয় কে যেন এসে দাঁড়াল। দেখামাত্র ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। ও দেখল, ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন সাহেব। তার মুখটা লালচে। মাথায় টাক। আর পরনে সোনালি বোতাম দেওয়া লাল পেঙ্গুইন কোট। ওর কথা আটকে গেল।

"আমি হেস্টিংস, ওয়ারেন হেস্টিংস, গভর্নর জেনারেল অব দ্য প্রেসিডেন্সি অফ ফোর্ট উইলিয়াম।"

ওর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল মেঝেতে। বেরোবার দরজাটা কোথায়? ও অন্ধের মতো দরজার দিকে এগোল। কিন্তু না, শত টানাটানিতেও দরজাটা খুলল না। ওর মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভূতের কথা ও পড়েছিল। কিন্তু সত্যি কি এমন হয়?

ও বুঝল ওর দিকেই এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ! ওর হাত-পা অবশ হয়ে গেল। জিভ শুকিয়ে গেল নিমেষে। আর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে ও বুঝল বরফের মতো ঠান্ডা দু'টো হাত পিছন থেকে চেপে ধরেছে ওর গলা। শুনল, "দে, আমার এতদিনের হারানো বাক্স ফিরিয়ে দে আমায়।"

"লাইটটা জ্বালা এবার।" লাইটটা জ্বলে উঠল ঘরের। দরজাটাও খুলে গেল বাইরের থেকে। "এসব কী করছিস তোরা?" আদিনাথ ঘরে ঢুকলেন। পিছনে অলোক, অজয়, রম ও বাড়ির সকলেই ঢুকল। আর রাম দে-কে নিয়ে ঢুকল মহী।

www.monersathe.com

হীরক হাসল সক্কলকে দেখে। মাটির দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "এই যে তোমাদের বাক্সচোর আর কালপ্রিট। হাতেনাতে ধরা ছাড়া একে ধরার আর-কোনও উপায় ছিল না।"

আদিনাথ মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ? শেষ পর্যন্ত এ? আমি একে..."

"বিশ্বাস করেছিলে তো! এই আসল লোক। খুনের মাস্টার মাইন্ড, বাক্সচুরির হোতা। এই মোহন মিশ্র।"

"কিন্তু এ অজ্ঞান কেন?"

হীরক হাসল, "ভয় পেয়েছে ভূত দেখে।"

"ভূত?" আদিনাথ অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত।"

"কী?" সকলে একসঙ্গে বলে উঠল এবার।

"এই যে, আয় রে বেরিয়ে আয়," হীরক পাশের ছোট্টঘরটার দিকে তাকিয়ে ডাকল।

সক্কলে দেখতে পেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে। হীরক বলল, "এখনও এসব পরে আছিস। ভালই খেল দেখিয়েছিস তুই। ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত তোকে দেখলে ভিরমি খেতেন, বুঝলি রণেশ!"

॥ ১৯ ॥

আজ কালীপুজো। ঘোষাল বাড়িতে প্রতিবার এদিন সন্ধেবেলা প্রচুর বাজি পোড়ানো হয়। আজও অনেক বাজি চিংড়িপোঁতা থেকে কিনে আনিয়েছেন আদিনাথ। বাজি পোড়ানোতে সকলের আগ্রহ থাকলেও সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে মহীর। প্রতিবার বাজি কিনে আনার পর সকাল থেকেই মহী সেসব বাজি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আর অন্তত একটা পোড়াবে বলে বায়না করে।

কিন্তু আজ দিনটা অন্যরকম। আজ বাজির বদলে সকাল থেকেই হীরকের পিছনে ঘুরঘুর করছে মহী। বায়না করছে গতকাল রাতের ঘটনাটা ব্যাখ্যা

www.monersathe.com

করতে। কিন্তু হীরক মহীকে ঠিক ঠেকিয়ে রেখেছে। কারণ হীরক বলেছে আজ দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সকলের সামনে ও ওয়ারেন দাদুর ধাঁধার সমাধান করবে।

এখন দুপুর, হীরকের কথামতো আদিনাথ তাঁর বন্ধু ওয়ারেনের ঘরেই মিটিংটা রেখেছেন। বাড়ির সকলে তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের রাম দে।

সকলে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছে ঘরে আর হীরক সামনে একটা টেব্‌লের উপর ওয়ারেন হেস্টিংসের বাক্সটা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সকলের দিকে তাকিয়ে হীরক শুরু করল, "এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল ক'দিন ধরে এর সূত্রপাত ঘটেছিল আজ থেকে বহু আগে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এই দেশ ছেড়ে নিজের দেশ ইংল্যান্ডে যখন ফেরত যান তখন তাঁর বড় বিপদ। তাঁকে তখন ইমপিচ করা হয়েছে নিজের দেশে। এদেশে থাকাকালীন তাঁর নানা কাজ নিয়ে তখন তদন্ত হচ্ছে, সঙ্গে তাঁর বিচারও হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ বিচারের পর হেস্টিংস জিতে যান। তাঁর শাস্তি হয় না। তবে মামলার খরচ জোগাতে গিয়ে তখন তিনি প্রায় নিঃস্ব।

"এরও বেশকিছু বছর পর ১৮১৮ সালে মারা যান হেস্টিংস। কিন্তু তারপরই কলকাতার হেস্টিংস হাউসে শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। শোনা যায়, হেস্টিংস যখন কলকাতা ছেড়েছিলেন তখন তাঁর মালপত্রের ভিতর থেকে একটা ব্যুরো নিরুদ্দেশ হয়। তার ভিতর নাকি একটা বাক্স ছিল, যেখানে এমনকিছু ছিল যা অত্যন্ত মূল্যবান।

কেউ বলে, দামি পাথর ছিল, আবার কারও-কারও মতে, এতে নাকি এমনকিছু নথিপত্র ছিল যা ওই বিচারে পেশ করতে পারলে হেস্টিংসের মামলা নাকি অতদিন চলতই না। তবে সেগুলো সবই তর্কের বিষয়। যাই হোক, হয়তো সেই কারণে মৃত্যুর পরও নাকি হেস্টিংস সেই বাক্সের শোক ভুলতে পারেননি। আর তাই আলিপুরের হেস্টিংস হাউসে নাকি তিনি প্রতিবছর একবার করে হানা দেন বাক্সের খোঁজে। অনেকে এই নিয়ে লেখালেখিও করেছেন। নানা মানুষের লেখায় হেস্টিংসের এই ভূতের খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৮৪ সালে কলকাতার এক ইংরেজ বাসিন্দা পল

www.monersathe.com

বার্ডের লেখায় ভূতের খবরটা আরও বিশদভাবে জানা যায়," হীরক সকলের দিকে তাকাল। ঘরের সকলেই স্থির হয়ে শুনছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। হীরক আবার শুরু করল, "ওয়ারেনদাদু ইতিহাসের এই লুপ্ত বাক্সটাই কিনেছিলেন চেন্নাইয়ের একটা অখ্যাত গ্রাম থেকে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এর পিছনে আরও একজন লেগেছিল। সে বাক্সটার খবর জানতে পেরে ওয়ারেনদাদুর উপর আক্রমণ করে। দাদু পালিয়ে যান ইংল্যান্ডে। তারপর বেশকিছু বছর পর ফিরে আসেন। এর উপর গত কয়েকমাস আগে একটা ইংরেজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন উনি। তাতে, ওঁর হাতে নিয়ে দেখা অনেক দামি ও মূল্যবান জিনিসের কথা উনি লিখেছিলেন। বাক্সের কথাও লিখেছিলেন। কিন্তু বাক্সতে ঠিক কী আছে, সঠিকভাবে সেটা লেখেননি আর্টিকেলে। আর এতেই এত বছর পর সেই ভদ্রলোক বাক্সটার হদিশ পেয়ে মোহন মিশ্রকে ভাড়া করে বাক্সটা হাতাবে বলে। ওয়ারেনদাদু বুঝেছিলেন যে, এই নিয়ে কিছু লেখা ভুল হয়ে গিয়েছে। তাই সেটা কীভাবে রক্ষা করা যায় তার বন্দোবস্ত করেছিলেন এই বাক্স আর ধাঁধা দিয়ে।"

"তোমার কথা মানছি। সব ঠিক আছে, কিন্তু মোহন মিশ্র আমাদের বাড়িতে কেন?" অলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"কারণ ওয়ারেনদাদু তো এখানেই থাকতেন। আমাদের দাদুর সঙ্গে সামান্য কারণে রাগ করে যে শান্তিনিকেতনে নিজের ছোট্ট বাড়িটায় গিয়ে উঠেছেন, তা জানতে পারেননি মোহন। উনি দাদুর বিদেশি বন্ধুর বিশ্বাস অর্জন করে ইতিহাসবিদ হিসেবে এসে ওঠেন এবাড়িতে। কিন্তু ততদিনে তো ওয়ারেনদাদু চলে গিয়েছেন। তবে মোহন হতাশ হননি। কারণ দাদু বলেছিলেন যে, এমন রাগ করে ওয়ারেনদাদু আগেও গিয়েছেন, আবার কিছুদিনের মধ্যে ফিরেও এসেছেন। তাই মোহন এখানে থেকে গেলেন। মানে অপেক্ষা করলেন। এর ভিতর দাদু মারা গেলেন। অথবা এও হতে পারে, মোহনেরই পোষা খুনি বুকি দাদুকে ভয় দেখিয়েছিল যার থেকে দাদু মারা যান। কিন্তু এটার প্রমাণ নেই। এরপর মোহন যখন ভাবছেন কী করবেন, ঠিক তখনই ওয়ারেন দাদুর ধাঁধা-বাক্স এসে হাজির হয় এখানে। সেটা নিতে আসা মনোজিৎ নামে মুম্বইয়ের এক বাসিন্দাকে খুন করে বুকি। বোধ হয় দাদুর সঙ্গে মনোজিতের কথা আড়ি পেতে মোহন শুনেছিলেন। এমনকী মধুপ যে বাক্সটা চুরির তালে

www.monersathe.com

ছিল, একথা কুলদীপ সুদ রাম স্যারকে বলেছে। মধুপ সেকারণেই হয়তো খুন হয়। সেটা গতকাল সন্ধেবেলা ধরা পড়া বুকি নিশ্চয়ই বলবে। এরপর আমায় আর মহীকে বুকি ফলো করে মোহনের কথায়। ও আসলে দেখছিল আমরা ওই বাক্সটা নিয়ে কী করি। যদি আমি বাক্সটা সরানোর চেষ্টা করতাম, তা হলে ও আমাকেও খুন করত। কিন্তু আমি প্রথমদিন বুকিকে দেখে ফেলি। তারপরের দু'দিনও দেখি। তখন আমি একটা ছক কষি। আমি যোগাযোগ করি রাম স্যারের সঙ্গে, তাও টেলিফোনে।"

"ঠিক," এবার রাম বলল, "ও আমায় বলে ওর সন্দেহের কথা। সঙ্গে একটা প্ল্যানও দেয়। আমি সেই প্ল্যান অনুযায়ী কুলদীপ সুদকে কনভিন্স করি। আমার কথামতো ও অভিনয় করে, ও যেন হীরকের থেকে টাকার বিনিময়ে কিছু নিচ্ছে। প্রথমদিকে কুলদীপ রাজি না হলেও পরে ও আসলে বোঝে যে, পুলিশ যখন এই কেসে জড়িয়ে পড়েছে, তখন বাক্স নিতে গিয়ে ওর অন্যান্য ব্যবসায় না হাত পড়ে।

আর হীরককে বুকি নজর রাখলেও বুকি এটা বুঝতে পারেনি যে, ও যখন হীরককে নজর রাখছিল তখন পুলিশের বেশকিছু মানুষ নজর রাখছিল ওর উপর। লেকের ভিতর আমি নিজে গাছ আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কুলদীপের সঙ্গে নিজেকে পালটে নিই, তারপর আমায় মারতে এলে আমরা সকলে মিলে বুকিকে ধরে ফেলি। ওকে দিয়ে পুলিশের সামনে থেকে মোহনকে ফোনও করানো হয় এই বলে যে, কুলদীপের কাছের কাগজটা ফালতু।

আসলে এটা করে মোহনের উপর এটা সাইকোলজিক্যাল চাপ দেওয়া হয়। যাতে মোহন আর অপেক্ষা না করে নিজেই কিছু করে।

শুধু তাই নয়, বুকির কাছ থেকে যে মোবাইল ফোনটা পাওয়া গিয়েছে, তাতে মোহনের নম্বরও ছিল। আর রেকর্ড দেখে আমরা দেখেওছি যে, ওই ফোন থেকেই দু'টো খুনের পর মোহনকে কল করা হয়েছিল। তারচেয়েও বড় খবর হল বুকির থেকে পাওয়া পয়েন্ট টু টু বোরের পিস্তল দিয়েই যে দু'টো খুন হয়েছে তা প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা নিশ্চিত না হলেও ব্যালাস্টিক রিপোর্ট এলে সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হব। বুকির থেকে শুনেছি যে, ও নাকি নার্সারি রাইম বলে সংকেতে খবর দিত

www.monersathe.com

মোহনকে। এখন ওদের দু'জনের সম্বন্ধেই বলা যায়, 'জ্যাক ফেল ডাউন অ্যান্ড ব্রোক হিজ় ক্রাউন অ্যান্ড জিল কেম টাম্বলিং আফটার।"

হীরক হেসে বলল, "কিন্তু এরপরও মোহনকে হাতেনাতে ধরা দরকার ছিল। মোহনের উপর আমার সন্দেহ হয় এই জন্য, যে মানুষ কলকাতার উপর বই লিখবেন তাঁর ঘরে কেন শুধু কমিক্স! তা ছাড়া স্টাডিতে মোহন ব্যবহার করার পর আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্রাউজ় হিস্ট্রিতে দেখেছি ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড়া আরকিছু নিয়েই তিনি সার্চ করেন না। তাও হেস্টিংসের কী ধনসম্পদ ছিল সেই নিয়েই যেন বেশি আগ্রহী ছিল তাঁর। আর ওয়ারেনদাদুর কথা বলার জন্য তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য বোঝানোর জন্য হয়তো দাদুর ওই 'মাই ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল' বইটির নাম মুখস্থ করে এসেছিলেন। কিন্তু এসবই তো আমার অনুমান। আসল প্রমাণ কই! তাই আমি ঠিক করেছিলাম যে, ওকে হাতেনাতে ধরতে হবে।

তাই আমি গতকাল সকলের সামনে দিয়ে বাড়ি না ফিরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম। তারপর ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিলাম ওয়ারেনদাদুর ঘরে। দামুদার ঘর থেকে এঘরের চাবিটা হাতানো কোনও ব্যাপার ছিল না। তবে তার আগে রণেশকে আমি ধরেছিলাম ওয়ারেন হেস্টিংস সাজার জন্য। ওর এমন সাহেবের মতো চেহারাটা খুব হেল্প করছে। কী বলো রণেশ?"

রণেশ কাচুমাচু হয়ে বলল, "কী করব, তুমি এমন করে বললে! আসলে সেদিন কৌতূহলবশত তোমাদের কথা শুনতে গিয়ে পালোয়ান এমন করল যে, ভয়ে পালিয়ে এলাম। আর আসতে গিয়ে বেচারার লেজে পা দিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি নীচে এসে আমায় আর দিবাকরকে দেখে তো স্পষ্ট বুঝলে যে, আমি যখন হাঁপাচ্ছি, তখন আমিই গিয়েছিলাম উপরে। কিন্তু তুমি কাউকে কিছু বলোনি। তাই তোমার কথা না শুনে কি রক্ষা আছে?"

অজয় বললেন, "তুমি আড়ি পেতেছিলে?"

"কিচ্ছু না, বাচ্চা মানুষ হতেই পারে," আদিনাথ অজয়কে থামিয়ে দিলেন মাঝপথে, তারপর হীরকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলে যা তুই।"

"হেস্টিংসের ভূতের কথা নেট দেখে জেনেছিল রণেশ। এটা আমি নেটের হিস্ট্রি থেকে জানতে পারি। ব্যাস, রণেশকে স্টুডিয়ো পাড়া থেকে শুটিংয়ের জন্য ভাড়া করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো দেখতে কোট এনে

www.monersathe.com

দিয়েছিলাম। সঙ্গে একটু মেকআপ। আর মোহন যখন ঘরে ঢোকেন তখন আমার কথামতো বাইরে থেকে দিবাকর দরজা বন্ধ করে দেয়। আমার বলাই ছিল। দরজাটা বন্ধ করে দিবাকর আমার ঘরে বসে থাকা মহী আর রাম স্যারকে খবর দেয়। রাম স্যার উপরে আসেন, আর মহী গিয়ে বাড়ির বড়দের জড়ো করে। সহজ, সিম্পল প্ল্যান। আমি আর মহী এই শেষের পার্টটা ঠিক করে রেখেছিলাম। কী, ঠিক না পার্টনার?" শেষের কথাগুলো বলে হীরক তাকাল মহীর দিকে।

মহী হেসে বলল, "ঠিক, একদম ঠিক।"

"কিন্তু এত করে কী হল?" ঘরের হাসিখুশি পরিবেশে হতাশা ঢেলে দিল রম, "ওয়ারেনদাদু কী জিনিসের কথা যে বলেছিলেন, সেটা তো জানা গেল না।"

"তাই কি? জানা একেবারেই যায়নি?" হীরক হাসল, তারপর বলল, "আচ্ছা, দেখা যাক, আমি কতটা তোমাদের জানাতে পারি।"

হীরক হেস্টিংসের বাক্সটা খুলে খামটা বের করে বলল, "এতে দু'টো সাদা পাতা আছে। তার একটায় সংকেত লেখা আর অন্যটা একদম সাদা। তাই তো?"

ঘরের সকলে একমত হল হীরকের সঙ্গে।

হীরক এবার সংকেতটা হাতে নিয়ে বলল, "এক, দুই, সাত, আট আর পনেরো নম্বর লাইনে আছে সাদা কাগজের সংকেত।"

"মানে?" এবারও কোরাস উঠল।

"সাদা তোমার পথ ঢাকেনি/ সাদার বুকে লুকিয়ে আছে গান,' 'অদৃশ্যকে দৃশ্য করে/ আগুন' আর 'রাতের তারা দিনের ফাঁকে,' এটাই আমায় বলেছে আসল ব্যাপারটা কী।"

কথা শেষ করে হীরক সকলকে অবাক করে দিয়ে ওয়ারেনদাদুর টেব্‌লে রাখা ল্যাম্পটা জ্বেলে সাদা কাগজটাকে বাল্‌বের কাছে ধরে রাখল কিছুক্ষণ। আর সকলের চোখের সামনে সাদা কাগজের উপর ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল চা রঙের একটা লেখা, 'রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে।"

আদিনাথ অস্ফুট বলে উঠলেন, "ইনভিজিব্‌ল ইঙ্ক!"

"হ্যাঁ," হীরক হাসল, "একভাগ জলের সঙ্গে একভাগ বেকিং সোডা

www.monersathe.com

গুলে সেটা দিয়ে একদম সাদা কাগজের উপর লিখলে সে লেখা শুকিয়ে যাওয়ার পর অদৃশ্য হয়ে যায়। কাগজটাকে তাপ দিলে লেখাটা ফুটে ওঠে সাদা কাগজে। 'অদৃশ্যকে দৃশ্য করে/ আগুন'।"

"কিন্তু তোর হাতের কাগজে তো রবি ঠাকুরের কবিতার লাইন। এর মানে কী?" অজয় জিজ্ঞেস করলেন।

হীরক হাসল, "এটা তো আমি লিখেছি। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য। আসলে কাগজ যেটা, সেটা এই যে। আমি আগেই সেটাকে তাপ দিয়ে ঘরে দেখে নিয়েছি।"

আসল কাগজটা বের করে সকলের সামনে রাখল হীরক। সকলে দেখল, ওয়ারেনদাদুর হাত লেখায় চা-রঙের অক্ষরে রবি ঠাকুরের একটা গান লেখা রয়েছে:

"অকারণে অকালে মো/র পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছি/লেম শয়ন পাতি।
বিশ্ব/তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক,
ধ/রায় তখন তিমিরগহন রাতি।
ঘ/রের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে?'
আমি কইনু/'চলব আমি নিজের আলো ধ'রে?'
হাতে/আমার এই-যে আছে বাতি।" '

"কিন্তু এটা তো রবি ঠাকুরের পূজা পর্বের গান। সংকেত কই?" আদিনাথ যেন সামান্য বিরক্ত হলেন।

"ওয়ারেনদাদু রবি ঠাকুরের লেখায় মুগ্ধ হয়ে সারাজীবন এদেশেই থেকে গেলেন, বাংলা শিখলেন, রবিঠাকুর আর বাংলা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলেন। তিনি তো রবিঠাকুরের গানকেই জীবনের সঞ্চয়ের চাবিকাঠি করবেন। স্বাভাবিক। এটাই শেষ সংকেত।"

"মানে?"

"গানটার বিশেষ-বিশেষ অক্ষর কাটা আছে। লক্ষ করো। এটাই হল

www.monersathe.com

গানের শরীরের ক্ষত, যার থেকে এই অভিযান শেষ হবে। 'সহজ রাশি উলটে থাকে' রাশি মানে তো সংখ্যা। মানে যে ক্ষতগুলো আছে, সেগুলো একটা সংখ্যাকে নির্দেশ করছে। যেমন প্রথম লাইন থেকে অষ্টম লাইন অবধি দেখলে দেখবে কাটা অক্ষরগুলো হল সেই-সেই লাইনের ৮, ৬, ২, ১, ১, ০, ৫, ২ নম্বর অক্ষর। ছ'নম্বর লাইনে কোনও কাটা নেই। মানে ওটা 'শূন্য'। এটা সহজ রাশি। এটা উলটে থাকে। মানে রাশিগুলোকে উলটোদিক থেকে যদি একবার দেখি তা হলে হয় ২, ৫, ০, ১, ১, ২, ৬, ৮। তাই তো?"

"তো?" অলোক বললেন।

"চেনা যাচ্ছে না গোটা সংখ্যাটাকে?"

আদিনাথ বললে, "কী এটা?"

"তারিখ। ডেট। বাঙালির জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ডেট। এটা হল..."

"ওরেব্বাস," অজয় চিৎকার করল, "এটা তো রবিঠাকুরের জন্ম তারিখ। পঁচিশে বৈশাখ বারোশো আটষট্টি।"

"বুলস আই, এই তো অন্ধকার পরিষ্কার হল, 'অন্ধ থেকে আলোয় আসে নেমে'!" হীরক হাত ঘষল উত্তেজনায়, "বাকিটা খুব সোজা। 'সূর্য বন্দি থাকে ফ্রেমে' সূর্য মানে রবি। মানে এই ঘরের রবি ঠাকুরের ছবি। কিন্তু চারটে ছবি আছে। কোন ছবিটা? 'তাঁর চারিপাশ নতুন জীবন/ হাতের মুঠোয় আলো-ছায়ার পট'— মানে সেই ছবি যেখানে রবি ঠাকুরকে নতুন জীবন ঘিরে আছে। আর হাতের মুঠোয় ধরা মোমবাতির আলো-ছায়া আছে পট-এ, মানে ছবিতে। মানে..."

মহী বলে উঠল, "দেওয়ালের ওই রবি ঠাকুরকে ঘিরে বসে বাচ্চাদের ছবিটা।"

"ঠিক, এটা পাড়তে হবে। আর দ্যাখ রবি ঠাকুরের গানের শেষ লাইনটাকেও কেমন আন্ডার লাইন করে দিয়েছেন ওয়ারেনদাদু— 'হাতে আমার এই যে আছে বাতি।' কোন ছবিতে হাতে বাতি নিয়ে বসে আছে বাচ্চারা? হ্যাঁ, ওই ছবিটাতেই। নামাতে হবে ওটা।"

হীরক বলার সঙ্গে সঙ্গে রণেশ আর দিবাকর সাবধানে ছবিটা পেড়ে এনে রাখল টেব্‌লে।

"না উলটো করো," হীরক বলল, "ছবির পিঠে তোমার হাতে আজ'। পিঠে মানে পিছনে, ছবির পিছনে।"

www.monersathe.com

ছবিটা উলটো করামাত্র ঘরে একটা বিস্ময়ের শব্দ হল। ছবিটা খুব মোটা করে বাঁধানো। আর তার পিছনে একটা ছোট্ট পাতলা ক্যালকুলেটরের মতো ইলেকট্রনিক নাম্বারিং প্যাড লাগানো।

হীরক ওই প্যাডটায় ২৫০১১২৬৮ নম্বরটা টিপল আর সকলকে অবাক করে একটা ছোট্ট ছ'ইঞ্চির দরজা খুলে গেল পিং শব্দে ছবির পিছন থেকে। হীরক তার ভিতর হাত দিয়ে বের করে আনল একটা নরম কাপড়ে মোড়ানো জিনিস।

জড়ানো কাপড়টা খুলে হীরক বলল, "এই যে সেই জিনিস যেটা একলা সাহেব প্রেতাত্মা হয়ে খুঁজে বেড়ান প্রতিবছর। এই যে ছবির ভিতর লুকিয়ে থাকা অনুছবি। মিনিয়েচার পেন্টিং। আমি ওয়ারেনদাদুর বইতে পড়েছি এর কথা। এমনি গল্পচ্ছলে বলা দামি জিনিসপত্রের মধ্যে এর কথাও ছিল। কিন্তু এগুলোই যে তাঁর আসল সম্পত্তি সেটা উনি বলেননি। মিনিয়েচারগুলো বিখ্যাত ডাচ শিল্পী রেমব্রান্টের আঁকা হাতির দাঁতের উপর মুঘল মিনিয়েচার পেন্টিংয়ের কপি। মোট পঁচিশটা এমন ছবি এঁকেছিলেন রেমব্রান্ট। তার মধ্যে পড়ে এই চারটি। এই সবকটাই ভীষণ দুষ্প্রাপ্য। আজকের বাজারে এর দাম কোটি টাকার উপর। ওয়ারেন হেস্টিংসের ছবির প্রতি ভালবাসা ছিল তীব্র। এগুলো তাঁরই সংগৃহীত।"

সকলে দেখল হাতির দাঁতের পাতলা পাতের উপর অসম্ভব দক্ষতায় আঁকা মোগল সম্রাটদের ছবি! সোনার উপর দামি পাথর বসানো ফ্রেমে বাঁধানো চারটে ছোট ছোট ছবি। দেখলেই বোঝা যায় খুব রেয়ার জিনিস। এখনকার বাজারে অমূল্য।

"এটাই সেই জিনিস!" রম অবাক হল।

হীরক হাসল, "দাদু নিজে এবাড়ি থেকে চলে গেলেও বন্ধু-গৃহেই রেখে যান এই সম্পদ। সেটাই লিখে গিয়েছেন ওঁর সংকেতের শেষ লাইনে। আর এটা উদ্ধারের সঙ্গে-সঙ্গেই সমাপ্ত হল এই আমাদের অভিযান।"

আদিনাথ মিনিয়েচার পেন্টিংগুলো হাতে নিয়ে দেখলেন, তারপর সেগুলো রাম দে-কে দিয়ে বললেন, "এটা দেশের সম্পত্তি। আপনি সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন।"

www.monersathe.com

রাম জিনিসগুলো সাবধানে কাপড়ে মুড়িয়ে ব্যাগে ভরে নিল। আদিনাথ হীরকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর শোন, আমাদের নয়, এটা তোর অভিযান ছিল। তোর একার বুদ্ধি আর সাহসের অভিযান। আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ। বইয়েই এতদিন শার্লক থেকে ব্যোমকেশ আমি পড়েছি। কিন্তু আজ চাক্ষুষ গোয়েন্দা দেখলাম।"

রাম বলল, "হীরক সত্যি অদ্ভুত কাজ করেছে। আমি ওর নাম সরকারের কাছে ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ডের জন্য রেকমেন্ড করব।"

এরপর অলোক, অজয় থেকে শুরু করে সকলে পিঠ চাপড়ে দিল হীরকের। বলল, "বাড়িতে যে এমন একজন লুকিয়ে আছে জানতাম না তো। সত্যি তুই দারুণ কাজ করেছিস। আমাদের শার্লক তুই-ই।"

হীরক মহীকে দেখিয়ে বলল, "আমার কিন্তু ওয়াটসনও আছে। ওই যে। মহী আমায় খুব হেল্প করেছে। ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে। ইনভিজিব্‌ল ইঙ্কের ব্যাপারটা ওর কথাতেই আমার মাথায় এসেছিল।"

মহী দেখল শেষ হেমন্তের আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে হীরকের গালে। আনন্দে হীরকের চোখদুটো চকচক করছে। ও বলল, "কী যে বলো! তোমার কাছে কেউ কিচ্ছু না।"

অলোক বললেন, "তা মহী, আজ থেকে হীরক কী? ডিটেকটিভ না সত্যান্বেষী?"

মহী হেসে সকলের দিকে তাকাল একবার, তারপর হাতের মুঠো থেকে তর্জনী আর কনিষ্ঠা বের করে রক গায়কদের মতো চিৎকার করে বলল,

"ওসব না, আজ থেকে হীরক মানে, 'হি রক্‌স'।"

www.monersathe.com

শান্টুর টিম

www.monersathe.com

শান্টুর কোনও টিম নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা সবুজ সাইকেল আর গাবদু নামে একটা কুকুর। পাড়ার স্বর্ণাভদের 'ইয়ং মাস্টার্স' ক্লাবের ফুটবল টিম আছে। মিতালিদির নাটকের টিম আছে। স্কুলে ওদের ক্লাস সেভেনের ফুটবল টিম আছে। কিন্তু কোনওখানেই শান্টুর জায়গা হয় না। আসলে কেউ শান্টুকে নিতে চায় না। জায়গাই দিতে চায় না টিমে।

তবে শান্টু হাল ছাড়ে না। সব জায়গাতেই গুঁতোগুঁতি করে ঢুকতে চায়। কিন্তু সকলেই বলে, " যা না, নিজের টিম তৈরি কর গিয়ে।"

একা-একা কী টিম তৈরি করবে শান্টু? লুডোর না কিতকিতের? কিন্তু লোকে বোঝে না।

এই যেমন আজই তো ক্লাস সেভেন থেকে কুইজের টিম তৈরি হল। লখনসায়রের যত স্কুল আছে, সেগুলোর মধ্যে একটা কুইজ কনটেস্ট হবে। ফাইভ থেকে সেভেন একটা গ্রুপ, আর এইট থেকে টেন আর-একটা গ্রুপ তৈরি হবে।

অ্যাসেমব্লি হলে সকলের সামনে যখন এক-এক করে নাম ডাকা হচ্ছিল, শান্টুর আশা ছিল, হয়তো ওর নামও ডাকা হবে। কিন্তু শেষ নামটা ডাকা হল তমোনাশ রায়ের, মানে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তমোর। মাথায় একেবারে আগুন জ্বলে গিয়েছিল শান্টুর। হতে পারে তমো ক্লাস সেভেনের ফার্স্ট বয়, তা বলে শান্টুকে এভাবে ওভারলুক করবে সকলে? তমো ওর বন্ধু না? এক বন্ধুকে রেখে আর-এক বন্ধুকে নেওয়া? হেডস্যার যে বন্ধুবিচ্ছেদের চক্রান্ত করছেন!

শান্টু আর নিজেকে আটকাতে পারেনি। "স্যার," বলে হাত তুলেছিল। শান্টুর কাজকর্ম স্কুলের সকলে জানে। তাই স্যার আশঙ্কিত হয়ে তাকিয়েছিলেন, "কী হয়েছে?"

"স্যার, আমি টিমে নেই?" শান্টু গম্ভীর গলায় জানতে চেয়েছিল।

www.monersathe.com

"তুই? না, নেই। থাকলে তো নাম বলাই হত।"

"কেন স্যার? আমি নেই কেন?"

"মানে?" স্যার চোখ পাকিয়েছিলেন, "তুই আমাকে প্রশ্ন করছিস? তোর সাহস তো খুব বেশি। আর এমনিতে পড়াশোনায় তো অষ্টরম্ভা। সেখানে তুই কুইজে যাবি? মজা নাকি?"

শান্টু বুক চিতিয়ে বলেছিল, "অষ্টরম্ভা মানে? আমি সব জানি।"

"সব জানিস? আচ্ছা বল তো, ভারতের কোথায়-কোথায় তেল পাওয়া যায়? ক্লাস সেভেনে তো পড়িস! এটা বল দেখি।"

"এ তো সোজা! মুদির দোকানে, রেশনের দোকানে আর পেট্রোল পাম্পে।" শান্টু অনায়াসে উত্তর দিয়েছিল।

"বদমাশ কোথাকার!" সংস্কৃতস্যার পাশ থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন প্রায়, "মুদির দোকান! পেট্রোল পাম্প! যত্তসব হাবিজাবি কথা! আচ্ছা এটা বল, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'-এর মানে কী?"

শান্টু ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বলেছিল, "তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি।"

সংস্কৃতস্যার ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, "অ্যাঁ, জ্যোতি! কোন জ্যোতি?"

শান্টু বলেছিল, "আমি তিনজন জ্যোতিকে চিনি। একজন মল্লিকবাজারে সাইকেলের পাংচার সারায়, একজন আমাদের বাড়ির পিছনের মাঠ থেকে ঘাস কেটে নিয়ে যায়। আর-একজন 'মহেন্দ্র' হলে টিকিট ব্ল্যাক করে। এখন আপনি ঠিক করুন, কার কাছে যাবেন।"

"আমি?" সংস্কৃতস্যার ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, "আমি কেন যাব?"

"তা আমি কী জানি?" শান্টু উত্তর দিয়েছিল, "আপনি কেন যাবেন, আপনি জানেন।"

"আমি বলেছি যে আমি যাব?" সংস্কৃতস্যার খিঁচিয়ে উঠেছিলেন এবার।

"বাঃ।" শান্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "আপনিই তো সংস্কৃতে বললেন, 'তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি।' এখন এক অ্যাসেম্বলি ছেলের সামনে অস্বীকার করছেন? তা, আপনার যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনি যাবেন না। আমায় বকছেন কেন?"

এর পর সংস্কৃতস্যার নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছিলেন শুধু।

www.monersathe.com

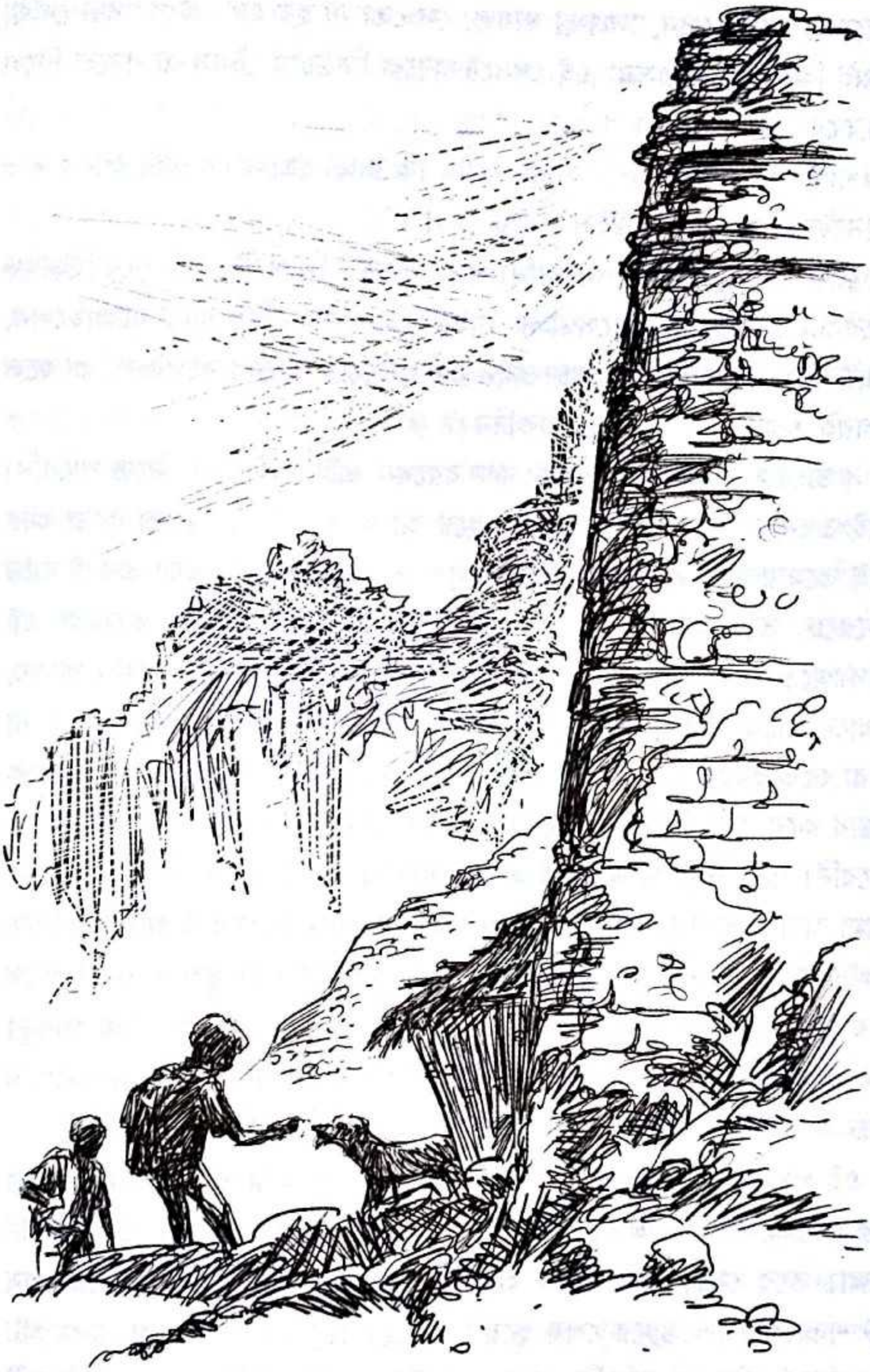

www.monersathe.com

তখন অবস্থা সামলাতে ইংরেজিস্যার ময়দানে নেমেছিলেন। শান্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা সায়ন্ত, সে তো না হয় হল। এবার বল দেখি, 'আই কিল্‌ড এ পারসন' এই সেনটেন্সটাকে ফিউচার টেনস-এ বদলে দিলে কী হবে?"

শান্টু হেসে বলেছিল, "স্যার, আমি কি বাচ্চা ছেলে যে এটা জানব না? সেনটেন্সটা হবে, 'ইউ উইল গো টু জেল'।"

হেডস্যার আর নিতে পারেননি। প্রায় দৌড়ে এসে শান্টুর কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে অ্যাসেম্বলির লাইন থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন, "এই স্কুলে থাকতে আর কোনওদিন যদি কুইজ়ে নাম দেব বলেছিস, তা হলে তোরই একদিন কী আমারই একদিন!"

এভাবে স্যার সকলের সামনে কান ধরবেন, এটা শান্টু মেনে নিতে পারেনি। তাই তখন থেকে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। প্রতিদিনের মতো আজ আর তাই তমোর সঙ্গে না ফিরে নিজের সবুজ সাইকেলটা নিয়ে একা-একাই বাড়ি ফিরেছে। তবে আসার পথে পাথরগড় হয়ে এসেছে একবার। আসলে এই পাথরগড়ে দিনে একবার না এলে শান্টুর মনে হয় দিনটা অসম্পূর্ণ। কারণ, এখানে থাকে গাবদু। গাবদু একটা মিক্সড ব্রিডের কুকুর। গঙ্গার ধারে কে বা কারা ওকে বছরখানেক আগে বস্তায় বেঁধে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। শান্টু ওটাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মা এমন বকুনি দিলেন যে, রাখতেই পারেনি। তাই পাথরগড়ে নিয়ে একটা ঢাকা জায়গায় রেখে দিয়ে এসেছিল। তমো আর শান্টু মিলে ওর দেখাশোনা করে। দু'জনে পিচবোর্ড আর টিন দিয়ে একটা ছোট ছাউনিও বানিয়ে দিয়েছে ওর জন্য। সকালে স্কুল যাওয়ার পথে আর বিকেলে ফেরার পথে শান্টু ভাল পরিমাণে খাবার রেখে যায় গাবদুর থালায়। মাকে লুকিয়ে, রান্নার মিনুদির থেকে ভিখিরিকে দেবে বলে খাবারটা ম্যানেজ করে ও। আজও সেই খাবার দিয়েই বাড়ি ফিরেছে।

এই লখনসায়র জায়গাটা একদম গঙ্গার ধারে। আর পাথরগড়টাও নদীর পার ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে। পাথরগড় আসলে পাথরের তৈরি ছোট্ট একটা কেল্লা। তবে সেটা আর এখন আস্ত নেই। বরং বলা যায় যে, তার প্রায় ষাট শতাংশই ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা তোরণ, কয়েকটা দেওয়াল, পশ্চিমের সূর্যঘড়ি লাগানো ঘণ্টাঘর আর দু'টো চাতাল মোটামুটি

www.monersathe.com

ঠিকঠাক আছে। এই পুরো কেল্লাটাই আসলে হরিধন রায়চৌধুরী মানে শান্টুর ঠাকুরদার সম্পত্তি। তবে রক্ষণাবেক্ষণ আর করা হয় না।

শান্টুরা এই লখনসায়রের পুরনো বাসিন্দা। যেমন-তেমন পুরনো নয়। অনেক-অনেক বছরের পুরনো। কয়েকশো বছর ধরে ওরা এখানে আছে। আগে এই গোটা অঞ্চলটার রাজা ছিল ওরা। সে প্রায় আট-ন'শো বছর আগেকার কথা। সেই সময়েই এই পাথরগড় তৈরি করে ওরা। কেল্লাটা কালো পাথরের তৈরি। এই কালো পাথর নাকি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। অনেক দিন ধরে অনেক খরচ করে সূর্যের আহ্নিক গতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কেল্লাটা। এ সব কিছুই ঠাকুরদার মুখে শুনেছে শান্টু। আর বাকিটা শুনেছে ডাকাতদাদুর কাছ থেকে।

ডাকাতদাদু মানে সাত্যকি গুহ। তিনি ঠাকুরদার বন্ধু। বেশ কিছুদিন ওদের বাড়িতে থেকে ডাকাতদাদু পুরনো বাংলার রাজাদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। মানুষটা রোগাপাতলা হলেও গলার জোর ছিল ভীষণ। বাড়িতে হাসিঠাট্টা, হইহল্লা করে ভরিয়ে রাখতেন একদম। ঠাকুরদা বলতেন, "সাত্যকি, এমন চিৎকার চেঁচামেচি করিস যে, মনে হয় ডাকাত পড়েছে বাড়িতে!"

"ডাকাতই তো। আমি তো চিরকালীন ডাকাত। না হলে ওরা সকলে আমায় এমনি-এমনি 'ডাকাতদাদু' বলে? তবে হরিধন, তোদের এখানে যা আছে না, তাতে বাড়িতে সত্যিকারের ডাকাত পড়ল বলে!"

"মানে?" ঠাকুরদা বুঝতে পারেননি।

ডাকাতদাদু বলেছিলেন, "হরিধন, তোর ছোটকাকা দুর্লভকান্তির একটা ছোট্ট লেখা পেয়েছি। তাতে...না থাক, এর বেশি আর বলব না এখন। সব সময় হলে জানবি।"

এর পর ডাকাতদাদু হঠাৎই একদিন চলে গিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে। শুধু যাওয়ার আগে বলেছিলেন, "হরি, আমি আবার আসব। তবে অনেক ভাল খবর নিয়ে আসব। বুঝলি?"

কিন্তু বোঝেননি ঠাকুরদা। বাবা, মা, কাকা, মামাতো দাদা, কেউই বোঝেননি। কারণ, ডাকাতদাদু আর ফিরে আসেননি। কলকাতায় যাওয়ার পর আচমকাই মারা গিয়েছিলেন উনি। ঠাকুরদা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বন্ধুর আচমকা মৃত্যুতে। বলেছিলেন, "ব্যাটা, এমন করে ভাগবে, ভাবিনি।"

www.monersathe.com

বাড়িতে ফিরে সাইকেলটা রেখে নিজের ঘরে গেল শান্টু। পিঠের ব্যাগটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে জামা খুলতে যাবে, এমন সময় দরজার কাছ থেকে খুকখুক করে কাশি প্লাস হাসির আওয়াজ এল। এই রে সোনাদা!

শান্টুর এই মামাতো দাদাটি এখানে থেকে পড়াশোনা করে। সে কাছেই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। এই বাড়িতে থাকলে যাতায়াতে সুবিধে হবে বলে এখানে থাকে। বাবাই বলেছেন থাকতে।

সোনাদা বলল, "কী রে শান্টু? এবার যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্‌স হয়ে যাবি।"

"মানে?" শান্টু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

"মানে বুঝছিস না? শান্টু থেকে শান্টিং হবে। স্কুলে কী করেছিস? হেডস্যার ফোন করেছিলেন যে।"

শান্টু মুখ বিকৃত করল। নামী বাড়ির ছেলে হলে এই এক প্রবলেম। পান থেকে চুন খসলেই রিপোর্ট হয়ে যায় বাড়িতে। আসলে হবে না কেন? দাদু যে ওদের স্কুলেরই প্রেসিডেন্ট।

শান্টু ব্যাজার মুখে বলল, "তো আমি কী করব?"

"তুই?" সোনাদার দশ টাকার মতো হাসিটা হাজার টাকার নোট হয়ে গেল, "তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি'! যা না, পিসেমশাই তোর জ্যোতি কেমন নেভান দ্যাখ।"

"অ্যাঁ, বাবা বাড়িতে ফিরেছেন?" শান্টু ভয় পেল। বাবা মারেন না কখনও, কিন্তু এমন করে তাকান যে, শান্টুর শরীরের সব কল-কবজা কেমন যেন ঢিলে হয়ে যায়। আর হেডস্যার যেদিন ফোন করলেন, বাবা সেদিনই তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন।

সোনাদা শান্টুর মেজাজ আরও গরম করে দিয়ে বলল, "হেডস্যার সব বলেছেন। তুই নাকি কুইজ় টিমে নেই বলে এসব করেছিস? সত্যিই তুই অপদার্থ। কুইজ় টিমেও তুই নেই? তোর কপালে কোনওদিন কোনও টিম জুটবে না, বুঝেছিস?"

www.monersathe.com

॥ ২ ॥

ছেলেটার পরনে জিনস আর টি-শার্ট। পায়ে সবুজ রঙের দামি স্নিকার্স। পাতলা ফরসা চেহারা। হিন্দি ছবির হিরোর মতো দেখতে। বয়স বড় জোর সাতাশ-আঠাশ হবে। আর সঙ্গের মোটা লোকটার বয়স প্রায় চল্লিশ। পরনে সাফারি সুট। গলায় একটা মোটা দড়ির মতো সোনার চেন। ছেলেটা যেমন চনমনে, সঙ্গের লোকটা ততটাই গম্ভীর। যেন রামগরুড়ের অরিজিনাল ছানা।

লখনসায়র মডেল হাই স্কুলের বিশাল বড় মাঠে গেস্ট হাউসটা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকটা অভিমানী ছেলের মতো। চারদিকে ঘন দেবদারু গাছ ঘিরে রেখেছে গেস্ট হাউসটাকে। তারই ছায়ায় গেস্ট হাউসটা আরও নির্জন মনে হচ্ছে।

ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, দূরের মাঠে ছেলেরা খেলছে। স্কুলে টিফিন আওয়ার্স এখন, তাই মাঠটায় ছেলেদের ভিড়।

লখনসায়র জায়গাটাকে এসেই ভাল লেগে গিয়েছে ছেলেটার। চারদিকে বড়-বড় ফাঁকা মাঠ। একতলা, দোতলা সব বাগানঘেরা বাড়ি। চওড়া রাস্তা। পাশে গঙ্গা আর পুরনো একটা কেল্লা। এসব নিয়ে যেন সিনারির মতো সাজানো একটা পুঁচকে শহর।

"এখন এলেন?"

পাশ থেকে আসা প্রশ্নে ছেলেটি তাকাল, "আমায় বলছেন?" সে দেখল, বয়স্ক একজন গোলগাল চেহারার লোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে আম খাচ্ছেন।

"হ্যাঁ।" লোকটি হাসলেন, "আপনাকেই বলছি। কোন ট্রেনে এলেন? দুপুরে তো কোনও ট্রেন নেই?"

ছেলেটি হাসল, "সকালের ট্রেনে এসেছি। কিন্তু সেটা লেট ছিল।"

"তা এখানে কেন এসেছেন?" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, "মানে, ঘুরতে তো আসেননি, না?"

ছেলেটি বলল, "না, ঠিক বলেছেন। ঘুরতে আসিনি। আমি মেনলি টুরিজ়মের জন্য এসেছি।"

"টুরিজ়ম?" লোকটি আম খাওয়া থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,

www.monersathe.com

"আরে সরি, আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমার নাম অয়নাঙ্ক রায়। গঙ্গার ধারের যে ইটভাঁটা আছে, সেখানে কাজের জন্য এসেছি। তা টুরিজ়ম না কী যেন বলছিলেন?"

ছেলেটি হাসল, "হ্যাঁ। আমার নাম শ্রবণ মুখোপাধ্যায়। এখানে এসেছি রিসর্টের জন্য।"

"রিসর্ট?" অয়নাঙ্ক অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে যে পাথরের কেল্লাটা আছে, সেটা আমাদের কোম্পানি কিনে নিয়ে রিসর্ট বানাতে চায়।"

"ও!" অয়নাঙ্ক হাসলেন, "আমার কার্ড রাখুন। আমরা মাল্টিপ্‌ল অ্যাপ্লায়েন্স সাপ্লায়ার। রিসর্ট-টিসর্ট বানালে তো শুনেছি মেলা জিনিসের দরকার হয়। আমাদের তখন একটু দয়া করবেন, কেমন?"

শ্রবণ কার্ডটা নিয়ে হাসল, "কিন্তু আমি যে কার্ড দিতে পারব না। নতুন জয়েন করেছি তো, তাই কার্ড হয়নি এখনও। দেখুন না, অফিসের একজনের সঙ্গে সোজা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

অয়নাঙ্ক হেসে উঠে পড়লেন, "ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি একাকিত্ব উপভোগ করুন। আর আপনার মাথা খাব না। বরং আমি আসি এখন।"

গেস্ট হাউসের বারান্দা থেকে ঘরে এল শ্রবণ। গরমটা বেশ বেশিই পড়েছে।

"পুনিত, তুমি স্নান করে একটু শুয়ে নাও। বিকেলে বেরোতে হবে।" শ্রবণ ঘরে ঢুকে বিছানায় রাখা ল্যাপটপটা অন করে বলল।

পুনিত বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল। সে বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি?"

"ও একজন এমনি লোক। নাথিং সিরিয়াস।"

পুনিত ওর গলার মোটা সোনার চেনটা ঠিক করে নিয়ে বলল, "আঃ, সকলের সঙ্গে কথা বলার কি খুব দরকার আছে? কাজটা যদি...।"

"শাট আপ।" শ্রবণ কড়া চোখে তাকাল পুনিতের দিকে, "বেশি স্টিফ হয়ে গেলেই লোকে সন্দেহ করবে। আমায় কাজ শিখিয়ো না। যখন তোমার টার্ন আসবে, তখন জাস্ট তোমার কাজটা করবে। কথাবার্তা যা বলার, তা আমিই বলব। বুঝেছ? তুমি স্নানে যাও।"

www.monersathe.com

শ্রবণের বয়স কম হলেও পুনিত সমঝে চলে শ্রবণকে। পুনিত জানে, ছেলেটার মাথাটা খুব পরিষ্কার।

পুনিত বাথরুমে ঢোকামাত্র ই-মেল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করল শ্রবণ। একটা জরুরি মেল আসার কথা আছে।

শ্রবণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মেলটা এসে গিয়েছে। মেল-এর উপর ক্লিক করে শ্রবণ চিঠিটা খুলে ফেলল। ইস্তানবুল থেকে এক কিউরিয়ো এজেন্টের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, 'কাজ কত দূর এগোল? আমি অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি। পার্টি চাপ দিচ্ছে। ডু ইট ফাস্ট।'

শ্রবণ রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করে জবাব লিখল, 'আর বড় জোর সাতদিন। তারপর দেখা হচ্ছে।'

সাতদিন! আর বড় জোর সাতদিন সময় পাবে ও। তার মধ্যে ওকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে মহামূল্যবান জিনিসটা। এতদিন ধরে চোরাগোপ্তাভাবে জানা কিংবদন্তিটা যদি সত্যি হয়, তা হলে লক্ষ-লক্ষ ডলার এবার স্বপ্ন থেকে বাস্তব হয়ে উঠবে।

ল্যাপটপটা বন্ধ করে শ্রবণ সুটকেস খুলে ভিতরের খাপ থেকে লাল রঙের ছোট্ট একটা খাম বের করল। তারপর খামটা খুলে বের করে আনল একটা হলদেটে পৃষ্ঠা। বহুদিন আগেকার এই পৃষ্ঠার হাতে লেখা কালি প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। তবু পড়া যায় স্পষ্ট।

লেখাটা পড়ে শ্রবণ হাসল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের লেখা। সত্যি! পুরনো জিনিসও যে কত কাজে লাগে। অবশ্য এর জন্য স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার এটা খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তো ও এটা পেয়েছিল। তবে স্যারকে সরাতে হয়েছিল। 'সরি স্যার।' শ্রবণ মনে-মনে বলল। যেন দেখতে পেল, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে স্যারের অবিশ্বাসভরা দু'টো চোখ। স্যার বুঝতে পারেননি, শ্রবণ এমন করবে। কিন্তু টাকার জন্য জীবনে অমন অনেক কিছুই করতে হয়। 'স্যার, স্যার' বলে তো অনেক অনুনয়ও করছিল শ্রবণ। বলেছিল, 'একবার এই সঙ্কেতের মানেটা বলে দিন, স্যার। একটু হেল্প করুন! আমরা দু'জনেই লাভবান হব। আমার টাকার খুব দরকার, স্যার। আপনি একটু বুঝুন ব্যাপারটা। প্লিজ, আমায় সাহায্য করুন।'

www.monersathe.com

কিন্তু সাত্যকি গুহ বুঝলেনই না। অবুঝ মানুষদের তো না বোঝার দাম দিতেই হয়।

॥ ৩ ॥

তমো বলল, "তুই এমনটা না করলেও কিন্তু পারতিস শান্টু। কী দরকার ছিল ওই দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঝামেলা করার? একেই তো অমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তার উপর হেডস্যারের রিলেটিভ। ফালতু ঝামেলা করলি তো।"

"হেডস্যারের রিলেটিভ তো কী হয়েছে? আমার ঠাকুরদাও তো স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তার বেলায় আমি কি সেই রিলেটিভিটি দেখিয়ে বেড়াই?"

"রিলেটিভিটি মানে?" তমো থমকে দাঁড়াল, "কী যা তা ইংরেজি বলছিস? আইনস্টাইন যে ভিরমি খাবেন।"

"ভাগ, বেশি জ্ঞান দিবি না। জানি, তুই ফার্স্ট হোস, তার মানে কি এই যে, সব সময় অমন পণ্ডিতি দেখাতে হবে?" শান্টু তেরিয়াভাবে বলল।

তমো ঠান্ডা মাথার ছেলে। সহজে রাগ করে না। এখনও করল না। বরং বলল, "শোন শান্টু, তোর এই হুটহাট করে উলটোপালটা কাজকর্ম করা, যা খুশি তাই বলার প্রবণতাটাই তোকে ঝামেলায় ফেলে। আচ্ছা, আজ প্রায় প্রত্যেকটা ক্লাসে ভুলভাল করেছিস কেন তুই? এমন উলটোপালটা উত্তর দিলে স্যারেরা তো রাগ করবেনই।"

শান্টু মাথা নিচু করল। আসলে সকালে স্কুলে ঢুকেই দ্বৈপায়নের সঙ্গে জল খাওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। তাই গোটা দিনটাতেই ওর মেজাজটা খাট্টা হয়ে ছিল।

দ্বৈপায়ন ওদের ঠান্ডা জলের কলটায় কিছুতেই জল খেতে দিচ্ছিল না শান্টুকে। শান্টু দু'-তিনবার বললেও শোনেনি। তাই শান্টু আর অনুরোধের রাস্তায় না গিয়ে আচমকা দ্বৈপায়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর ধস্তাধস্তি করে দ্বৈপায়নের জামার পকেট ছিঁড়ে দিয়েছিল। দ্বৈপায়নও ছেড়ে কথা বলেনি। শান্টুর সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিয়েছিল।

www.monersathe.com

এতক্ষণ শান্টুকে পালটা মার দিলেও দ্বৈপায়ন হঠাৎ কাঁচুমাচু মুখ করে বলেছিল, 'আমার জামাটা ছিঁড়ে দিলি? জল খেতে দিলি না। তার উপর আমায় মারলিও? কেন এমন করছিস তুই?'

কী বলছে দ্বৈপায়ন? খুব অবাক হয়েছিল শান্টু। এ তো ডাহা মিথ্যে কথা। ও বলেছিল, 'কী বলছিস তুই? আমি...।'

ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে দ্বৈপায়ন ওর কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'স্যার, দেখুন স্যার, ও আমায় কী করল?'

'স্যার?' ঘাবড়ে গিয়ে পিছনে তাকিয়েছিল শান্টু। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল। হেডস্যার দাঁড়িয়েছিলেন যে।

হেডস্যার সজোরে শান্টুর কান ধরে মিউজ়িক সিস্টেমের ভলিউম বাড়ানোর মতো করে ঘুরিয়ে বলেছিলেন, 'আবার তুই শয়তানি করছিস? একদম মারামারি শুরু করেছিস? এত সাহস তোর?'

'স্যার, আমি কিচ্ছু করিনি। এই দ্বৈপায়নটাই...।'

স্যার কিচ্ছু শোনেননি। এই কানটা ধরেই হিড়হিড় করে টানতে-টানতে টিচার্স রুমের সামনে নিয়ে গিয়ে শান্টুকে বলেছিলেন, 'আমি নিজে দেখেছি তুই দ্বৈপায়নের জামার পকেট ছিঁড়েছিস। আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? দাঁড়া, এখানে কান ধরে দু'টো পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থাকবি। বুঝেছিস? একদম নড়বি না, শয়তান ছেলে।'

দ্বৈপায়ন রিলেটিভ বলে হেডস্যার এমন পারশিয়ালিটি করবেন, ও ভাবতেই পারেনি। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শান্টু তাই ঠিক করেছিল যে, থার্ড পিরিয়ডে হেডস্যারের জিওগ্রাফি ক্লাসে ও স্যারের ক্লাস নেবে! অর্থাৎ মজা দেখিয়ে ছাড়বে।

হেডস্যার 'আমাদের পৃথিবী' কথাটা বোর্ডে লিখে ক্লাস শুরু করেছিলেন। তারপর এটা-সেটা বলতে-বলতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোরা জানিস 'সেন্টার অফ Gravity' কী? বল দেখি, সেটা কী জিনিস?'

তমো হাত তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে তমোর হাত চেপে ধরে ডান হাত তুলে লাফিয়ে উঠেছিল শান্টু, 'আমি স্যার, আমি। আমি জানি।'

'তুই বলবি?' হেডস্যার ভুরু কুঁচকেছিলেন, 'ঠিক আছে, বল।'

শান্টু গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'V।'

www.monersathe.com

'মানে?' হেডস্যার এমন করে তাকিয়েছিলেন, যেন অন্ধকারে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার চারটে নোট পড়ে গিয়েছে।

'Gravity তে সাতটা অক্ষর। সেন্টার-এ কোনটা আছে? V অক্ষরটা। সিম্পল। এটা তো খুব সোজা!' শান্টু হেসেছিল খুব।

স্যার দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলেন, 'মজা হচ্ছে? আমার সঙ্গে মজা হচ্ছে? শাস্তির পরও শিক্ষা হয়নি তোর? আরও দু'টো পিরিয়ড দাঁড়াবি?'

তমো ফিসফিস করে বলেছিল, 'চুপ করে বোস শান্টু। স্যার কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছেন। মজা করিস না একদম।'

শান্টু তখনকার মতো চুপ করে বসলেও পিরিয়ডের শেষের দিকে আবার মুখ খুলেছিল।

হেডস্যার ছবি এঁকে চাঁদ আর সূর্যের কতটা গুরুত্ব, এসব ডিটেলে বুঝিয়ে ক্লাসের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এবার বলো তো কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর পক্ষে, সূর্য না চাঁদ?'

কেউ হাত তোলার আগেই স্প্রিং-এর পুতুলের মতো টুং করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল শান্টু। স্যারের কোনও কথার অপেক্ষা না করেই বলেছিল, 'এ তো খুবই সোজা স্যার। ভীষণ সোজা।'

হেডস্যার নিজে থেকেই যেন বলে ফেলেছিলেন, 'আবার তুই? আর ভীষণ সোজা? কতখানি সোজা শুনি?'

শান্টু গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'সকালে তো আলো থাকেই, তখন আর সূর্যের কী দরকার? রাতে যখন আলো থাকে না, তখন চাঁদ উঠে আলো দেয়। তা হলে কোনটা দরকারি হল? হ্যাঁ ঠিক, চাঁদই অনেক বেশি দরকারি। তবে আর-একটা কারণেও চাঁদের দরকার আছে। মান্না দে না হলে কষ্ট পেতেন।'

'কে?' হেডস্যার বুঝতে পারেননি শান্টুর কথা।

'মান্না দে স্যার, মান্না দে। ওই যে খুব ভাল গান করেন। গোঁফ আছে।'

'মান্না দে? চাঁদ?' হেডস্যারের মুখে কথা সরছিল না।

'ওই যে স্যার উনি গেয়েছেন না, চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি', ভাবুন তো, চাঁদ না থাকলে উনি চাঁদ দেখতে গিয়ে কীভাবে অন্য একজনকে দেখে অমন খুশি হয়ে এমন একখানা গান গাইতেন? চাঁদ না থাকলে বাংলা গানের কী ক্ষতি হত বলুন তো?'

www.monersathe.com

হেডস্যার ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

আজ খুব গরম পড়েছে। সারাদিন মানুষজন হাঁসফাঁস করেছে খুব। তবে এখন এই শেষ বিকেলে গঙ্গার দিক থেকে সুন্দর হাওয়া বইছে। তমো জামার উপরের একটা বোতাম খুলে দিয়ে বলল, "দ্যাখ শান্টু, এমন করে কী মজা পাস তুই?"

"মজা নয় তো, রিভেঞ্জ।" শান্টু চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, "আমার সঙ্গে যারা-যারা এমন দুশমনি করবে, তাদের সকলের অবস্থা খারাপ করে দেব আমি।"

"কী করবি তুই?" তমো জিজ্ঞেস করল।

শান্টু হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির সরু, ফাঁকা শিশি আর কাঠি বের করে বলল, "দ্যাখ।"

"মানে? এটা কী?" তমো আশ্চর্য হল।

"দেখতে পাচ্ছিস না তুই? অন্ধ নাকি? শিশি আর কাঠি।"

তমো জিজ্ঞেস করল, "কী হবে এটা দিয়ে?"

শান্টু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বোমা মারব দ্বৈপায়নকে। তার জন্য বারুদ আনতে যাচ্ছি। চল, দেখতে পাবি।"

"বারুদ? মানে?" তমো অবাক হল।

"মানে দ্বৈপায়নের খুব তেল বেড়েছে। এবার ওকে এমন জব্দ করব না! আমি দেখেছি যে, প্রতিদিন থার্ড পিরিয়ডের পর ও একবার জল খেতে ক্লাস থেকে বেরোয় আর সিঁড়ির নীচ দিয়ে ঘুরে যায়। তখনই আমি সিঁড়ির উপর থেকে বোমাটা মারব।"

তমো অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বোমা মানে? তখন থেকে বোমা-বোমা করছিস। কেসটা কী বল তো?"

"পাথরগড়ের ঘণ্টাঘরটা দেখেছিস তো?" শান্টু জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সেখানে কি বোমার গোডাউন আছে নাকি?"

"না, বারুদের। লাল পিঁপড়েদের যা একখানা কলোনি আছে না! দেখলে মনে হবে সব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাপোর্টার। সেখান থেকে পিঁপড়ে

www.monersathe.com

কালেক্ট করে এই শিশিতে নিয়ে আসব। তারপর কাগজে মুড়ে দ্বৈপায়নের কলারের কাছ দিয়ে জামার ভিতর গলিয়ে দেব। গেরিলা কায়দায় যখন সিঁড়ির উপর থেকে বোমা মারব, দেখব তখন কে ওকে বাঁচাতে আসে!"

তমো প্রায় আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ, এমন করবি তুই? এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ধরা পড়লে কিন্তু...।"

"অ্যাঁ!" শান্টু মুখ বাঁকাল, "ধরা পড়লেই হল! তাও তো ভিমরুল ছাড়ছি না।"

"মানে?" তমো আরও ঘাবড়ে গেল। ভাল ছেলেরা একটু বেশি ঘাবড়ে যায়।

"আরে, ঘণ্টাঘরের ওখানেই একটা ইয়াব্বড় ভিমরুলের চাক আছে। যদি একবার পিছনে পড়ে, চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়বে, বুঝেছিস?"

রাস্তাটা এখান থেকে ঘুরে গিয়েছে গঙ্গার দিকে। দু'দিকে বাঁশঝাড় আর বড়-বড় ইউক্যালিপটাসের ভিড়। রেনট্রিও আছে কিছু। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা প্রায় কাঁচুমাচু হয়েই গিয়েছে।

এই পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা খোলা মাঠে, যার এক কোণে ওই পাথরগড়।

মাঠ থেকে কেল্লা যাওয়ার ইটের পথটায় উঠে হঠাৎ থমকে গেল শান্টু। আরে, এরা কারা?

শান্টু দেখল, টি-শার্ট আর জিনস পরা একটি যুবক নেমে আসছে কেল্লার ভাঙা দেওয়াল বেয়ে, আর তার সামনে সাফারি সুট পরা মোটামতো একটা লোক।

শান্টু দাঁড়িয়ে দেখল, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে জিনস-পরা যুবকটি আর মোটা লোকটি ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। যুবকটি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু মোটা লোকটি কোনও দিকেই তাকাল না। শান্টু শুধু লক্ষ করল, মোটা লোকটির গলায় চকচক করছে একটা ভারী সোনার চেন।

"কী ব্যাপার বল তো?" তমো কোমরে হাত দিয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেউ তো কোনওদিন এখানে আসে না। আর এরা তো নতুন লোক। এই অঞ্চলের নয়। কারা এরা?"

শান্টু ঠোঁট ওলটাল, "কে জানে! বাদ দে তো! হয়তো ঘুরতে এসে

www.monersathe.com

পাথরগড়ের নাম শুনে দেখতে এসেছে। ওর চেয়ে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট ওই বোমা তৈরি। চল।"

তমো যেতে-যেতে অস্ফুটে বলল, "ব্যাপারটা ভাল লাগছে না শান্টু। জানি না কেন, কিন্তু মোটা লোকটাকে দেখে ভাল লাগছে না একদম।"

॥ ৪ ॥

মেঘটা যখন মাঝগঙ্গায় তখনই তমো বাড়ি চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু শান্টু যায়নি। মেঘ দেখে অত ভয় পাওয়ার কী আছে? আর বাড়িতে গেলেও তো ভাল কিছু হওয়ার আশা নেই। কারণ, বাড়িতে আজ বাবার কাছে হেডস্যার বিমলদার হাত দিয়ে কমপ্লেন লেটার পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা আছে যে, সায়ন্ত রায়চৌধুরীর গার্ডিয়ান হিসেবে বাবাকে স্কুলে দেখা করতে বলা হচ্ছে। কারণ, সায়ন্তর রেজাল্ট ক্রমশ খারাপ হচ্ছে আর অবাধ্যতা দিনকে দিন বাড়ছে। শান্টু তাই জানে যে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে বাবা চলে এসেছেন আর চিঠি হাতে পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছেন। বাবা এমনিতে না মারলেও আজ নির্ঘাত পেটানি খাবে ও। তা ছাড়া সকালে বাড়িতেও একটা দুষ্টুমি করেছে। পোষা বিড়ালটার লেজে কালিপটকা বেঁধে তাতে আগুন দিয়ে মামাতো দাদার ঘরে ছেড়ে দিয়েছিল সকালে। কারণ, সোনাদাকে একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। সেটাও নিশ্চয়ই বাবা জেনে গিয়েছেন এতক্ষণে।

গতকাল বাংলা ক্লাস টেস্টের খাতা বেরিয়েছিল। বাড়িতে না দেখিয়ে টিনটিনের বইয়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল শান্টু। সোনাদা ঠিক খুঁজে বের করে সেটা বাবার সামনে দিয়েছিল। ব্যস, বাংলায় কুড়িতে তিন পেয়েছে দেখে বাবা চিৎকার করে পঁয়ত্রিশ পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলেছিলেন একদম।

আসলে এও যে স্যাররা দিয়েছেন, সেটাও হয়তো বেশিই দিয়েছেন। কারণ, প্রায় কিছুই লেখেনি শান্টু। দূর, বাংলাফাংলা একদম ফালতু লাগে। কোনও রসকষ নেই। শুধু উত্তর মুখস্থ করো আর লেখো। নিজের কেরামতি

www.monersathe.com

যদি না-ই দেখাল তো পড়াশোনা করে লাভ কী? তাই প্রথম তিনটে এক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে শান্টু বোর হয়ে গিয়ে বাকি প্রশ্নগুলোর আর উত্তর লেখেনি। বরং সোজা চলে গিয়েছিল আট নম্বরের রচনায়, 'গোরু সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও'। খুশি হয়েছিল শান্টু। যাক, এখানে নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখানো যাবে। ও লিখেছিল, 'গোরু একটা বিচ্ছিরি টাইপের প্রাণী। মানুষের কাজ বাড়িয়ে দেয়। গোরু যে দুধ দেয়, তাতে দুধওলাদের জল মিশিয়ে বিক্রি করতে হয়। কেন রে বাবা? তুই জল মিশিয়ে দুধটা দিতে পারিস না? মানুষের হ্যাপা কমে। তারপর গোবর! সেটাও ঘুঁটে হিসেবে দিতে পারে না? এখানেও কাজ বাড়ায়। গোরু 'হাম্বা' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। এত হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে গোরু আছে, তবু হাম্বা ছাড়া তারা আর কোনও শব্দ শিখতে পারেনি। এ ছাড়াও গোরুর ভীষণ হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। তাই তাকে মাঝেমধ্যেই গোরুখোঁজা খুঁজতে হয়। আর গল্পের বইয়ে গোরুরা হঠাৎ-হঠাৎ গাছে চড়ে বসে। কেন বসে, সে নিয়ে প্রশ্ন করলে অবশ্য হাম্বা ছাড়া তারা আর কোনও উত্তর দিতে পারে না। এত কারণের জন্য গোরুকে গালাগাল হিসেবে কিছু মানুষ ব্যবহার করে। তবে এটা তারা ভুলে যায় যে, রতনে রতন চেনে। পরিশেষে এটা অতি অবশ্যই বলতে হবে যে, সাদা-সাদা গোরুগুলোকে 'বলদ' আর কালো-কালো গোরুগুলোকে 'মহিষ' বলে।'

লেখাটা লিখে নিজেকেই নোবেল প্রাইজ দিতে ইচ্ছে হয়েছিল শান্টুর। মনে হয়েছিল, ক্লাসের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা দুলিয়ে ভাব দিয়ে রিডিং পড়ে একচোট। তাই স্যারকে বলেছিল, "স্যার, যা লিখেছি একটু পড়ব?"

"মানে?" স্যার ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, "কী পড়বি?"

"এই যে স্যার যা লিখেছি।"

"পরীক্ষা চলছে, আর পরীক্ষার খাতায় যা লিখেছিস তা তুই জোরে-জোরে পড়বি? মজা করছিস?"

"না স্যার, একদম দারুণ লিখেছি। অন্যরকম লিখেছি একদম। পড়ব?" শান্টু চশমা ঠিক করে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল।

"চোপ," স্যার চিৎকার করে উঠেছিলেন, "বোস, একদম চুপ করে বোস। বাংলায় তুই কী নতুন জিনিস লিখেছিস, হ্যাঁ? মেঘনাদবধ কাব্য?"

www.monersathe.com

শান্টু গজগজ করতে-করতে বসে নিজের মনেই বলেছিল, 'দূর, ক্রিয়েটিভিটির কেউ দামই দেয় না।'

স্যার কিংবা বাবা, ক্রিয়েটিভিটির দাম কেউই দেননি। উলটে কিছুদিন আগে বাবা তো রীতিমতো হস্টেলে দিয়ে দেবেন বলে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। নেহাত মা আর ঠাকুরদা আটকেছেন। না হলে এই লখনসায়র ছেড়ে খুব শিগগিরই নর্থ বেঙ্গলের কোনও হস্টেলে চলে যেতে হত শান্টুকে।

বাংলার রেজাল্টের জন্য শান্টু যখন বাবার কাছে হেনস্থা হচ্ছিল, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে হাসছিল সোনাদা। নিচু গলায় বলেছিল, 'তুই সত্যিই গোরু বিশারদ।' খুব রাগ হয়েছিল শান্টুর। মনে হচ্ছিল, তখনই ফাঁস করে দেয় যে, সোনাদার পকেট থেকে ও মহেন্দ্র হলের দুটো সিনেমার টিকিট পেয়েছে। আরও ইচ্ছে হচ্ছিল ফাঁস করে দেয় যে, সন্ধেবেলা সোনাদা ছাদের উপর উঠে লুকিয়ে সিগারেট খায়। এ ছাড়া, মোবাইল ফোনে রাত একটার পর খুব নিচু গলায় কার সঙ্গে যেন গল্প করে।

কিন্তু বলেনি শান্টু। ও অমন নয়। সোনাদার মতো নালিশ করে বালিশ পেতে চায় না ও। বরং ও যা করবে, সেটা নিজের ক্ষমতায় করবে। তাই সোনাদার ঘরে বিড়াল দিয়ে অমন তাণ্ডব করেছিল। কোনও প্রমাণ না থাকলেও আন্দাজ করতে পেরেছিল সোনাদা। শান্টুকে বলেছিল, 'দ্যাখ, আজ পিসেমশাই আসুন, তোর কী হাল করি দেখিস।'

বাবাকে যে সোনাদা বলবে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। সেই সঙ্গে আবার কমপ্লেন লেটারটা আজই এসেছে। সত্যি, আজ শান্টুর একটা ফাঁড়া আছে।

পিঙ্কাদার দোকানের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে তমো বলল, "দেখলি তো, তখনই যেতে বললাম, গেলি না। আর এখন মাঝপথে বৃষ্টিতে ভেজ।"

শান্টু আকাশের দিকে তাকাল। কালো ধোঁয়ার মতো মেঘ গাদাগাদি করে ভর্তি করে রেখেছে আকাশটাকে, আর জমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এ বছর তেমন ঝড়-বৃষ্টি হয়নি। অফিশিয়ালি এটাই প্রথম কালবৈশাখী। মাঝগঙ্গার উপর ভেসে থাকা মেঘটাকে আন্ডার এস্টিমেট করা ঠিক হয়নি।

তমো আবার বলল, "আচ্ছা শান্টু, সব সময় এমন গন্ডগোল করিস কেন বল তো? কারও কথা শুনিস না কেন?"

www.monersathe.com

"কোথায় শুনি না? এই তো, তোর কথা এখন শুনছি না?" শান্টু পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে মুখে পুরল। তারপর একটা তমোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "মাথা গরম করিস না। এই নে, চকোলেট খা। আজ গাবদুটা খুব ভিজবে রে।"

"দ্যাখ শান্টু, ওসব দিয়ে আমায় ভোলাস না। এই বৃষ্টিতে ভিজলে জানিসই তো আমার জ্বর হবে। ফালতু কেন এমন করে আটকালি? মা খুব বকবেন।"

শান্টু জানে তমো এমনই। টিপিক্যাল গুড বয়। নিয়ম মতো পড়াশোনা করে। মা-বাবার শাসন মানে। শুক্তো খায়। সিনেমা দেখে না। চুলে স্পাইক করে না। বৃষ্টিতে ভিজলে নিয়ম মতো টনসিলাইটিস আর জ্বরে ভোগে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। শান্টু এসবের সম্পূর্ণ উলটো। তবুও কী করে যে ওদের বন্ধুত্ব হল।

শান্টু কথা ঘোরাতে বলল, "হ্যা রে, নাইনের সঙ্গে ম্যাচটায় কি আমাকে টিমে রাখবে?"

"কোন ম্যাচটায়?" তমো জিজ্ঞেস করল।

"আরে, ক্রিকেট ম্যাচটায় রে। টিমে রাখবে আমাকে?"

"তা আমি জানি না," তমো ব্যাজার মুখে বলল, "আচ্ছা, এর আগে কোনওদিন তুই টিমে চান্স পেয়েছিস যে আজ পাবি?"

শান্টু গম্ভীর হয়ে গেল, "তা পাইনি। কিন্তু অত্রির তো শরীর খারাপ। তাই ভাবলাম, ওর বদলে যদি আমাকে নেয়। আসলে দ্বৈপায়নকে যতক্ষণ না মজা দেখাতে পারছি, আমার ভাত হজম হচ্ছে না।"

তমো বলল, "সত্যি, তোর শিক্ষা হয় না। মনে নেই সেদিনের কথা? এর মধ্যেই ভুলে গেলি?"

শান্টু মাথা নিচু করল। সত্যি সেই পিঁপড়ে-বোমার প্ল্যানটা পুরো ফ্লপ করেছে। আসলে কাঠি দিয়ে পিঁপড়ে তুলে শিশিতে ভরতেই পারেনি। প্রথমে কয়েকটা পেরেছিল, কিন্তু তারপর শ'য়ে-শ'য়ে পিঁপড়ে আক্রমণ করেছিল শান্টুকে। দু'টো হাত আর পা একদম ফুলিয়ে লাল করে দিয়েছিল। কোনওক্রমে দৌড়ে গঙ্গায় লাফিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিল। আসলে ঘন্টাঘরের কাছে কখনও বিশেষ যায়নি তো। তাই পিঁপড়ের বাসা আছে

www.monersathe.com

জানলেও অবস্থাটা যে এতটা ভয়াবহ তা বুঝতে পারেনি। তাই দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়াটা আর হয়ে উঠেনি।

তমো বলল, "দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়ার জন্য না খেলে, শুধু খেলার জন্য খেললে ভাল হয় না?"

শান্টু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "দ্যাখ তমো, ওকে যতক্ষণ না আমি শায়েস্তা করছি, আমি কিছুতেই মন দিতে পারব না।"

তমো আরও কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ দেখল, মালিদা মাথায় একটা ছাতা দিয়ে আর হাতে একটা ইয়াব্বড় ছাতা নিয়ে দৌড়ে-দৌড়ে আসছে। এই রে, খুঁজতে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই শান্টুকে।

শান্টু চাপা গলায় তমোকে বলল, "খবরদার, বলবি না আমরা পাথরগড়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির কেউ জানেন না যে, আমি ওখানে যাই। বলবি, আমরা অত্রিকে দেখতে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম।"

তমো মাথা নেড়ে "হ্যাঁ," বলতে-বলতে হইহই করে মালিদা চলে এল, "আরে শান্টুদাদা, তুমি কোথায়? তোমার জন্য তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বড়বাবুর শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। আর তখন থেকে উনি কেবল তোমায় খুঁজছেন। কোথায় ছিলে তুমি?"

"ঠাকুরদার শরীর খারাপ করেছে? কখন? আমি তো ঠিকই দেখে এলাম।" শান্টু বেশ ঘাবড়ে গেল।

"দু'জন লোক এসেছিল। তারা কথা বলে চলে যাওয়ার কিছু পরেই বড়বাবু হঠাৎ তোমার খোঁজ করতে-করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তুমি চলো তাড়াতাড়ি। এই নাও, তোমার জন্য বড় ছাতা এনেছি।"

"কারা এসেছিল দেখা করতে?" তমো জিজ্ঞেস করল।

"আমি চিনি না। দু'জন এসেছিল। এই অঞ্চলের নয়।" মালিদা বড় ছাতাটা খুলে ওদের হাতে দিল, "চলো তাড়াতাড়ি, আর কথা নয়।"

শান্টুরা ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির পথে পা রাখল। ঠিক তখনই মালিদা অনেকটা নিজের মনেই বলল, "তবে একজনের গলায় ইয়া মোটা একটা সোনার চেন আছে।"

সোনার চেন? শান্টু আর তমো দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। তা হলে কি ওই লোক দু'টোই নাকি? সেদিন ওই লোক দু'টো পাথরগড়ে এসেছিল।

www.monersathe.com

আবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছিল? কেন? কী দরকার ওদের? শান্টু দেখল, বৃষ্টির তোড়ে সামনের রাস্তাটা রহস্য গল্পের মতো আবছা হয়ে আছে।

॥ ৫ ॥

"আপনি আম খান না?" আজও অয়নাঙ্ক বারান্দায় বসে আছেন। হাতে আমের প্লেট।

শ্রবণ হাসল, "খাই, তবে আপনার মতো নয়।"

অয়নাঙ্ক হাসলেন। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললেন, "আপনার তো হরিধন রায়চৌধুরীর বাড়িতে যাতায়াত আছে, আমাকে একটু পারসোনালি দেখা করিয়ে দিন না।"

"ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে মানে?" শ্রবণ সতর্ক হল, "আপনি জানেন যে আমার ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে?"

"হ্যাঁ," অয়নাঙ্ক আমের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে জড়ানো গলায় বললেন, "থাকবে না? আপনারা পাথরগড় কিনে রিসর্ট বানাবেন। তার জন্য রায়চৌধুরীদের সঙ্গে তো যোগাযোগ রাখতেই হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? তা কেমন মানুষ এই হরিধনবাবু? ওঁকে ধরলে ছেলে গলবে? ইটভাঁটা তো ওঁর ছেলে সুশ্রুতবাবুই দেখেন। বুঝতে পারছেন তো ভাই, বিক্রির উপর কমিশন আছে আমার। না বিক্রি করতে পারলে আম কেন, আমলকীও খেতে পারব না।"

শ্রবণ হাসল। যতক্ষণ এই বারান্দায় থাকবে, হাবিজাবি কথা বলেই যাবেন লোকটি। ও উঠল। বলল, "আপনি বসুন। আমার কয়েকটা জরুরি ই-মেল করার আছে, আমি ঘরে যাচ্ছি।"

"তা যান, তবে..." অয়নাঙ্ক হাসলেন, "এখানে আমার ফ্লাই অ্যাশ বিক্রি হচ্ছে না। আপনারাও রিসর্টের জন্য ওই কেল্লাটা পাবেন না।"

"মানে?" শ্রবণ চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল।

"আরে, কেল্লায় নাকি লক্ষ্মণ সেনের আমলের গুপ্তধন আছে। কেউ কি এই জিনিস হাতছাড়া করে? ওই ধ্বংসস্তূপের জন্য আপনারা খুব বেশি হলে এক

www.monersathe.com

কোটি টাকা দেবেন। কিন্তু ওখানে এমন গুপ্তধন আছে, যার দাম কোটি-কোটি টাকা। ফলে ভুলে যান ওসব রিসর্ট-ফিসর্ট।"

"কী বলছেন কী? গুপ্তধন?" শ্রবণ হাসল, "অমন সব পুরনো কেল্লার সঙ্গেই একটা না-একটা লেজেন্ড-এর লেজ থাকে। তা বলে সত্যি নাকি?"

"জানি না মশাই। শুনলাম, ওই কেল্লাটা কেনার জন্য সামনের সপ্তাহে বিদেশি এক কোম্পানি অনেক টাকার অফার নিয়ে আসছে। ওরাও ফ্যামিলি ডেস্টিনেশন বা রিসর্টই বানাবে। তাই বলছি, ফালতু চেষ্টা করছেন আপনি।"

শ্রবণ আর কথা বাড়াল না। নিজের ঘরে চলে এল। লোকটার সামনে কোনওরকম উত্তেজনা দেখানো ঠিক হবে না।

পুনিত একটা কালো ব্যাগ খুলে তার ভিতরে রাখা চারপেয়ে একটা যন্ত্র পরিষ্কার করছিল। শ্রবণকে দেখে বলল, "ডেটনেটরটার চার্জ কমে যাচ্ছে। ব্যাটারিটা খুলে রাখব?"

শ্রবণ বিরক্তির সঙ্গে বলল, "দিনের বেলায় এসব দোকানপাট খুলে বসেছ কেন? বন্ধ করো বলছি। তোমার কি বুদ্ধি হবে না কোনওদিন?"

পুনিত থতমত খেয়ে কালো ব্যাগটার ডালাটা বন্ধ করে দিল। বলল, "এখানে বসেই শুনছিলাম, ওই মোটা আম-খাওয়া লোকটা তোমার সঙ্গে বকবক করছিল। কী বলছিল কী?"

শ্রবণ বলল, "যা বলছিল তা যথেষ্ট চিন্তার। লোকটা বলছিল, কেল্লায় গুপ্তধনের কথা।"

"মানে?" পুনিত প্রায় লাফ দিয়ে উঠল।

"মানেটা কি ডিকশনারি খুলে বোঝাব? কেল্লায় যে লক্ষ্মণ সেনের গুপ্তধন আছে, ব্যাটা সেটা জানে।"

"তো? এখন কী হবে?" পুনিত ঠোঁট চাটল কয়েকবার। চোখ পিটপিট করল। তারপর বলল, "ব্যাটাকে চুপ করিয়ে দেব জন্মের মতো?"

"আঃ, আবার বোকার মতো কথা?" শ্রবণ বিরক্ত হল, "কথাটা নাকি অনেকেই জানে। তুমি কি সকলকে চুপ করাবে নাকি? সব সময় গা-জোয়ারি না করলে হয় না তোমার? আশ্চর্য।! তবে একটা নতুন খবর দিল। সেটাই আসল চিন্তার।"

www.monersathe.com

"কী খবর?"পুনিতের মোটা শরীরটা ঘামছে টেনশনে।

"সামনের সপ্তাহে বিদেশি কোম্পানির লোকজন পাথরগড় কিনে রিসর্ট বানাবে বলে এখানে আসছে। আমরা যে ছদ্মপরিচয় নিয়েছি, সেটা নিয়েই সত্যি লোকজন আসছে।"

"কিন্তু তোমার ওই বিদেশি এজেন্ট ভদ্রলোক তো এ ব্যাপারে কিচ্ছু বলল না।"

"আরে, সে আমাদের থেকে জিনিস কিনবে। তার জন্য যা টাকা দেওয়ার সেটা দেবে। সারা পৃথিবীতে কোন কোম্পানি কোথায় কী করছে তার হিসেব নিতে লোকটার বয়ে গিয়েছে। সে টাকাও দেবে আবার টেনশনও নেবে, হয় নাকি?"

"তা হলে?" পুনিতের চোখ গোল হয়ে উঠল, "আর হরিধন রায়চৌধুরীও তো সেদিন কিছু বলতে পারলেন না। এখন কী হবে?"

শ্রবণ ছোট্ট পদ্যটা বের করল আবার। ভাবল, স্যারের থেকে পুরোটা না জেনে অমন হঠকারীর মতো স্যারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। অবশ্য বেঁচে থাকলেও স্যার বলতেন কি না সন্দেহ।

হরিধনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে শ্রবণ, স্যারের, মানে সাত্যকি গুহর পরিচয়টাকেই অবলম্বন করেছিল।

হরিধনের বয়স হয়েছে এখন। প্রায় পঁচাত্তর। শরীরও ভাল নেই। শ্রবণ আগেই জানত যে, ভদ্রলোক হাইপারটেনশনের রুগি, মানসিক চাপ খুব একটা নিতে পারেন না।

বিকেলটা থম মেরে ছিল একদম। দূর থেকে কালো মেঘগুলো দঙ্গল বেঁধে আসছিল লখনসায়রের দিকে। শ্রবণ পুনিতকে নিয়ে যখন রায়চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছেছিল, হরিধন বাগানের পাশের বিশাল বারান্দাটায় বসে মোটা একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। শ্রবণকে দেখে বলেছিলেন, 'ও, আপনিই সকালে টেলিফোন করেছিলেন? ঠিক আছে। আসুন, স্টাডিতে গিয়ে বসি।"

স্টাডিতে যাওয়ার পথে বারান্দা ও বাগানে সাজানো খুব সুন্দর কিছু মূর্তি দেখেছিল শ্রবণ। হরিধন বলেছিলেন, এগুলো ওঁর ছোটকাকা স্বর্গীয় দুর্লভকান্তির তৈরি। উনি নামী ভাস্কর ছিলেন।

স্টাডিতে গিয়ে বসার আগে শ্রবণ খুব বিনীতভাবে ঝুঁকে প্রণাম করেছিল

www.monersathe.com

হরিধনকে। হরিধন সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন, "আরে-আরে, করেন কী? আপনি এভাবে...।"

শ্রবণ বলেছিল, "আপনি আমার স্যারের বন্ধু। আপনাকে প্রণাম করার অধিকার আমার আছে। স্যারের কাছে কত গল্প শুনেছি আপনার। মৃত্যুর আগে স্যার আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে যেন আমি সতর্ক ও সাহায্য করি।"

"সতর্ক?" হরিধনের ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল সামান্য।

"বলছি, তার আগে আমার পরিচয়টা ভাল করে দিই।" শ্রবণ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে হরিধনের সামনে ধরে আবার পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। চারদিকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক বস্তুর চুরি বেড়ে গিয়েছে, তাই আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়। স্যারের মৃত্যুর আগে আমাকে উনি বলেছিলেন যে, এই লখনসায়রের কেল্লায় নাকি গুপ্তধন আছে। গুপ্তধন মানে শুধু হিরে-জহরত নয়, তার চেয়েও দামি একটা জিনিস। আর তার সূত্র বা চাবিকাঠি নাকি আপনার কাছে আছে। আপনি জানেন কেল্লায় কোথায় সেটা আছে?"

"আমি?" হরিধনের গলাটা দুর্বল শুনিয়েছিল, "হ্যাঁ, সতু বলেছিল বটে যে, আমাদের এখানে যা আছে তাতে ডাকাত পড়ল বলে! কিন্তু আমি তো জানি না কিছু।"

শ্রবণ গুছিয়ে বসে বলেছিল, "লক্ষণ সেন নবদ্বীপ থেকে বখতিয়ার খলজির আক্রমণে পালিয়ে কয়েকটা জায়গা ঘুরে এই গঙ্গার পারে আপনার পূর্বপুরুষদের কাছে এসেছিলেন। এখানে আপনার পূর্বপুরুষরা তাঁকে আশ্রয় দেন। উনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছে খুব মূল্যবান কিছু গচ্ছিত রেখে যান। আর বলেন যে, সময় মতো ফিরে এসে নিয়ে যাবেন। সেটা বারোশো দুই খ্রিস্টাব্দ। তারপর আরও চার বছর বেঁচেছিলেন লক্ষ্মণ সেন। বারোশো ছ'য়ে তিনি মারা যান। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক উনি আর লখনসায়রে ফিরে আসেননি। আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাছে সেটা রয়ে যায়। এবং সেটা সুলতানি আমলে আর ইংরেজ আমলে যাতে শত্রুর খপ্পরে না পড়ে তার জন্য লুকিয়ে রাখা হয়।

"আপনার যখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, তখন আপনার ছোটকাকা

www.monersathe.com

দুর্লভকান্তি মূল্যবান জিনিসটি কেল্লার ভিতরে খুঁজে পান এবং বাড়ির কেউ যাতে লোভে পড়ে তা বিক্রি না করে দেন সেজন্য কেল্লার ভিতরেই অন্য এক জায়গায় তা পুঁতে রাখেন। আর, কোথায় রাখেন সেটা একটা পদ্যের মধ্যে সংকেত আকারে লিখে যান। স্যার এখানে আপনাদের পুরনো কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দুর্লভকান্তির ডায়েরি আর তার সঙ্গে ওই সংকেতও খুঁজে পান। আর সেটাই হয় কাল।"

"কাল? মানে?" হরিধন ঘামতে শুরু করেছিলেন।

"স্যারের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। বিষ প্রয়োগ হয়েছে। আর যারা করেছে তারা সেই ডায়েরি ও সংকেতটা হাতিয়ে নিয়েছে।"

"কী? সতুকে মেরে ফেলেছে!" হরিধন ঘামছিলেন খুব, মুখ-চোখ লাল হয়েছিল ওঁর।

"কিন্তু আমি যে জানলাম সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। হাইপ্রেশারের রুগি ছিল সতু। তো সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়নি?"

"এখনকার দিনে এমন অনেক বিষ পাওয়া যায় যা মৃত্যুকে হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল অ্যাটাক হিসেবে চালাতে পারে। আর সেই বিষ কাজ করার পর শরীরে তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তবে স্যার বুঝতে পেরেছিলেন যে, অমন কিছু একটা হতে পারে। তাই আমাকে ডেকে আপনাকে সতর্ক করার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, হরির কাছে এর সূত্র আছে।"

"কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না।" হরিধন যে খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন শ্রবণ বুঝেছিল।

ও বলেছিল, "ভাল করে মনে করে দেখুন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের ব্যাপার। দুর্লভকান্তি ওই সংকেত লেখার মাস দুয়েক পরেই মারা যান। তার আগে আপনাকে কিছু বলে গিয়েছিলেন? কোনও স্পেশ্যাল বা খুব সাধারণ কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন? মনে করুন।"

হরিধন টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল খেয়ে বলেছিলেন, "না, কিচ্ছু না। হ্যাঁ, ছোটকা আমাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কিছু তো দেননি।"

"ভাল করে ভেবে বলুন। কারণ, আমাদের কাছে খবর আছে যে, যারা স্যারকে মেরেছে তারা আপনাকেও চাপ দেবে। আপনার নাতি শান্টুকে তারা কিডন্যাপ করতে পারে।"

www.monersathe.com

"কিন্তু আমায়...আমায় কেন? শান্টু কী ক্ষতি করেছে তাদের?" হরিধন কাঁপছিলেন।

"যারা আসবে তারা রুথলেস। নিজেদের কাজ বাগাবার জন্য সব করতে পারে। স্যার আমাকে বলেছিলেন যে, এই সংকেতের ভিতরে নাকি আপনার নাম আছে। তাই আমাকে বলে দিন এইবেলা।"

"আরে, জানলে তো বলব।" হরিধন বিব্রত মুখে তকিয়েছিলেন শ্রবণের দিকে।

শ্রবণ বলেছিল, "ঠিক আছে, আপনি ভাবুন ভাল করে। আর আমাদের এই ভিজিটটা গোপন রাখবেন। কেউ জানতে চাইলে বলবেন যে, আমরা আপনাদের কেল্লাটা কিনে সেখানে রিসর্ট বানাতে চাই বলে এসেছি, কেমন?"

হরিধন "আচ্ছা," বলে মাথা নেড়েছিলেন। শ্রবণ বুঝেছিল যে, মানুষটা নড়ে গিয়েছেন খুব।

পুনিত নিজের বিছানা থেকে নেমে এসে শ্রবণের বিছানায় বসল, "তো, কী করবে এখন? দু'-একদিনের ভিতরেই তো তা হলে কাজ হাসিল করে পালাতে হবে। তুমি সংকেতটার কিছু উদ্ধার করতে পারলে?"

শ্রবণ জবাব না দিয়ে আবার সংকেতটা খুলল।

"পাথরে পাথর ঢাকা/ঘোরে ভাগ্যের চাকা
ঘোরে কাল-কণ্টক/সময়ই তো দর্শক
জ্যৈষ্ঠের মধ্যম/গৌতমে এক কম
পনেরোতে কম ছয়/সবুরে তো মেওয়া হয়
নয়তম রক্তিম/সূর্যটি পশ্চিম
শঙ্খের পেটে পা/আরও নয় নীচে হাঁট
সব চেতনার ধন/গদাধর ভগ্‌বন্
গদা শেষ চেতনা/না হলে তো পেত না
অবতার লিখে যায়/হরি ধন সামলায়
খুঁজে পেলে গড়তে/যাবে সব বর্তে
পাথরের কেল্লার/বেড়ে যাবে জেল্লা।"

www.monersathe.com

শ্রবণ নিজের মনেই বলল, "অনেকটাই পেয়েছি। কিন্তু সবটা নয়। যেমন কন্টক, চেতনা, অবতার আর হরিধন। হরিধনবাবু বলছেন উনি জানেন না। নাতির ভয় দেখালেও বলছেন, জানেন না। তা হলে কে জানে? হরিধনকে কী সামলাতে বলা হচ্ছে? আর-একটা জিনিস মিসিং মনে হচ্ছে। লক্ষণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন। বিষ্ণুর উপাসক। কিন্তু একটা জিনিস মিসিং। অঙ্কটা হয়ে-হয়েও যেন মিলছে না।"

পুনিত বলল, "তুমিও পারছ না?"

"না, পারছি না। তবে পারতে হবেই। অনেক টাকার ব্যাপার। অনেক টাকা।"

পুনিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল, "ও হরি, আমি ভাবলাম হয়ে যাবে সহজে।"

"কী বললে?" শ্রবণ চট করে উঠে দাঁড়াল।

"আমি আবার কী বললাম?" পুনিত ঘাবড়ে গেল।

"বৈষ্ণব। বিষ্ণু। বিষ্ণুর উপাসক।" শ্রবণ একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?" পুনিত জিজ্ঞেস করল।

"তুমি আম খাও?" শ্রবণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল পুনিতকে।

"আম?" পুনিত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, এখানকার আম খুব বিখ্যাত।"

"কিন্তু আমার ভাল লাগে না।" পুনিত নাক কোঁচকাল।

"তবু গিয়ে খাও। আমাকে একা থাকতে দাও একটু। একা থাকা খুব দরকার এখন।"

॥ ৬ ॥

অত্রি খেলতে পারবে না, তবু ওকে নিল না টিমে? স্কুলে আসার পর থেকেই শান্টুর মাথাটা গরম হয়েছিল। ও তাই সোজা গিয়েছিল ইহিতের কাছে। ইহিত ওদের ক্লাস টিমের ক্যাপ্টেন। ভাল ব্যাট করে।

স্কুল কম্পাউন্ডে যে বড় দেবদারু বীথিটা রয়েছে তার নীচে দাঁড়িয়ে ইহিত তখন গল্প করছিল দ্বৈপায়নের সঙ্গে।

www.monersathe.com

শান্টু গিয়ে ইহিতের জামার পিছনটা টেনে বলেছিল, "কী রে ইহিত, আমি টিমে নেই কেন রে?"

ইহিত ওর দিকে ঘুরে বলেছিল, "দ্যাখ সায়ন্ত, তোর ক্রিকেটটা ঠিক আসে না। তাই টিমে নেই।"

"জানিস না আমার হাতের টিপ খুব ভাল। আর আমার ক্রিকেট আসে না?" শান্টু এমন অবাক মুগ্ধ করে তাকিয়েছিল যেন সচিন ব্যাটিং ঠিক পারে না এমন কথা বলে ফেলেছে ইহিত।

এবার ইহিত কিছু বলার আগেই দ্বৈপায়ন শুরু করেছিল, "আরে, ইহিত তো ভাল করে বলছে। আসলে তুই ব্যাটের সোজা-উলটো বুঝিস না। বল গোল না তিন কোনা, জানিস? আর ফিল্ডিং? সে তো ফুটো কোম্পানি! তুই খেলবি কী রে? আর টিপ ভাল তো আম পাড় গিয়ে। তোদের তো বড় আমের বাগান রয়েছে। যা সেখানে।"

"তবে রে.....।" শান্টু প্রায় লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিল দ্বৈপায়নের গায়ে, কিন্তু পারেনি। পিছন থেকে একটা সবল হাত ওকে ধরে ফেলেছিল।

"কে রে?" শান্টু রাগের চোটে ঘুরেই বাংলাস্যারকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

বাংলাস্যার ভূষণবাবু ইয়া লম্বা-চওড়া। পাঁকানো গোঁফ। টিফিনে কুড়িটা রুটি আর চারটে ডিম সেদ্ধ খান। টুয়েলভের ছেলেদের পর্যন্ত এক হাতে মাটি থেকে তুলে ফেলেন।

ভূষণবাবু ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "আমি। কেন?"

শান্টু গজগজ করতে-করতে বলেছিল, "স্যার, ওই দ্বৈপায়ন আমাকে যা-তা বলেছে।"

"বেশ করেছে!" ভূষণবাবু হুঙ্কার দিলেন, "যা, ক্লাসে যা। মারামারি ছাড়া আর কিছু পারিস?"

শান্টু মাথা নামিয়ে ক্লাসের দিকে হাঁটা দিল। তবে যেতে-যেতে একবার আড় চোখে দ্বৈপায়নকে দেখে ভাবল, আমি না খেললে তুই কী করে খেলিস আমি দেখব।

দ্বৈপায়নরা প্রথমে ব্যাট করল। পনেরো ওভারে ছ'উইকেট জলাঞ্জলি দিয়ে ওরা একশো আট রান করল, তাতে দ্বৈপায়ন একাই পঁয়তাল্লিশ। কলার তুলে

www.monersathe.com

মাঠ থেকে বেরোতে-বেরোতে দ্বৈপায়ন শান্টুর সামনে বলল, "দেখলি তো, একেই বলে ক্রিকেট! বানান কর তো!'

বানান? তক্কে-তক্কে ছিল শান্টু। ওদের টিম ব্যাট করতে নামার সময় শান্টু ভাবছিল কীভাবে দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়া যায়। কিন্তু দ্বৈপায়ন ক্যাপ্টেন, সব সময় বোলারের কাছে মিড অন বা অফ, অথবা স্লিপে দাঁড়াচ্ছিল। নাগাল পাচ্ছিল না। তাই কীভাবে টাইট দেবে বুঝতে পারছিল না শান্টু। এদিকে ক্লাস সেভেনের ব্যাটসম্যানরা আয়ারাম-গয়ারামের মতো মিছিল করে যাচ্ছিল আর আসছিল। আর সেই দেখে দ্বৈপায়ন চিৎকার করে বলল, "কী রে, তোদের আজ শান্টু-এফেক্ট চলছে নাকি?"

শান্টু আর নিতে পারল না। ওদের প্লেয়ারদের জায়গা ছেড়ে গুটিগুটি এগিয়ে গেল বাউন্ডারি লাইনের দিকে। তারপর অপেক্ষায় রইল সুযোগের।

ধড়াধ্বড় সাত উইকেট পড়ে গেলেও ইহিত নীল বলে একটা ছেলেকে নিয়ে পালটা মার শুরু করল তারপর। ফ্লিক করে দু'রান। পুলে তিন। স্কোয়ার কাট-এ চার। ক্রমশ রান বাড়ছিল। আর দ্বৈপায়ন টেনশনে ওদের টিমের প্লেয়ারদের উপর রাগারাগি শুরু করে দিল। বলল, জোরে বল, আরও জোরে বল করতে।

খেলা যত গড়াচ্ছিল, টেনশনও বাড়ছিল। কিন্তু শান্টুর সুযোগ আসছিল না কিছুতেই। ও ভাবছিল, তবে কি সুযোগ আসবে না? তবে কি দ্বৈপায়ন শয়তানি করেও পার পেয়ে যাবে? আর ঠিক তখনই হঠাৎ সুযোগটা এল।

দশম ওভারের দ্বিতীয় বলটায় ইহিত ফ্রন্টফুটে গিয়ে মিড অফ আর এক্সট্রা কভারের ভিতর দিয়ে মাখনের মতো ড্রাইভ মারল। বলটা ব্যাটে লাগামাত্র বিদ্যুৎগতিতে মিড অফে দাঁড়ানো দ্বৈপায়নকে ফাঁকি দিয়ে ছুটছিল বাউন্ডারির দিকে। বলের পিছনে ছুটছিল দ্বৈপায়ন।

এই সুযোগটাই খুঁজছিল শান্টু। ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে বলটা কুড়োতে যেতেই শান্টু লাফিয়ে, ওই ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তুলে নিল বলটা। তারপর হাতে নাচিয়ে খিকখিক করে হেসে দ্বৈপায়নকে বলল, "কী রে? আয়, বল নিবি আয়।"

"দে বলটা।" খুব বিরক্ত হয়ে বলল দ্বৈপায়ন।

"হিম্মত থাকলে আমার হাত থেকে নে।" শান্টু ভুরু কুঁচকে বলল।

www.monersathe.com

"তবে রে...!" দ্বৈপায়ন দৌড়ে এল শান্টুর দিকে।

ঠিক সেই সুযোগেই শান্টু আচমকা গায়ের জোরে ডিউস বলটা ছুঁড়ে মারল দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করে। বলল, "নে, ধর।"

দ্বৈপায়ন এটা আশা করেনি। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখল যে, একটা লাল বল খুব কাছ থেকে ধাঁ করে আসছে ওর দিকে। না, নিজেকে সরাতে পারল না দ্বৈপায়ন। শুধু দু'টো হাত দিয়ে আড়াল করল মুখটা। বলটা শাঁই করে গিয়ে আছড়ে পড়ল দ্বৈপায়নের মাথায়।

"ওরে বাবা রে, আমায় মেরে ফেলল রে। ও মা গো। বাঁচাও।" দ্বৈপায়ন চিৎকার করে মাথা চেপে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল মাটিতে। আশপাশ থেকে সবাই দৌড়ে এল।

গেমসটিচার হাতের বেতটা উঁচিয়ে, "ফাউল, ফাউল, সরি হিট উইকেট, এল বি।" চিৎকার করতে-করতে দৌড়ে এলেন ওদের কাছে। খেলা দেখতে-আসা ভূষণবাবু ঘটোৎকচের মতো লাফিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরতে গেলেন শান্টুকে। আর এসবের মাঝে শান্টু বেগতিক দেখে স্যারের পায়ের ফাঁক গলে, ছাত্রদের মাথা টপকে, স্কুলের ছোট্ট পাঁচিল পেরিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল সবুজ সাইকেলে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে চোঁ-চাঁ চালিয়ে দিল সামনে।

ওর ভয় করছিল। ছোড়ার সময় অত ভাবেনি। কিন্তু তারপর ভেবেছিল, অমন ইটের মতো একটা বল লাগলে যদি মাথা ফেটে যায়? যদি দ্বৈপায়ন জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। সেই জ্ঞান যদি আর না ফেরে? তা হলে? তা হলে কী হবে? স্কুল আর বাড়ি, দু'জায়গা থেকেই তো ওকে উচ্ছেদ হতে হবে।

সেই পালিয়ে এসে এই কেল্লার দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে তখন থেকে গাবদুকে নিয়ে বসে আছে শান্টু। আর যত সময় যাচ্ছে, তত ভয় বাড়ছে শান্টুর। কে জানে এতক্ষণে কী হয়েছে! দ্বৈপায়ন ঠিক আছে তো?

ঠিক তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল শান্টুর। দু'জন লোক কেল্লায় ঢোকার ইটের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে কিছু নেই, কিন্তু অন্যজনের হাতে একটা ঢাউস ব্যাগ। নিমেষে চিনতে পারল শান্টু। আরে, সেই দুই মক্কেল না? এত বড় একটা ব্যাগ নিয়ে এখানে কী করছে? শান্টুর মনে হল, দু'জনের চালচলন যথেষ্ট সন্দেহজনক। কী চায় ওরা? এমন চোরের মতো চারদিক দেখে, এত সাবধানে কেন ঢুকল কেল্লায়? শান্টু চট করে উঠে

www.monersathe.com

সাইকেলটা ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে শুইয়ে নিজেও গাবদুকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। শান্টুর মনে হল, দেখতে হবে, ভাল করে দেখতে হবে এই দু'জন কী চায় এখানে?

॥ ৭ ॥

বিকেল পাঁচটায়ও যখন শান্টু বাড়ি ফিরল না, তখন সকলের চিন্তা শুরু হল। মা ফোন করলেন বাবাকে। সোনা সাইকেল নিয়ে আশপাশের বাড়ি আর মাঠগুলো খুঁজে এল। আর হরিধন পায়চারি করতে লাগলেন লম্বা টানা বারান্দাটায়। কোথায় গেল শান্টু?

সোনা খবর নিয়ে এল, স্কুলে গন্ডগোল হয়েছে একটা। দ্বৈপায়ন বলে একটা ছেলেকে ডিউস বল দিয়ে মেরে শান্টু পালিয়েছে।

"পালিয়েছে?" হরিধন অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না।"

"জানে না মানে?" পিছন থেকে বলে উঠলেন শান্টুর বাবা সুশ্রুত।

"পিসেমশাই, তুমি অফিস থেকে এসে গিয়েছ?" সোনা পিছন ঘুরল।

"কিন্তু শান্টু কই? কোনও খবর পেলি না?" সুশ্রুতের মুখে গভীর চিন্তা। ছেলেটা যে ভারী দুষ্টু।

"স্কুলের তো কেউ কিছু বলতে পারল না। তা ছাড়া তমো সেদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিল বলে জ্বরে পড়ে আছে। স্কুলে যেতে পারছে না কয়েকদিন।"

"এদিকে তোর পিসি তো কান্নাকাটি শুরু করেছে।" সুশ্রুত বারান্দার চেয়ারে বসে পড়লেন।

"তা হলে উপায়?" হরিধন মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন, "আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে। ওই শ্রবণ বলেছিল আমায়। কতবার তোদের বলি, ছেলেটাকে চোখে-চোখে রাখ। তোরা শুনিস আমার কথা? না হয় একটু দুষ্টুই, তা বলে এমন অবহেলা করতে হবে?"

সুশ্রুত উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বলছ তুমি? শ্রবণ কে?"

www.monersathe.com

হরিধন মাথা নিচু করে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন।

"কী হল বাবা, বলছ না কেন? শ্রবণ কে? কী বলেছিল তোমায়?"

"সে অনেক কথা।" হরিধন চশমাটা পরলেন আবার, "বলছি, তার আগে সোনা, একবার তমোর বাড়িতে ফোন কর তো। দ্যাখ তো, ও জানে কি না শান্টু কোথায় যেতে পারে? এক্ষুনি খবর নে।"

সোনা পকেট থেকে মোবাইল বের করে তমোর বাড়ির নম্বর ডায়াল করল, "হ্যালো কাকিমা, আমি শান্টুর দাদা সোনা বলছি। তমো কেমন আছে? শুনেছিলাম জ্বর হয়েছে? ও, আর জ্বর নেই? বাঃ! একটু দেবেন প্লিজ। খুব দরকার। শান্টুকে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কে তমো? আচ্ছা, শান্টু কোথায় যেতে পারে বল তো? কোথায়? কেল্লায়? সে কী? তোরা কেল্লায় যাস নাকি? তুই শিওর? আচ্ছা, ঠিক আছে, তুই রেস্ট নে। আমি দেখছি।"

সোনা বলল, "পিসেমশাই, ও পাথরগড়ে মানে কেল্লায় থাকতে পারে।"

"কেল্লায়?" সুশ্রুত অবাক হলেন, "ওটা তো সাপখোপের জায়গা। ওখানে যায় নাকি ও?" তারপর হরিধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী সর্বনাশা ছেলে দেখেছ? আর তুমি কী বলছিলে বলো তো চটপট। শ্রবণ কে?"

হরিধন সময় নিলেন কয়েক সেকেন্ড, তারপর যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বললেন, সাত্যকি গুহ, শ্রবণ, গুপ্তধন, সংকেত, কেল্লা আর শান্টুর বিপদের কথা।

সুশ্রুত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিক, তারপর বললেন, "এসব তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আমায় বলবে তো! ব্যাপারটা এত দূর বাড়তই না।"

"মানে?" হরিধন অবাক হলেন।

"মানে?" সুশ্রুত দ্রুত মোবাইল বের করে একটা নম্বর ডায়াল করতে-করতে বললেন, "আমাকে একজন এমন আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, এখনই কাউকে না জানাতে। উনি পুলিশের লোক। থানায় ওসি'র সামনে আমাদের কথা হয়েছিল। বলেছিলেন, সামান্য এদিক-ওদিক হলেই যেন ওঁকে খবর দিই। তুমি শ্রবণের কথা আমাকে প্রথমে বললে এত টেনশন এখন করতেই হত না।"

www.monersathe.com

হরিধন কাঁপা গলায় বললেন, "কিন্তু দ্যাখ, আমি কিচ্ছু জানি না, আর আমারই এই বিপত্তি? এখন কী হবে বল তো?"

সুশ্রুত লাইনটা পেয়ে হাত দিয়ে হরিধনকে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন, তারপর বললেন, "হ্যালো, আমি সুশ্রুত রায়চৌধুরী বলছি। উনি আছেন? আচ্ছা, আচ্ছা, ধরছি।"

তারপর মোবাইলটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে হরিধনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, "থানাতেই আছেন। মোবাইলটা রেখে পাশের ঘরে গিয়েছেন।"

হরিধন কিছু বলার আগেই সুশ্রুত আবার মোবাইলে কথা শুরু করলেন, "হ্যালো, আমি সুশ্রুত বলছি। একটা সমস্যা হয়েছে। শান্টু, মানে আমার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গেস করছি, কেল্লায় গিয়েছে। তা যদি একবার...। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা বেরোচ্ছি। আপনারা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছেন? গুড? আর ইয়ে...কোনও সমস্যা, মানে রিস্ক নেই তো? ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, আমরা এক্ষুনি বেরোচ্ছি।"

মোবাইলটা রেখে সুশ্রুত বললেন, "চল সোনা, আর মালিকেও খবর দে। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কী হয়েছে?" হরিধন জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার শ্রবণ বাবাজি একটা যন্ত্র। ক্রিমিন্যাল। তোমাকে কি ও পুলিশ হিসেবে নিজের আই-কার্ড দেখিয়েছে?"

"আমাকে? হ্যাঁ, মানে...অবিশ্বাস করার তো কারণ দেখিনি। তার উপর সতুর ছাত্র বলল। আমি কী করে বুঝব বল তো?"

"সেই সুযোগটাই তো নিয়েছে। তোমাকে চাপ দিয়ে কথা বের করতে না পেরে হয়তো এখন শান্টুকে...।"

"বাজে কথা ভাবিস না!" হরিধন বললেন, "তা তুই কাকে ফোন করলি? তোকে কে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন?"

"ডাকাতদাদুর মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় তা পুলিশ বুঝতে পেরে একজন অফিসারকে এখানে পাঠিয়েছে। উনি দেখা করেছেন আমার সঙ্গে। তবে এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে ভাবেননি।"

"কে অফিসার? কী নাম?"

সুশ্রুত দরজার দিকে যেতে বললেন, "রায়, অয়নাঙ্ক রায়।"

www.monersathe.com

॥ ৮ ॥

"পুরনো দিনের কেল্লা, তা এখনও এমন ভাল অবস্থায় আছে কী করে? এর তো মাটিতে মিশে যাবার কথা?"

পুনিতের প্রশ্নে শ্রবণ হাসল। কথাটা ওরও মনে হত, যদি না সাত্যকিস্যারের থেকে পুরোটা জানত।

ও বলল, "আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত কেল্লাটার রক্ষণাবেক্ষণ ভালই হত। তারপর থেকে এর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রায়চৌধুরীদের অবস্থা পড়ে যায়। টাকার অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা আর সম্ভব হয় না। তাই এই অবস্থা।"

পুনিত আর প্রশ্ন না করে চারদিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "তা এখন খোঁজ শুরু করবে নাকি? চারদিকে তো কেউ নেই দেখছি।"

শ্রবণ বলল, "হ্যাঁ, এখনি করব।"

পুনিত কালো ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, "কিন্তু একটা কথা। তুমি শিওর যে, সংকেত উদ্ধার করেছ? আমার তো মনে হয় বুড়োটা সব জানে। হরিধনকে ভাল করে চেপে ধরলে ঠিক বলে দিত কোথায় গুপ্তধন লুকিয়েছে! তুমি একদিন গিয়ে কেমন যেন পাত্তা মেরে গেলে।"

শ্রবণ হাসল, "আরে বলছি তো পেয়ে যাব। সেদিন কেল্লায় এসে একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা তখন বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। আর শেষ সূত্রটা তো তুমিই দিয়েছ।"

"আমিই?" পুনিত থতমত খেল।

শ্রবণ হাসল শুধু। সাত্যকি গুহ খুব ভালবাসতেন শ্রবণকে। কিন্তু এই ব্যাপারটায় কিছুতেই সাহায্য করেননি। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রবণের লোভ আছে। কিন্তু পারলেন কি আটকাতে? না, পারেননি। কেউ পারবে না। আজ গুপ্তধন তুলে নিয়ে এখান থেকে চম্পট দেবে ও। কেউ ওর টিকির নাগালটাও পাবে না। তবে যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। ইটের তোরণটা পার হয়ে ওরা কেল্লার ভিতর ঢুকে পড়ল।

বিকেলের সূর্য ক্রমশ কমলা হচ্ছে এখন। নদীর পার ঘেঁষে নানারকম পাখিরা ওড়াউড়ি করছে। ওপারে ইটভাঁটার লম্বা চিমনিগুলোকে পাতাবিহীন

www.monersathe.com

তালগাছের মতো লাগছে। আর এসবের মধ্যে ঘোলাটে জল নিয়ে নদী ধীরে-ধীরে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। শ্রবণের খুব অদ্ভুত লাগল। এতদিন ধরে একটা ভাঙা কেল্লায় এমন সম্পদ পড়ে রইল আর কেউ তা জানল না? এসব কি তা হলে শ্রবণের জন্যই ছিল? ওই কি তা হলে এর যোগ্য উত্তরাধিকার?

"এবার?" কেল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল পুনিত।

শ্রবণ চোয়াল শক্ত করে বলল, "এবার ম্যাজিক। ক'টা বাজে?"

"এখন?" পুনিত শ্রবণের গলা শুনে ঘাবড়ে গেল, "পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। কেন?"

"আর দশ মিনিট।" শ্রবণ বলল।

"কী দশ মিনিট? একটু খুলে বলবে?" পুনিত কাতর গলায় বলল।

"বলছি," শ্রবণ হাসল, "এবার বলার সময় এসেছে। শোনো।"

পুনিত আগ্রহ নিয়ে চোখ গোল করে তাকাল শ্রবণের দিকে।

শ্রবণ বলল, "সংকেতের প্রথম পাঁচটা লাইন দ্যাখো :

"পাথরে পাথর ঢাকা/ঘোরে ভাগ্যের চাকা
ঘোরে কাল, কণ্টক/সময়ই তো দর্শক
জ্যৈষ্ঠের মধ্যম/গৌতমে এক কম
পনেরোতে কম ছয়/সবুরে তো মেওয়া হয়
নয়তম রক্তিম/সূর্যটি পশ্চিম"

আমার ধারণা পাথরের তলায় অর্থাৎ কেল্লার পাথরের তলায় ঢেকে রাখা আছে আরও এক পাথর, যা পেলে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। তারপরের লাইন দ্যাখো, 'ঘোরে কাল'। কাল মানে সময়, মানে টাইম। 'কণ্টক' মানে কাঁটা। ঘণ্টাঘরের মাথায় বসানো পাথরের পুরনো সূর্য ডায়াল দেখেছ তো? ওর সময়-চিহ্নগুলো কণ্টক বা কাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচা। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। 'গৌতমে এক কম'। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মধ্যম' অর্থাৎ মাঝে গৌতম-এর মানে? এখানে গৌতম মানে বুদ্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা। কাল বুদ্ধপূর্ণিমা। মানে আজ বুদ্ধপূর্ণিমার থেকে একদিন কম। পনেরোতে কম ছয় অর্থাৎ ছ'টা বাজতে পনেরো মিনিট হতে হবে। কখন হবে? না, সূর্যটি পশ্চিম। অর্থাৎ বিকেল পৌনে ছ'টায়। সকালে তো আর সূর্য পশ্চিমে

www.monersathe.com

থাকে না। সেই সময় সূর্যের আলোয় ঘড়ির নবম কাঁটার ছায়া কেল্লার কোথায় পড়ছে সেটা দ্যাখো।"

"ওরে বাবা," পুনিত গলায় সোনার চেনটা ঘোরাল। বলল, "তা কোথায় পড়ছে ছায়া?"

"ওইখানে।" শ্রবণ একবার ঘড়িটা দেখে উঁচু ঘণ্টাঘরের দিকে তাকাল। তারপর ঘণ্টাঘরের মাথার সান ডায়ালটা দেখিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে নির্দেশ করল কেল্লার মধ্যে চাতালটার একটা কোনায়। তারপর দ্রুত সেই দিকে এগোতে-এগোতে বলল, "কাম অন কুইক। ব্যাগটা নিয়ে ফলো করো আমায়।"

শ্রবণ, যেখানে কাঁটার ছায়াটা পড়েছে সেখানকার জমে থাকা মাটি পা দিয়ে সরাতে লাগল। বলল, "সরাও, পাথরের উপর জমে থাকা মাটি সরাও তাড়াতাড়ি। এখানে দ্বিতীয় চিহ্ন আছে।"

পুনিত ব্যাগ থেকে ছোট বৈদ্যুতিন পাখার মতো যন্ত্র বের করল। তারপর নিমেষে ভিতরে জমে থাকা মাটি সরিয়ে দিল। শ্রবণ ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখে চিৎকার করে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি। এই দ্যাখো শঙ্খ। 'শঙ্খের পেটে পা' অর্থাৎ শঙ্খের পেটের থেকে 'আরও নয় নীচে হাঁট।' মানে ন' পা নীচে হাঁটতে হবে।

"পা মানে? কার পা? এক-একজনের পা তো এক-এক মাপের?" পুনিত জিজ্ঞেস করল।

"ওঃ! এই পা সেই মানুষের পা নয়। এটা 'ফুট'। এই শঙ্খের পেটের থেকে নীচে, মানে যে-কোনও ম্যাপের নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ন' ফিট যেতে হবে। তুমি টেপটা বের করো।"

পুনিত দ্রুত ন' ফিট মেপে জায়গাটায় দাগ দিল। তারপর আবার বৈদ্যুতিন পাখার মতো যন্ত্রটা দিয়ে সরিয়ে দিল পাথরের উপর জমে থাকা মাটি। শ্রবণ হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "এই যে গদা, 'সব চেতনার ধন/গদাধর ভগ্‌বন্‌।' দ্যাখো, গদার হাতলের শেষে 'গদা শেষ চেতনা' চেতনা বা বোধি। এই যে গদার নীচে বোধিবৃক্ষের ছবি পাথরের উপর। আর তার তলায় এই যে পুনিত, তোমার আবিষ্কার।"

"আ-আমার?" পুনিত ঘোলাটে চোখে তাকাল, "মানে?"

"মানে, আমি মূর্খ ছিলাম। বোকার মতো হরিধনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কারণ, ওটা হরিধন রায়চৌধুরী নন। ওটা 'হরি ধন সামলায়।' তুমি সেদিন

www.monersathe.com

'ও হরি' বলামাত্র আমি বুঝেছিলাম ব্যাপারটা। 'হরি' আর 'ধন-এর মাঝের স্পেসটা, ফাঁকটা আমি লক্ষই করিনি। ওটা হরি, মানে পদ্ম। ওই দ্যাখো, পদচিহ্ন আঁকা একটা চৌকো পাথর। তার তলায় আছে গুপ্তধন। 'হরি ধন সামলায়'। আর ওই যে 'খুঁজে পেলে গড়তে' মানে, 'গড়' এখানে কেল্লা অর্থাৎ কেল্লায়। পদচিহ্ন আঁকা পাথরের তলায় আছে এমন এক সম্পদ যা পেলে 'পাথরের কেল্লার/বেড়ে যাবে জেল্লা।' বুঝেছ?"

পুনিত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শ্রবণের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কী আছে ভিতরে? তুমি তো সে বিষয়ে তেমন কিছু বলছ না? যখনই জিজ্ঞেস করেছি 'পরে বলব' বলে সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আজ বলতেই হবে তোমায়।"

শ্রবণ হাসল, "দুর্লভকান্তি ছিলেন দক্ষ ভাস্কর। পাথর কেটে মূর্তি বানাতে পারতেন। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে ওঁর বানানো অনেক মূর্তি রয়েছে। আর উনি ছিলেন বৈষ্ণব। অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন বৈষ্ণব। ওঁর বাবা ও ঠাকুরদা শৈব হলেও লক্ষণ সেন নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। আর মাথা দ্যাখো দুর্লভকান্তির, বিষ্ণুর চারটি বস্তু কীভাবে ব্যবহার করেছেন সংকেতে।"

"মানে? কোন চারটি বস্তু?"

"চাকা বা চক্র, শঙ্খ, গদা আর হরি বা পদ্ম। বিষ্ণুর সর্বক্ষণের সঙ্গী ওরা।"

"কিন্তু সেসব তো হল। গুপ্তধন, গুপ্তধন যে বলছ, সেটা কী বস্তু?"

শ্রবণ বলল, "তোমার যন্ত্রটা ওই পদ্মচিহ্ন আঁকা পাথরের উপর লাগিয়ে পাথরটা সরাবার ব্যবস্থা করো। আমি বলছি।"

পুনিত ব্যাগটা খুলে চারপেয়ে যন্ত্রটা বের করে পদ্মআঁকা পাথরে লাগিয়ে পাথরটার গায়ে লুডোর ছক্কার পাঁচ সংখ্যাটার মতো করে বিস্কুট রঙের সাবানের মতো জিনিস পাঁচ জায়গায় লাগিয়ে দিল। তারপর একটা মোটা রবারের শিট ঢেকে দিল তার উপর। আর সেই রবারের চাদরটার উপরে লাগিয়ে দিল একটা যন্ত্র।

"কাজ করবে তো?" শ্রবণের গলায় দ্বিধা, "পাথরটা ফাটবে তো? শব্দ হবে না তো?"

"হুঁঃ!" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল পুনিত, "ওই পাঁচটা সাবানের মতো জিনিস হল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। আর মোটা রবারটা হল বিশেষভাবে তৈরি সাইলেন্সর প্যাড। কোনও শব্দ হবে না। শুধু পাথরটা 'X'-এর মতো

www.monersathe.com

করে ফেটে যাবে। ওসব ভেবো না। পাথরের তলায় হিরে-জহরত আছে তো?"

"তার চেয়েও বেশি কিছু আছে।" শ্রবণ বলল, "বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপে এসে লক্ষণ সেনকে হটিয়ে দেওয়ার আগে উত্তর ভারত থেকে লুণ্ঠন করতে-করতে আসছিলেন। পথে ঔদান্তপুরায় একটা বৌদ্ধ বিহারকেও দুর্গ মনে করে ভুল করে আক্রমণ করে বসেন। সেখান থেকে দু'-চারজন বৌদ্ধভিক্ষু প্রাণ ও একটা ভীষণ গোপনীয় জিনিস নিয়ে পালিয়ে এসে লক্ষ্মণ সেনের কাছে ওঠেন। লক্ষ্মণ সেন অন্য কেউ হলে সাহায্য করতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু, বৈষ্ণবদের বিষ্ণুর দশ অবতার তত্ত্বের মতে গৌতম বুদ্ধ নবম অবতার। তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের লক্ষ্মণ সেন ফেরাবেন কী করে? ফেরাননি উনি। ওই ভিক্ষু মূল্যবান জিনিসটি লক্ষ্মণ সেনের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আর লক্ষ্মণ সেন খলজির আক্রমণে নিজেও যখন পালালেন, ওই মূল্যবান জিনিসটাকে হাতছাড়া করলেন না। তবে লখনসায়রে এসে এমন বেকায়দায় পড়লেন যে, জিনিসটা গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হলেন বা ভরসা করে রাখলেন। কারণ, এই রায়চৌধুরীরাও যুগ-যুগ ধরে বৈষ্ণব।"

"ধ্যাত! গুপ্তধন কী আছে বলো?"

"দুর্লভকান্তি সেটাই তো ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। নয়, মানে নবম অবতার, চেতনা, বোধিবৃক্ষের ছবি, বুদ্ধপূর্ণিমার সংকেত। আরে বাবা গৌতম বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিস আছে। উনি যে পাথরের পিঁড়ির উপর বসতেন, সেটা। 'পাথরে পাথর ঢাকা', পদ্মআঁকা পাথরের তলায় ঢাকা আছে অন্য পাথর, বুঝেছ? কয়েক শতাব্দী ধরে এটার একটা গল্প রূপকথার মতো ভেসে বেরিয়েছে। আজ সেটা আমাদের সামনে। পৃথিবীতে এর দাম বুঝতে পারছ? হিরে-জহরত এর কাছে লাগে?"

পুনিত হাঁ করে শুনল গোটাটা। তারপর আচমকা বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। পিছনে সরো, পিছনে সরো। পাথরটায় ফাটল ধরাতে হবে। এবার তা হলে...।"

পুনিত ব্যাগ থেকে গোল বলের মতো একটা জিনিস বের করে তাতে লাগানো বোতাম টিপতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে খয়েরি রঙের লোমশ কিছু একটা এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। আচমকা ধাক্কায় বলটা মাটিতে পড়ে গেল। পুনিতও উলটে পড়ল পাথরের উপর। আর

www.monersathe.com

দেখল, একটা কুকুর। কুকুর? কোত্থেকে এল? মাটি থেকে উঠতে যাবে কিন্তু তার আগে 'পুঁই-ই' করে শিস শুনল পুনিত, আর দেখল, কুকুরটা মাটিতে পড়ে থাকা বলটা তুলে নিমেষে দৌড়ে গেল দূরে একটা থামের আড়ালে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে, শ্রবণও কিছু বুঝতে পারল না। পরে হুঁশ ফেরায় কুকুরটার পিছনে দৌড়ল। পুনিতও পিছু নিল।

কিন্তু কই কুকুর? বলটাই বা কোথায়? ওটা ছাড়া তো পাথর ফাটানো যাবে না। ওটাই তো রিমোট। ওর দুটো বোতাম পরপর না টিপলে তো আর ফাটবে না পাথর। তা হলে উপায়? শ্রবণের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। কোথায় গেল বলটা?

"এই যে, এইখানে!" উপর থেকে আচমকা চিৎকারটা আসায় শ্রবণ ঘুরল। আরে, এ এখানে কী করছে? এ তো হরিধনের নাতি, শান্টু!

"দাও ওটা দাও বলছি।" শ্রবণ চিৎকার করল।

"দেব না। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তোমরা চোর। দেশের জিনিস বিক্রি করে দাও। এটা দেব না। এটা দিয়ে তুমি কী করবে আমি জানি। টিভিতে অনেক দেখেছি।"

"দাও শান্টু, নইলে...।" পুনিত বন্দুক বের করল।

"ধরতে পারলে কেড়ে নাও!" শান্টু কথা বলেই ছুট লাগাল।

পুনিত বন্দুক তুলল। কিন্তু তার আগেই শ্রবণ হাত দিয়ে বন্দুকটা নামিয়ে বলল, "পাগল তুমি? এখানে খুনখারাপি করবে? তাও একটা বাচ্চাকে? ধরো ওকে। চলো।"

মোটা পাঁচিলের উপর দিয়ে দৌড়তে লাগল শান্টু। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডান দিকে গঙ্গার বাঁধের দিকে পড়বে। ও দেখল, ওই দু'জনও তাড়া করেছে। শান্টু বুঝল এভাবে বেশিক্ষণ পারবে না। সামনে পাঁচিলটা ভেঙে ছোট হয়ে এসেছে। এর ডান দিকে ঘণ্টাঘর আর বাঁ দিকে বিরাট বটগাছ। এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে বেরোলে অনেকটা ঢালু হয়ে নীচে আরও একটা চাতাল। সেখান থেকে কেল্লার প্রধান তোরণ স্পষ্ট দেখা যায়।

শান্টু দৌড়তে-দৌড়তেই ভাবল, কী করবে? যুবক ছেলেটা যে গতিতে দৌড়চ্ছে তাতে ওকে এক মুহূর্তে ধরে ফেলবে। ওই ঢালু বেয়ে নীচে নেমে লাভ নেই। তার চেয়ে...। শান্টু চোয়াল শক্ত করল। উপায় একটাই। শান্টুর চেয়ে

www.monersathe.com

ওদের বলটা বেশি দরকার। তাই..., শান্টু আচমকা গোল রিমোটটা ছুড়ে দিল ঘণ্টাঘরের দিকে। তারপর নিজে স্লিপের মতো ঘষটে নেমে গেল চাতালে।

শ্রবণ আর পুনিত থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর ভাঙা পাঁচিল থেকে উঠে যাওয়া দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল ঘণ্টাঘরের দিকে। রিমোটটা নিতে হবে। নিতেই হবে।

চাতাল থেকে ওদের স্পষ্ট দেখল শান্টু। ওই ওরা উঠছে। ওই শ্রবণ উঠল প্রথমে, তারপর ওই উঠল পুনিত। আর...এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ!

"ওরে বাব্বা!"

দু' হাত তুলে লাফিয়ে উঠল শান্টু। জাস্ট পাঁচ সেকেন্ড, আর তার মধ্যেই লাল পিঁপড়েরা তাদের কেরামতি দেখাতে শুরু করল। ঘণ্টাঘরের মেঝের মাটিতে যে লক্ষ-লক্ষ লাল পিঁপড়েদের বাস! ও তো সেই জন্যেই বলটা ছুড়ে দিয়েছিল ঘণ্টাঘরের দিকে।

চাতালে দাঁড়িয়ে শান্টু দেখল, দু'জনে প্রচণ্ড লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, লাল পিঁপড়েরা দু'জনের হাঁটু অবধি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখনও তো দু'নম্বর দাওয়াই বাকি আছে। শান্টু একটা ইট তুলে নিল হাতে। তারপর নিখুঁত টিপে ছুড়ে মারল ঘণ্টাঘরের কোনায় ঝোলা ওই ভিমরুলের চাকে। বিঙ্গো! ভিমরুলের ফৌজ সেই আঘাতের উত্তরে বোঁ-বোঁ শব্দ করে বোমারু বিমানের মতো আক্রমণ করল শ্রবণদের।

শান্টু চাতাল থেকে দেখল, ঘণ্টাঘরের মধ্যে ওই দু'জন কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল ধপ করে।

"শান্টু," পিছন থেকে বাবার গলাটা চমকে দিল শান্টুকে। ও পিছনে ফিরল। দেখল, বাবা, সোনাদা, ঠাকুরদা, তমো, দ্বৈপায়ন, ইহিত, স্কুলের আরও ছেলেরা আর অনেক পুলিশ এসে পড়েছেন।

শান্টু চিৎকার করে উঠল, "ওই যে ওরা ওইখানে...ওই ঘণ্টাঘরে। তবে পালাতে পারবে না। পিঁপড়ে আর ভিমরুল একদম জব্দ করে দিয়েছে ওদের।"

পুলিশের মধ্যে থেকে সাধারণ জামা-প্যান্ট পরা একটা মানুষ বেরিয়ে এসে হাত রাখল শান্টুর কাঁধে। লোকটা বলল, "হ্যালো শান্টু, আমি অয়নাঙ্ক রায়। সরকারের পক্ষ থেকে তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্যই ওরা ধরা পড়ল। আর মূল্যবান প্রত্নতত্ত্বের জিনিস আমাদের দেশেই থাকল। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।"

www.monersathe.com

শান্টু কিছু বলার আগেই স্কুলের ছেলেরা এসে ঘিরে ধরল ওকে। নিমেষে কাঁধেও তুলে নিল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা দ্বৈপায়ন তো একদম 'থ্রি চিয়ার্স' পর্যন্ত বলে ফেলল।

পুলিশের লোকজন শ্রবণ আর পুনিতকে অচেতন অবস্থায় নামাল। পুলিশের লোকজন তারপর পাথর ভেঙে বের করল মলিন কাপড়ে জড়ানো একটা পাথরের চ্যাপটা পিঁড়ি। শান্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা কি সত্যি বুদ্ধদেবের পিঁড়ি?"

অয়নাঙ্ক বললেন, "কী জানি! সে তো বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলবেন। তবে খুব পুরনো যে তাতে সন্দেহ নেই। পিঁড়ি না হলেও এর গায়ে যেসব ছবি খোদাই করা রয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। সত্যি তুমি দারুণ কাজ করেছ শান্টু। তোমার জন্য এই শয়তান দু'টোও ধরা পড়ল।"

খবর পেয়ে লখনসায়র থেকে মানুষজনও আসতে শুরু করেছে এবার। বাবা আর ঠাকুরদা অয়নাঙ্কর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। বন্ধুরাও গোটা ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে। শান্টুর নিজেকে খুব একা মনে হল হঠাৎ। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না। মনে হল, ওদের কারও টিমেই ও নেই।

শান্টু গাবদুকে বগলদাবা করে ভাঙা পাঁচিল বেয়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল ঘণ্টাঘরের দেওয়ালের উপর। না, মাটিতে নামল না। পিঁপড়ে বা ভিমরুলকে বিরক্ত করল না ও। বরং তাকিয়ে রইল গঙ্গার দিকে। ওই পশ্চিম পারে সূর্য ক্রমশ গলে-গলে মিশে যাচ্ছে জলে। সেই দিকে তাকিয়ে রইল শান্টু।

সোনাদা নীচ থেকে দেখল। আর তার পাশ থেকে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, শান্টু এমন একটা কাজ একা করল কীভাবে বলো তো?"

সোনাদা হাসল। বলল, "একা কোথায়? শান্টু তো একা নয়। একা কিছু করেনি তো!"

"তা হলে?" দ্বৈপায়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সোনাদা বলল, "বগলে কুকুর, পায়ের কাছে পিঁপড়ে, মাথার উপর ভিমরুল। শান্টু একা কোথায় রে? ওই দ্যাখ শান্টু, আর ওই দ্যাখ শান্টুর টিম!

(লক্ষ্মণ সেন আর বখতিয়ার খলজি ছাড়া গল্পের পুরোটাই মনগড়া। কোনও মিল থাকলে তা কোইন্সিডেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। গৌতমবুদ্ধের পিঁড়ির ব্যাপারটাও কাল্পনিক।)

www.monersathe.com

স্যার রজার ডৌলারের মোতি

www.monersathe.com

বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের আবছা গলিতে ঢুকল রজত। দ্রুত হাঁটছে ও। যে করেই হোক, তাড়াতাড়ি হস্টেলে পৌঁছতে হবে ওকে। ও যে কী ভুল করেছে ওই লোকটাকে ছড়া আর পলাশির কথাটা বলে, সেটা এখন বুঝতে পারছে। না, টাকার বিনিময়ে ও ওই জিনিসটা লোকটার হাতে তুলে দিতে পারবে না। কিছুতেই না।

রজত হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কেউ কি আসছে পিছনে? ও পিছন ঘুরে দেখল একবার। না, কেউ তো নেই! শুনশান গলি। মাথার উপর রাতের আকাশ। তাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তারারা। আর একটুখানি, তারপরেই হস্টেল। রজত বুকপকেটে দেখে নিল, সেই কাগজটা ঠিক আছে কিনা। তারপর আরও জোরে পা চালাল। সামনে গলিটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। রজতের মনে হল, ও হয়তো বৃথাই ভয় পাচ্ছিল। লোকটাকে ও সংকেতের কাগজটা দিতে চায়নি মানে এই নয় যে, লোকটা ওর থেকে জোর করে ওটা নিয়ে নেবে। মনে মনে আবার সাহসটা ফিরে আসছে ওর।

সামনে গলিটা ফুরিয়ে আসছে। আবছা আলোয় বাঁকটা দেখতে পাচ্ছে রজত। ও ডানদিকে বাঁক নেবে এবার। তারপর আর একটু গেলেই... ধাপ। গলির বাঁকের মুখটায় ভোঁতা শব্দে মাথার পিছনে কী একটা এসে লাগল রজতের। নিমেষে সারা পৃথিবী দুলে উঠল ওর চোখের সামনে। পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। গলিটা ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসছে চোখের সামনে। যেন কেউ ধীরে-ধীরে পরদা টেনে দিচ্ছে দৃশ্যের উপর। আর তার ভিতরেও, জ্ঞান হারাতে-হারাতে রজত যেন দেখল, একজন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ঝুঁকে আসছে ওর সামনে। জ্ঞান হারানোর ঠিক আগে লম্বা রোগাটে লোকটাকে চিনতে পারল রজত। আবছা আলোয় লোকটার ধারালো হাসিটা চিনতে পারল। চোখ বুজে আসতে-আসতে ও বুঝল, লোকটার হাতটা পৌঁছে গিয়েছে ওর জামার বুকপকেটে।

www.monersathe.com

কয়েক মাস পর

"এক থেকে নয়ের মধ্যে একটা সংখ্যা ধর তো মহী," নতুন সিরিয়াস মুখ করে বলল।

"কেন? অঙ্ক করাবে নাকি? অঙ্ক আমার খুব বাজে লাগে," মহী তেতো মুখে উত্তর দিল।

"আঃ, শুধু বাজে কথা, যা বলছি ধর।"

মহী একটু চিন্তা করে বলল, "ধরলাম।"

"গুড", নতুন মাথা নাড়ল, "এবার এটাকে নয় দিয়ে গুণ কর।"

"গুণ? আচ্ছা করলাম।"

"যা উত্তর হল, সেটাকে নিজেদের মধ্যে যোগ করে দে। মানে উত্তর যদি চব্বিশ হয় তবে দুই আর চার যোগ কর। এমন আর কী, বুঝেছিস?"

মহী ওর চশমা ঠেলে তুলে বলল, "আচ্ছা করলাম। কিন্তু তুমি এসব কী করছ বলো তো? আমি কোন সংখ্যা ধরেছি, সেটা বলে দেবে তো?"

"না, আমি তোর মনের কথাটা জানব, বুঝলি? নে, এবার যা উত্তর হল, তার থেকে পাঁচ বিয়োগ কর," নতুন মহীর মুখের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো করে তাকাল।

"দিলাম। এবার?" মহীও নতুনের চোখে চোখ রাখল।

"ওর করেসপন্ডিং যে ইংরেজি অ্যালফাবেট হয়, তাই দিয়ে একটা দেশের নাম ভাব। মানে বিয়োগের উত্তর ছয় হলে ইংরেজি অক্ষর হবে এফ। এফ দিয়ে ফ্রান্স। তেমন তোর যা এসেছে তাই দিয়ে একটা দেশের নাম ভাব। ভেবেছিস?" নতুন জিজ্ঞেস করল।

"ইয়েস।" মহী মাথা নাড়ল।

"ওই দেশের নামের শেষ অক্ষরটা দিয়ে একটা প্রাণীর নাম আর প্রাণীর নামটার শেষ অক্ষর দিয়ে একটা ফলের নাম ভাব। বুঝলি?"

মহী বলল, "ওকে, ভেবেছি।"

নতুন হাসল, "আমি জানি তুই কোন দেশ, প্রাণী আর ফলের নাম ভেবেছিস।"

মহী অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল নতুনের দিকে, "পৃথিবীর এত দেশ, এত প্রাণী আর এত ফলের ভিতরে তুমি জানো আমি কী ভেবেছি?"

www.monersathe.com

"তুই ভেবেছিস, ডেনমার্ক, ক্যাঙ্গারু আর অরেঞ্জ। ঠিক কিনা?" নতুন হাসল।

কী বলবে! একদম থ মেরে গেল মহী। সত্যি এগুলোই তো ভেবেছিল ও! কী করে জানল নতুন?

মহী বলল, "তুমি জানলে কী করে?"

নতুন হাসল, "শব্দ নিয়ে খেলতে আমার ছোট থেকেই ভাল লাগে।"

মহী রমের দিকে তাকিয়ে বলল, "দা'ভাই দেখলি। নতুনদা শুধু গবেষকই নয়, ম্যাজিশিয়ানও কিন্তু।"

রম হেসে বলল, "ঠিক আছে, তুই ম্যাজিক দ্যাখ। আমি ভিতরে যাচ্ছি। দেখি, ছোট দাদু কী করছে।"

মহী কিছু বলল না। ওর দাদাটি যে এমনই একটু একাচোরা, সেটা ও জানে। কলকাতায় থাকলেও রম এমনই হয়ে থাকে। সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে বই মুখে বসে থাকে। এইবার এইচ এস দিয়েছে রম, আর মহী ক্লাস সেভেনে পড়ে। এখন সামার ভ্যাকেশন চলছে। ওরা দু'জনে মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে মামার বাড়ি পলাশিতে। অবশ্য শুধু বেড়াতেই নয়, বড় মামার ছেলের অন্নপ্রাশনও আছে, সেটাও এই সুযোগে সারা হয়ে যাবে।

মহী, রমের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ,তারপর নতুনকে বলল, "তুমি কিছু মনে কোরো না নতুনদা, আমার দাদাটা একটু অমন। তা এত অল্প বয়সে তুমি হঠাৎ ইতিহাসের মতো কঠিন ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছ কেন গো?"

নতুন হাসল,"অল্প বয়স কোথায়? আমি চব্বিশ। আর সিরাজ-উদ-দৌলার সময় নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে অনেকদিন ছিল আমার। এত অল্প সময় রাজত্ব করে কেউ অমন ইমপ্যাক্ট ফেলতে পারে, ভাবা যায়! আর তার উপর তোর বড় দাদু এত পণ্ডিত একজন মানুষ। ওঁর কাছ থেকে কত কিছু জানতেও পারছি।"

মহী নতুনের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির দিকে এগোল। বলল, "সে যাই বলো, হিস্ট্রি কিন্তু ভীষণ টাফ আর ভায়োলেন্ট। অত সাল, তারিখ, মারামারি, কাটাকাটি। এসব বাচ্চাদের পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

"কেন?" নতুন একটু অবাক হল।

www.monersathe.com

"কারণ, আমার মতো দুধের শিশুদের কি এসব পড়ানো উচিত? কোন রাজা কতজনকে খুন করে সিংহাসনে চড়ল, কোন বাদশা কত রাজ্য লুঠ করল, কে শ'য়ে-শ'য়ে বিয়ে করল, ছেলে বাবাকে মেরে রাজা হল, এমন সব হাজারটা খারাপ-খারাপ কাজ। এই অশোকের কথাই ধরো না।"

নতুন অবাক হল, "অশোক? কোন অশোক? সম্রাট অশোক? সে আবার কী করল?"

মহী উত্তেজিত হল, "আর কোন অশোক আছে হিস্ট্রিতে? আমি তো আর আমাদের মালিদা অশোকের কথা বলছি না।"

নতুন মাথা নাড়ল, "আহা, কী বলবি সেটা বল।"

"দ্যাখো, কেমন লোক! ভাইদের মেরে রাজা হল। তারপর কলিঙ্গের যুদ্ধে অত মানুষ মেরে দিল! আর সে কি না মহামতি?"

"আরে, সেই যুদ্ধের পরই তো তার ভয়াবহতায় তিনি চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হন।"

"ইইইঃ, খুব শখ, না?" মহী নতুনকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, "অত লোক যে মেরে ফেলল সেটা সকলে ভুলে গেল? আর আমি হেডস্যারের ক্লাসে বোর হচ্ছিলাম বলে পাশে বসা ঋদ্ধিমানের সঙ্গে পেন ফাইট করছিলাম। তাতে স্যার কী মারলেন আমায়! বাড়িতে চিঠি পর্যন্ত দিলেন। তারপরের দিন আমি একজন অন্ধকে রাস্তা পার করালাম। একটা ভিখিরিকে আমার টিফিন দিলাম। একটা কুকুরছানাকে গাড়ি চাপা পড়া থেকে বাঁচালাম। কিন্তু স্যার আমায় মাপ করলেন? আর অশোক? আমি যদি তাঁকে অনুসরণ করে হেডস্যারের বাড়ি আধলা ইট মারি, তবে? হিস্ট্রি বহুত ফালতু জিনিস।"

নতুন আবার হেসে বলল, "আচ্ছা তোকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। অনেক বেলা হয়েছে, যা স্নান করে নে।"

মহী বাড়ির ভিতরে ঢুকল। এই বাড়িটা বিশাল বড়। এটা নাকি মোহনলালের একটা প্রাসাদ ছিল একসময়। মোহনলাল মানে সিরাজ-উদ-দৌলার প্রধান দেওয়ান আর পলাশির যুদ্ধের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। কয়েক পুরুষ আগে সিংহরা এটা কেনে। তখন থেকে এটা সিংহদের আস্তানা। এখন মহীর দাদু বগলাপ্রসন্ন সিংহ, তাঁর দুই ছেলে, এক ছেলের বউ, নাতি, আর বড় দাদা

www.monersathe.com

দুর্গাপ্রসন্ন সিংহর সঙ্গে এখানে থাকেন। বগলাপ্রসন্নর স্ত্রী কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন।

বগলাপ্রসন্নর দাদা, দুর্গাপ্রসন্ন বা বড় দাদু বিয়ে করেননি। সারাজীবন ছাত্র পড়িয়েছেন বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে। তারপর রিটায়ার করে এসে উঠেছেন পলাশির এই পৈতৃক বাড়িতে। বড় দাদুর সেক্রেটারি আছে একজন, জনক রায়। বছর তিরিশেক বয়স। চুপচাপ মানুষ। আর এবার এসে মহী দেখছে এই নতুনকে। নতুনের ভাল নাম জন্মেঞ্জয় সেন। নতুন, সিরাজ-উদ-দৌলাকে নিয়ে গবেষণা করবে বলে রয়েছে এই বাড়িতে। আর মহীরা যে দু'দিন এসেছে, তাতেই নতুনের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে মহীর।

বাড়িটা এত বড় যে লোকজন, কাজের লোক মিলিয়ে গোটা কুড়ি জন থাকলেও মনে হয় যেন বড় টিনের কৌটোর কোনায় একটু মুড়ি পড়ে রয়েছে। বাড়িতে ঢুকে ছোট দাদুর ঘরের দিকে এগোল মহী।

ছোট দাদু লোকটা খুব ভাল, শান্ত, নিরীহ। মনে হয়, গঙ্গা মাটির তৈরি। মহীর দুষ্টু বলে একটু কুখ্যাতি আছে। তাই সকলের কাছে ও বকুনি খায়। কিন্তু একমাত্র দাদুরাই বিশেষ কিছু বলেন না।

আজ ছোট দাদু পড়ার ঘরে ডেস্কে বসে রয়েছেন। সামনে একটা বই খোলা। কিন্তু পড়ছেন না। বরং জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। মহীর কেমন যেন লাগল। রম বলেছিল এখানে আসছে। কিন্তু কই রম নেই তো! আর দাদুই বা এত উদাস মুখে বসে আছেন কেন?

মহী পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল দাদুর কাছে, "কী হয়েছে দাদু? তোমার মনখারাপ?"

ছোট দাদু মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মহীর দিকে। ক্লাস সেভেনে পড়লেও ছেলেটা বয়সের তুলনায় সরল।

ছোট দাদু বললেন, "মনখারাপ ঠিক নয় মহীবাবু। আমি একটু চিন্তিত।"

"কেন?" মহী দাদুর পড়ার টেবিলে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল।

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "স্যার রজার ডৌলারের কথা আবার মনে পড়েছে লোকের। আর তাকে যদি কেউ কবর থেকে বের করে, তবে সে তো আবার লন্ডভন্ড করবে সব।"

www.monersathe.com

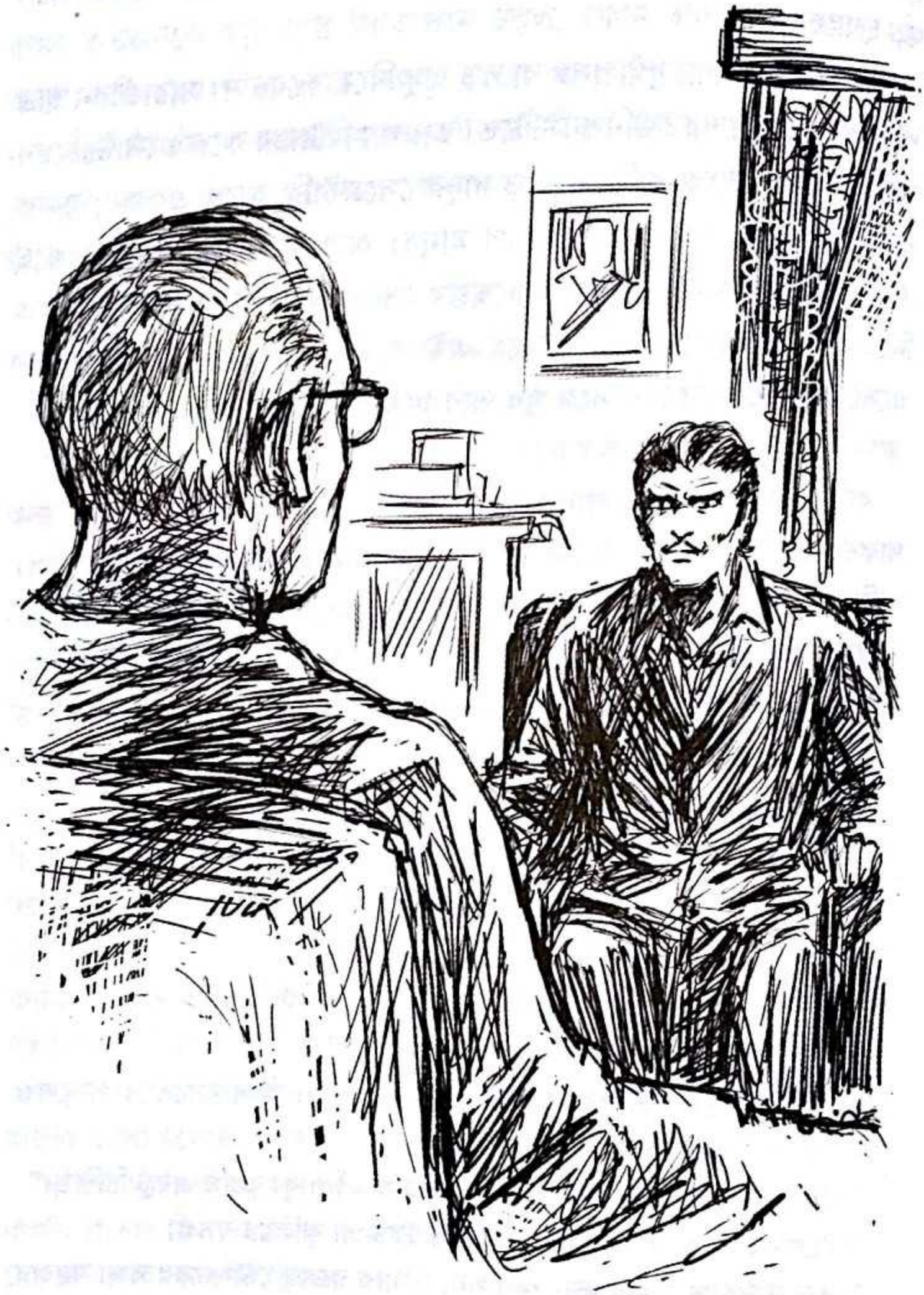

www.monersathe.com

"স্যার রজার ডৌলার? সে কে?"

দাদু ম্লান হাসলেন, "এক দক্ষিণী ওড়িয়া ব্রাহ্মণের বংশধর গো।"

"অ্যাঁ? মানে?"

ছোট দাদু বললেন, "মানে পলাশিতে আবার সমস্যা ঘনিয়ে আসছে মহীবাবু। বুঝেছ?"

॥ ২ ॥

লোকটা এল সন্ধের মুখটায়। আকাশের লালটা সবে কালো হতে শুরু করেছে তখন। হাওয়ায় গরমের ঝাপটাটাও কমেছে কিছুটা। ঠিক তখনই বড় গেটের কাছে এসে থামল গাড়িটা। কালো রঙের বড় একটা সেডান। দেখলেই বোঝা যায় গাড়িটা দামি আর যারা এই গাড়িতে চড়ে, তারাও খুব গম্ভীর।

লোকটা লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। হিলহিলে বেতের মতো চেহারা। সরু তরোয়াল গোঁফটা ঘনাদার কথা মনে করায়। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে গেল বাড়ির ভিতরে। এ বাড়ির সরকারবাবু সব কিছু দেখাশুনো করে। সে লোকটাকে নিয়ে গেল বগলাপ্রসন্নর ঘরে। ঘরে ঢুকে লোকটা সামান্য সময় নিয়ে ঘরটা দেখল, তারপর কোনওরকম সৌজন্য বিনিময় না করেই সটান বসে পড়ল চেয়ারে। বগলাপ্রসন্ন যে খুব প্রসন্ন হয়েছেন, তা বলা গেল না। বরং বিরক্তই হলেন। কিন্তু সরকারবাবুর সামনে কিছু দেখালেন না। হাতের ইশারায় সরকারবাবুকে চলে যেতে বলে উনি বসলেন চেয়ারে। বললেন, "আপনি বৃথা আসছেন মিস্টার লাল। আমি তো বলেছি, ওসব আমার কাছে নেই। কোথায় আপনি কী পেয়েছেন, তার উপর ভিত্তি করে কেন হ্যারাস করছেন আমায়?"

লাল হাসল, সরু গোঁফের মতোই হাসিটাও সরু আর ধারালো। বলল, "আমি যা পেয়েছি, তা ঠিক পেয়েছি। ছড়ায় মশালের কথা আছে। আর বাস্তবে মশাল দু'টোও যখন আছে, তখন ওই জিনিসটাও আছে। আমার ওটা চাই। বুঝেছেন?"

www.monersathe.com

"কী আশ্চর্য! আমাদের কী আছে না আছে, সেটা কি আমায় আপনার থেকে শিখতে হবে নাকি?" বগলাপ্রসন্ন সামান্য উত্তেজিত হলেন।

"প্রয়োজন হলে হবে," লালের গলাটা এবার ধারালো হয়ে উঠল, "আমি জানি, আপনি লুকোচ্ছেন। ঠিক আছে, আপনি আমায় সার্চ করতে দিন। আমি খুঁজে নিচ্ছি।"

"কী বলছেন আপনি? আমাদের বাড়ি সার্চ করবেন আপনি? আর যদি তেমন কিছু থেকেও থাকে, সেটা তো আমাদের সম্পত্তি। আপনাকে দিতে যাব কেন?"

লাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বগলাপ্রসন্নর দিকে। তারপর বলল, "কেউ আমায় 'না' বলে না মিস্টার সিংহ। কারণ তারা জানে, আমায় 'না' বলা মানে কী। সুতরাং জিনিসটা আমার চাই।"

লাল আর বসল না। উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে তাকাল বগলাপ্রসন্নর দিকে। বলল, "আমায় খারাপ হতে পুশ করবেন না। আপনার বয়স হয়েছে। সাজানো সংসার আপনার। কারও কোনও ক্ষতি হয়ে গেলে এই বয়সে সহ্য করতে পারবেন কি?"

বগলাপ্রসন্ন কথা বলতে গিয়েও দেখলেন গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। কেমন যেন হাওয়া আর ভাঙাচোরা কিছু শব্দ পাক খাচ্ছে গলার কাছে। লোকটা বলছে কী!

লাল আর না দাঁড়িয়ে সামান্য হেসে বেরিয়ে গেল। বগলাপ্রসন্নর ক্লান্ত লাগল খুব। তিনিও উঠে ধীর পায়ে এই স্টাডি থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন।

বগলাপ্রসন্ন ক্লান্ত, তার উপরে টেন্‌স, তাই ঘর থেকে বেরোবার সময় উনি লক্ষই করলেন না যে, দরজার পাশের আধো অন্ধকার থেকে একটা ছায়াময় শরীর সরে পড়ল পাশের ছোট্ট ঘরটায়। বগলাপ্রসন্ন জানতেও পারলেন না একজন দাঁড়িয়ে ঘরের সমস্ত কথাই শুনে ফেলেছে।

www.monersathe.com

॥ ৩ ॥

দাদুর দুই ছেলে। বড় মামু সন্দীপ্ত আর ছোট মামু সম্মান। বড় মামু গম্ভীর মানুষ। বড় চাকরি করেন। তাঁর একটাই ছেলে, তারই অন্নপ্রাশন সামনে। বড় মামি খুব সাদাসিধে আর হাসিখুশি।

বাড়িতে যত গন্ডগোল সেটা শুধু ছোট মামুকে নিয়ে। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পাশ করে ছোট মামু আর পড়াশুনো করেননি। চাকরিবাকরিও খোঁজেননি। বরং সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য বাড়িতে একটা ল্যাব তৈরি করে সারাদিন ধরে ইকিরমিকির এক্সপেরিমেন্ট করে বেড়ান। ছোট মামু কারও সঙ্গে কথা বলেন না বিশেষ। নিজের মনে থাকেন। আর ল্যাবের ধারে-কাছে কেউ গেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন। কারণ, ছোট মামুর ধারণা, আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এমন একটা আবিষ্কার করে ফেলবেন, যাতে নোবেল কমিটির লোকজন মামুকে তাদের ওই ছোট্ট পুরস্কারটা দেওয়ার জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে-থাকতে রেসপন্স না পেয়ে কোনওদিন যিশুখ্রিস্টর কাছে পাঁচ সিকের মানত পর্যন্ত করে ফেলবে। এতদিন প্যাঁচার নাইট ভিশন মানুষের মধ্যে আনার পদ্ধতি, ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখার বড়ি আর পাখির মতো উড়তে পারার টনিক বের করতে গিয়ে অসফল হয়ে মামু এখন নারকেলের নাড়ু নিয়ে পড়েছেন।

এই বাড়িতে এলেই ওই ল্যাবে যাওয়ার জন্য মহীর প্রাণটা ছটফট করে। আসলে কেউ ওকে কিছু করতে বারণ করলেই ওর সেটা করতে ইচ্ছে করে খুব। সকালে একবার ল্যাবে ঢুকতে গিয়ে মহী ছোট মামুর তাড়া খেয়েছে।

বিকেলের সময়টায় ছোট মামু একটু নিজের ঘরে যান পুজোআচ্চা করতে। এই ব্যাপারটা অদ্ভুত। ছোট মামুর ভগবানে ভক্তি খুব বেশি। এমনকী বুধবার করে উপোস পর্যন্ত করেন, যাতে নোবেল কমিটির লোকের নাড়ু পছন্দ হয় সেই প্রার্থনায়। মহীর ইচ্ছে করছে একবার ভিতরটায় গিয়ে দ্যাখে, সারা দুপুর ল্যাব থেকে যে অদ্ভুত গন্ধটা বেরোচ্ছে, তার রহস্যটা কী! রমকে ও উসকেছিল যেন ওর সঙ্গে যায়, কিন্তু রম পাত্তাই দেয়নি।

মহী তাই একাই বেরোল। চোখের হাই পাওয়ারের চশমাটা শুধু নাক

www.monersathe.com

থেকে পিছলে নেমে যায়। সেটাকে ঠেলে তুলে মহী মূল বাড়ি ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে উঠোনের এক প্রান্তে ল্যাবের দিকে এগোল। এই উঠোনটা বিশাল বড়। এর একদিকে যেমন ল্যাব আছে, অন্যদিকে তেমন আছে কাজের লোকেদের থাকার ঘর। আর উঠোনের আর এক কোণ ঘেঁষে আছে মন্দির। এ বাড়ির সকলে বালগোপালের ভক্ত। সেই গোপালের জন্য বড় মন্দির আছে। আর সেখানে রোজ বড় করে পুজো হয়।

উঠোনে এসে মন্দিরের দরজাটা খোলা দেখল মহী। ওর মনে হল, ভিতরে যেন কে আছে। তবে বিশেষ পাত্তা দিল না। এ সময় ওখানে কারও থাকার কথা নয়। আর কাজের লোকরাও যে যার ঘরে বিশ্রাম করছে। মহী দ্রুত পায়ে উঠোনটা পার করে ল্যাবের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট মামু জানেন যে, ল্যাবের দিকে কেউ আসে না, তাই দরজায় তালা-টালা দেন না একদম।

মহী অল্প ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। আর ভিতরের গন্ধটা কেমন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর নাকে। মহীর যে গন্ধটা দূর থেকে অদ্ভুত লাগছিল, সেটা কাছ থেকে পেয়ে কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠল। এ কী করছেন ছোট মামু? এমন বিটকেল গন্ধটা আবিষ্কার করলেন কোন উপায়ে?

মহী দেখল, দেওয়ালে একটা হোয়াইট বোর্ড ঝোলানো আছে। আর তাতে বড় বড় করে লেখা: প্রজেক্ট নারকেল নাড়ু। অবজেকটিভ: ক্যাপসুলেটেড নারকেল নাড়ু তৈরি। স্টেজ: নারকেল নাড়ুর পিএইচ নির্ণয়। আর টাইট্রেশন বাই ফেনলপথ্যালিন।

এসব কী? মহী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই তা হলে আগামী নোবেল প্রাইজের গবেষণা! ও দেখল, ঘরের মেঝেয় স্টোভে একটা বড় কড়াই বসানো, তাতে নারকেলের পাকের মতো একটা জিনিস, যদিও রং বেগুনি। আর ঘরের চারদিকে বেশ কিছু শুকনো নারকেলের মালা গড়াগড়ি খাচ্ছে। নারকেল মহীর প্রিয় জিনিস। তা এমন করে নষ্ট হচ্ছে দেখে ওর রাগ হল। মহী এদিক-ওদিক দেখে একটা চিনেমাটির চামচের মতো জিনিস টেবিল থেকে তুলে নিয়ে ওই বেগুনি জিনিসটা এক খাবলা তুলল। আর তখনি বুঝল, গন্ধটা আসছে কোথা থেকে। মহী ভাবল একবার চেখে দেখতে হবে নোবেল প্রাইজটা কেমন খেতে। ও চামচটা মুখের কাছে

www.monersathe.com

নিয়ে খেতে যাবে, এমন সময় আচমকা বজ্রপাতের মতো চিৎকার হল ঘরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চামচ হাত থেকে ফেলে মহী দেখল, দরজার কাছে কোমরে হাত দিয়ে ছোট মামু দাঁড়িয়ে। এক মুখ দাড়ি আর উসকোখুসকো চুলসমেত দেখলে মনে হয় তিরিশ বছর নয়, মামুর বয়স যেন আরও বেশি।

মামু চিৎকার করলেন, "অ্যাই, তুই কী করছিস এখানে?"

মহী জানে, মামু ধরতে পারলে পিটিয়ে তক্তা করে দেবেন। ও পালাবার পথ খুঁজল।

"কী রে, সাহস তো বড্ড বেশি তোর! আমার কাজের জিনিস নিয়ে খাচ্ছিলি?"

মহী উত্তর দেওয়ার চেষ্টাই করল না। ওকে ধরবেন বলে হাত-পা ফাঁক করে এগিয়ে আসা ছোট মামুকে এক পলকে দেখল মহী। আর চকিতে দৌড়ে গিয়ে সুট করে বসে পড়ে মামুর ফাঁক করা দু' পায়ের মাঝ দিয়ে গলে গেল একদম, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়েই দৌড়। মামুও পিছন ঘুরে দৌড় লাগালেন মহীকে ধরবেন বলে। মহী দেখল দূরে মূল বাড়ির দিকে গেলে মামুর কথা শুনে সেখানে মায়ের বকুনি খেতে পারে। ও তাই কোনও কিছু না ভেবে মন্দিরের দিকে দৌড় দিল। তবে বেশি দূর যেতে পারল না। কারণ, ছোট মামু যে এমন জোরে দৌড়তে পারেন, তা ও ভাবতেই পারেনি।

পিছন থেকে মহীর জামার কলারটা ধরে ছোট মামু মুখটা বিকৃত করে বললেন, "তোর পিএইচ কত যে, তুই আমার জিনিসে হাত দিস?"

মহী দেখল ছোট মামুর গায়ের জোর খুব বেশি। এঁর হাত ছাড়িয়ে পালানো মুশকিল। ও বলল, "না মানে, খেয়ে দেখছিলাম নোবেল কমিটির লোকজন পছন্দ করবে কিনা! সুইডেনের ওরা তো ঝাল খায় না। তাই দেখছিলাম ঝাল হয়নি তো?!"

"তাই?" মামু হাত তুললেন মারবেন বলে।

মহী চেষ্টা করল আর একবার, "ওঃ, গন্ধটা এমন বিটকেল হয়েছে যেন মনে হচ্ছিল যে, গাঁদাল পাতা বেটে দিয়েছে। আর বেগুনি রঙটা কি বেগুন সিনথেসিস করে দেওয়া?"

www.monersathe.com

"তবে রে, ইয়ার্কি হচ্ছে!" মামু মারতে গিয়েও কেমন যেন আটকে গেলেন হঠাৎ। যেন হাত নাড়াতেই পারছেন না একদম।

মহী অবাক হয়ে কী হয়েছে দেখবে বলে মাথা ঘোরাতেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। ও দেখল, নতুন মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে হাত চেপে ধরেছে মামুর।

নতুন বলল, "ওকে ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন বলছি। বাচ্চাদের মারতে লজ্জা করে না আপনার?"

ছোট মামু একটু থতমত খেলেন যেন। মহীকে ছেড়ে দিয়ে কোনও মতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কেন? মন্দিরে কী করছ?"

নতুন সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, "বলব আপনার বাবাকে যে, মহীকে আপনি মারছেন? যান, নিজের কাজে যান।"

ছোট মামু আর কিছু বললেন না। মুখ দিয়ে একটা ঘোঁত শব্দ করে মাথা নিচু করে চলে গেলেন ল্যাবের দিকে। নতুন মহীর কাঁধ ধরে ওকে মূল বাড়ির দিকে নিয়ে চলল। বলল, "মহী, এভাবে ওই ঘরে ঢুকিস না। জানিস তো মানুষটা কেমন। আমি এই ক'দিনেই দেখেছি আর তুই তো আরও আগে থেকে চিনিস। এমন করিস না। চল, ক্যারম খেলব।"

মহী জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা নতুনদা, তুমি কি একটু আগে মন্দিরে ছিলে?"

নতুন বলল, "না। আমি তো এখন এসেছি। আসলে তার আগে জনকদা ছিল এখানে। এসব বাদ দে। এখন এখান থেকে চল।"

মহী আর কিছু না বলে যেতে-যেতে বাড়ির কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে ল্যাবের দিকে তাকাল। দেখল, ল্যাবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মামু। আর দৃষ্টি এইদিকে।

নতুন বলল, "ওই দিকে তাকাস না। এখানে থাকলে তোর মামু আরও তাকিয়ে থাকবে তোর দিকে।"

মহী কিছু বলতে গিয়েও বলল না। কারণ, ওর মনে হল, ছোট মামু ওর দিকে নয়, তাকিয়ে আছেন নতুনের দিকে।

www.monersathe.com

॥ ৪ ॥

"স্যার রজার ডৌলার কে বলো তো?" মহী দুর্গাপ্রসন্নর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

এখন দুপুর। বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে। দুর্গাপ্রসন্ন এই সময়টায় একটু বিশ্রাম করেন। কিন্তু এই নাতিটি ঘুরতে এলে সেই বিশ্রাম খুব একটা পাওয়া যায় না। সংসার-টংসার থেকে চিরকালই দূরে থেকেছেন দুর্গাপ্রসন্ন, কিন্তু সত্তর পার করে এখন দেখেন যে, সংসারের প্রতি, বিশেষ করে ছোটদের প্রতি, একটা অদ্ভুত স্নেহের টান অনুভব করেন তিনি। বিশেষ করে এই নাতিটির প্রতি। বছরে দু'বার মাত্র আসে কলকাতা থেকে, কিন্তু তাতেই পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখে। তবে ভিতরে ভিতরে ভাল লাগলেও মুখে খুব কিছু একটা বলতে পারেন না দুর্গাপ্রসন্ন।

"কী হল? শুনতে পাচ্ছ না? নাকি জেনে-বুঝে ইগনোর করছ?" মহী রাগের গলায় বলল।

দুর্গাপ্রসন্ন এবারও উত্তর দিলেন না। মহীকে রাগিয়ে দিতে খুব মজা লাগে ওঁর। উনি ইজিচেয়ারে ভাল করে বসলেন।

"আচ্ছা মুশকিল!" মহী নিজের চেয়ার থেকে উঠে ইজিচেয়ারের হাতলে এসে বসল, "ও জানো না তা হলে! তা এতদিন কী পড়াশুনো করলে! আমাদের স্কুলে পড়লে তোমায় রোজ নিল ডাউন করিয়ে রাখত।"

দুর্গাপ্রসন্ন এবার বললেন, "জেনে তোর কী হবে?"

"কী হবে মানে? নিশ্চয়ই দরকার আছে। ছোট দাদু বলেছে যে, পলাশিতে আবার গন্ডগোল লাগবে, আর তা নাকি ওই স্যার রজার ডৌলার বলে লোকটার জন্য। কে লোকটা? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কেউ?"

"বগলা বলেছে এমন কথা?" দুর্গাপ্রসন্ন এবার চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন।

"না তো কি আমি গুল মারছি? আমি গুল মারি না। আমার বন্ধু ঋদ্ধিমান মারে। বলে কিনা, মুম্বইয়ে গিয়ে শাহরুখ খানের ছেলেকে ও ক্যারমে হারিয়েছে।"

দুর্গাপ্রসন্ন ভুরু কুঁচকে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "বগলা তো

www.monersathe.com

কিছু বলল না আমায়! আর সত্যি মরা মানুষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে খারাপ সময় আসে।"

"স্যার রজার মরা সাহেব?" মহীর বড়-বড় চোখ আরও বড় হল, "তবে কি ভূত-টুত নাকি! এই সেরেছে! আমার কিন্তু ভূতে হেভি ভয় লাগে।"

"সাহেব নয়, ভারতীয়," দুর্গাপ্রসন্ন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "আর একদম বাংলার লোক। তবে তার কথা পরে হবে। আমায় একবার বগলার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমন বলছে কেন ও?"

মহী আরও কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই দুর্গাপ্রসন্নর সেক্রেটারি জনক এসে ঢুকল ঘরে। লোকটা একটু চুপচাপ। গোমড়া ধরনের। খুব কম কথা বলে। আর চোখটা সবসময় কেমন যেন মাটির দিকে থাকে। যেন সামনে কী হচ্ছে, সে বিষয়ে আগ্রহই নেই তেমন।

জনক এসে মহীকে বলল, "মহী, দিদি তোমায় এই ঘর থেকে যেতে বলছেন। স্যারকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।"

মহী জানে, মা যখন বলেছেন তখন যেতেই হবে। ও দুর্গাপ্রসন্নর দিকে অনিচ্ছুক ভাবে তাকিয়ে চেয়ার থেকে নেমে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

নির্জন দুপুরে কী করবে বুঝতে না পেরে মহী মন্দিরের দিকে গেল। পুজো করাকে এরা 'সেবা দেওয়া' বলে। দুপুরে গোপালের সেবা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন মন্দিরের সিঁড়ি পরিষ্কার করছে মিনতিদি। বড় লাল পাথরের সিঁড়ি। মহী এক পাশ দিয়ে লঘু পায়ে উঠে গেল উপরে। আর উঠেই চমকে গেল একটু। আরে নতুন এখানে!

"তুমি?" মহী জিজ্ঞেস করল।

"ওই গবেষণার কাজে এসেছিলাম। এই বাড়িটা শুনেছি মোহনলালের ছিল একসময়। অনেকটা নতুন করে তৈরি করা হলেও এই মন্দিরের অংশটা কিন্তু সেই একইরকম আছে। তাই একটু দেখছিলাম। কী সুন্দর স্থাপত্যরীতি! তবে সবচেয়ে অদ্ভুত এই মশাল দু'টো!"

মহী নতুনের হাতের ইশারা লক্ষ করে দেখল, গোপালের বড় সিংহাসনের সামনে আর পিছনে দু'টি ঝাঁ চকচকে মশাল ঝুলছে। তবে মশাল দুটোয় আগুন নেই। মহী তো এই দু'টো অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ওতে আগুন জ্বলে না কেন এই প্রশ্ন ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন ওর মাথায় আসেনি। তাই

www.monersathe.com

নতুন যখন অমন করে বলল, ও আবার দেখল মশাল দু'টোকে। বড় পিতলের মশাল। সুন্দর কারুকাজ করা। কিন্তু এটুকুই। এতে অদ্ভুত কী আছে!

নতুন বলল, "মনে করা হয় যে, এটা মোহনলালের মশাল। আর সিরাজ রাতের অন্ধকারে এই মশালের আলোতেই পালিয়েছিলেন। তবে মোহনলাল ততক্ষণে নিহত হয়েছেন যুদ্ধে। পরে এটা এই বংশের হাতে আসে, আর গোপালের মন্দিরে রাখা হয়। আমি স্যারের কাছে শুনেছি যে, গোপালের সামনে ছোট্ট সিংহাসনে যে শালগ্রাম থাকে, তাকে অন্ধকারে রাখার নাকি নিয়ম নেই। তাই একসময় রাতে এই মশাল জ্বলত। একটার নাম ছিল 'অগ্র মশাল' আর অন্যটার নাম ছিল 'পশ্চাৎ মশাল'। মানে সামনের আর পিছনের মশাল। এখন ইলেকট্রিসিটি এসে যাওয়ায় আর এসবের দরকার নেই।"

"বাবা, তাই নাকি?" মহীর চোখ গোল গোল হয়ে গেল, "কিন্তু শালগ্রামকে অন্ধকারে রাখা যাবে না কেন? কী এমন দামি জিনিস সেটা?"

"আরে বাবা তা নয়," নতুন হাসল, "এদের বাড়ির এমন নিয়ম ছিল। তার বেশি কিছু নয়।"

মহী আবার মশালটা দেখল। তারপর বলল,"কী জানি বাবা! পুরনো বাড়িগুলো সব রহস্যের আখড়া! তার উপর আবার পলাশিতে নাকি গন্ডগোল শুরু হবে।"

"গন্ডগোল?" নতুন ভুরু কুঁচকে তাকাল, "তোকে কে বলল?"

"ছোট দাদু বলছিল। স্যার রজার ডৌলার না কে একজনের কথা বলছিল। তুমি জানো সে কে?"

নতুন হাসল, "কে জানে! আর অত জেনে আমি করবই বা কী! তার চেয়ে চল, আমরা দাবা খেলি ঘরে গিয়ে।"

মহী নতুনের সঙ্গে নেমে এল মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে আর তারপরই থমকে গেল হঠাৎ। দেখল, ওদের দিকে তাকিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন ছোট মামু।

মহীর চোখে চোখ পড়তেই মামু বললেন, "আমাদের বাড়ির দিকে কেউ যদি খারাপ নজর দেয়, তবে তাকে উচিত শিক্ষা দেব আমি। বুঝেছিস?"

মহীর কেমন যেন লাগল ছোট মামুর চোখের দৃষ্টি। লোকটার কি মাথাটা

www.monersathe.com

খারাপ হয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ এমন করে বলছেন কেন তবে? কে খারাপ নজর দেবে বাড়ির দিকে? পলাশির এই বাড়িতে কী হতে চলেছে?

॥ ৫ ॥

ছায়ামূর্তিটা পাশের রেন ওয়াটার পাইপ দিয়ে উঠে এল দোতলার বারান্দায়। গরমকাল বলে রাতে সকলে জানলা খুলেই শোয়। ছায়ামূর্তিটা নরম পায়ে প্রায় অন্ধকার বারান্দাটা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শেষ প্রান্তের ঘরটার সামনে। দরজা বন্ধ, কিন্তু জানলা খোলা। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতরে আবছা আলো জ্বলছে। মশারি টাঙানো। বগলাপ্রসন্নর বড় ছেলে আর তার স্ত্রী ঘুমন্ত। আর তাঁদের মাঝে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে তাঁদের ছ' মাসের ছেলে জুলু।

ছায়ামূর্তিটা হাসল নিজের মনে। তারপর পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করে তার থেকে কিছুটা ঝাঁঝালো তরল ঢেলে দিল জানলার দু'টো শিকের গোড়ায়। একটু অপেক্ষা করল সে। তারপর হাতের আলতো চাপে সে খুলে নিল দু'টো শিক। ফোকলা জানলাটা দিয়ে বিড়ালের মতো সে ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে। তারপর সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল মশারির দিকে। আলতো করে মশারিটা তুলে সে তাকাল ছোট্ট শিশুটির দিকে। কী অসহায়! কী সহজ!

পকেট থেকে একটা ছোট্ট স্প্রে বের করল ছায়ামূর্তিটা। তারপর বড় মানুষ দু'জনের উপর আলতো করে ছিটিয়ে দিল মিঠে-কড়া একটা জলীয় ওষুধ। তারপর বাচ্চাটাকে সাবধানে কোলে তুলে সরে এল খাট থেকে। আবার বিড়ালের মতো সেই ভাঙা জানলা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বাইরের বারান্দায়। না, দরজা খুললে আওয়াজ হতে পারে ভেবে সে দরজার দিকে গেলই না।

নিস্তব্ধ বারান্দা প্রায় অন্ধকার। আশপাশে কেউ নেই। কোলে বাচ্চাটিকে ধরে ছায়ামূর্তিটা এগোতে লাগল সামনের দিকে। বাচ্চাটি অচেনা স্পর্শে ঘুমের মধ্যে নড়ল একটু। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। মূর্তিটা আবছা আলোয় একবার বাচ্চাটিকে দেখল। তারপর দ্রুত মিলিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে।

www.monersathe.com

॥ ৬ ॥

সকালে মায়ের চিৎকারে ঘুম ভাঙল মহীর। ঘুমচোখে ঠিক বুঝতে পারল না মা কী বলছেন। তবে হাত-পা নাড়া দেখে বুঝল, সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। মহীর চোখের পাওয়ার খুব বেশি। চশমা ছাড়া প্রায় অন্ধ ও। তাই বালিশের পাশেই চশমা নিয়ে শোয়।

মায়ের ওই আবছা হাত-পা নাড়া দেখে ও চশমাটা বালিশের পাশ থেকে নিয়ে চোখে দিল। দেখল, মা ভীষণ উত্তেজিত। মায়ের পাশে রমও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথাটা পরিষ্কার হওয়ায় এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হল মহীর। ও শুনল, মা বলছেন, "তুই কুম্ভকর্ণ!"

"না তো। আমি তো মহী।"

"তবে সারা বাড়িতে এমন লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে, আর তুই ঘুমোচ্ছিস কী করে?"

মহী ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়, "কী হয়েছে?"

মা আর দাঁড়ালেন না, বাইরের দিকে যেতে যেতে বললেন, "নিজে বাইরে এসে দেখে যা।"

মা, মামাদের চেয়ে বয়সে অনেকটা বড়। মামারা মাকে সমীহ করে চলেন। এমনকী, ছোট মামুও মায়ের সঙ্গে সমঝে কথা বলেন।

মহী বাইরে গিয়ে দেখল বাড়ি থমথমে। আর মা ছোট দাদুর ঘরের দিকে যাচ্ছেন। রম দাঁড়িয়েছিল মহীর পাশে।

মহী জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে দা'ভাই?"

রম ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, "গিয়েই দেখতে পাবি। চল।"

ছোট দাদুর ঘরটা বেশ বড়। আজ সেটায় প্রায় গোটা বাড়ির লোকজনই ঢুকে বসে আছে। মহী ঘরের ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়াল। বড় মামি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে?

বড় মামু প্রথম কথা বললেন, "বাবা, আমার মনে হয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।"

"পুলিশ?" ছোট দাদু মাথা নাড়লেন, "সেটা ঠিক হবে না। ওরা কী করতে পারে সেটা তো দেখাই গেল।"

www.monersathe.com

"মানে? এসব করে পার পেয়ে যাবে?" বড় মামু অবাক হয়ে গেলেন।

মহী হঠাৎ বলে উঠল, "কী হয়েছে গো? আমি যখন ঘুমোই, তখনই কেন ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো ঘটে, বলো তো!"

"কী যা তা বলছিস?" মা ধমক দিলেন জোরে।

"আহা," ছোট দাদু বাধা দিলেন, "ও তো ছেলেমানুষ। আর সত্যি তো সকলেরই জানা উচিত কী হয়েছে। তা হলে সকলে সাবধান হতে পারবে। এই যে নতুন, জনক, ওরাও তো এই এল। ওদেরও তা জানা উচিত।"

এরপর ছোট দাদু যা বললেন তা এইরকম: গতকাল রাতে কেউ একজন বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল। সে দোতলায় গিয়ে বড় মামুদের জানলা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বড় মামুর ছ' মাসের ছেলে জুলুকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর জুলুকে সারা রাত মন্দিরের সামনে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। কিছু নিয়ে যায়নি। জুলুর কোমরে একটা পুরনো অষ্টধাতুর বালগোপালের কয়েনের মতো দেখতে জিনিস আছে। বেশ দামি। সেটাও নেয়নি। শুধু যাওয়ার আগে একটা চিঠি রেখে গিয়েছে জুলুর পাশে ইট চাপা দিয়ে।

নতুন ভুরু কুঁচকে সবটা শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "চিঠিতে কী লিখেছে?"

ছোট দাদু বালিশের তলা থেকে একটা মোটা হলদেটে কাগজ বের করে সকলের দিকে তাকালেন একবার, তারপর পড়লেন:

'আপনার নাতিটি বেশ ভাল। কিন্তু দেখলেন তো সকলের সামনে দিয়ে ওকে তুলে আনতে পারি আমরা। এটা ওয়ার্নিং! তাই কিছু করলাম না। পরেরবার আর নাতিকে পেতে হবে না। আমাদের জিনিসটা দিয়ে দেবেন। এমন ব্যাপারে পুলিশে যে খবর দিতে নেই, এটা নিশ্চয়ই আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না।'

মা এবার কথা বললেন, "বাবা, এসব কী? কী জিনিস? আমাদের কাছে কী জিনিস আছে?"

ছোট দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা, তারপর বললেন, "গত বছর দাদার কাছে একটি ছেলে আসে বাংলার নবাবদের নিয়ে কিছু তথ্য জানতে। ছেলেটির নাম রজত। রজত কিছুদিন ছিল এখানে। তখন আমাদের স্টোর

www.monersathe.com

রুম আর স্টাডির পুরনো বইপত্তর সে ঘাঁটে। তারপর ফিরে যায়। যাওয়ার আগে সে একটা পুরনো কাগজ পায় আমাদের স্টোর থেকে। সেটা দাদাকে দেখায়। আমাকেও দেখায়। আমরা ওটার গুরুত্ব দিইনি। সে ফিরে যাওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই মিস্টার লাল বলে একজন আসতে থাকে আমার কাছে, আর সে-ই জিনিসটা ওকে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। প্রথমে ভদ্রভাবে বললেও এখন দেখছি এ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, রজতকে এক রাতে গুরুতর জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে রজত সে নিয়ে কাউকেই কিছু বলতে চায়নি। ওই জিনিসটার জন্যই এইসব হচ্ছে, আমি জানি।"

"কী জিনিস?" ঘরের সকলে প্রায় কোরাসে বলে উঠল।

এবার বড় দাদু মুখ খুললেন, "জ ব্যাপটিস্ট তেভার্নিয়ে ছিলেন একজন ফরাসি পর্যটক ও জুয়েলার। সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরির লোক এই তেভার্নিয়ে। পারস্য মানে এখন যেটা ইরান, সেখানকার রাজধানী ইসফাহান থেকে বেশ কিছু দামি পাথর কিনে সে এসেছিল ভারতবর্ষে। তার থেকে বেশ কিছু সে আওরঙ্গজেবকে জাহানাবাদ রাজসভায় বিক্রি করে। এর মধ্যে খুব ভাল কিছু মুক্তো ছিল। আওরঙ্গজেব শৌখিনতার ধার ধারতেন না খুব একটা। রাজকোষের বৃদ্ধির জন্যই মূলত রত্ন রাখতেন। কিন্তু এই মুক্তোগুলো তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। এর ভিতর থেকে তিনি একটা মুক্তো পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন বাংলার প্রথম নাজিম মুর্শিদকুলি খাঁকে, যে পরে নিজেকে বাংলার শাসক হিসেবে ঘোষণা করে। তার থেকে এই মুক্তো আলিবর্দির হাত ঘুরে আসে সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে। সিরাজের খুব প্রিয় ছিল এই মুক্তোটা। সিরাজ পলাশির যুদ্ধের সময় এটা উপহার দেয় মির মদনকে। মির মদন যুদ্ধে নিহত হয়, আর সেটা গিয়ে পড়ে এক ইংরেজের হাতে। সে এসবের খুব একটা কদর করত না। ভারতে একাই থাকত সে। একবার ঘোরতর অসুস্থ হলে এক গরিব ব্রাহ্মণ তার প্রাণ রক্ষা করে। সাহেবটি সেই মুক্তো খুশি মনে ব্রাহ্মণকে দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যায়। আর মুক্তো পাওয়ার পরে ব্রাহ্মণের ভাগ্য খুলে যায়। কোম্পানির সঙ্গে কাজ করে সে প্রচুর অর্থ রোজগার করে ও কোম্পানির থেকে সিরাজের প্রধান দেওয়ান মোহনলালের এই বাড়িটা কেনে। কিন্তু তারপর প্রায় দেড়শো বছর আগে কোথায় যেন হারিয়ে যায়

www.monersathe.com

এই মুক্তো। আবার তার কথা আমরা জানতে পারি বিংশ শতাব্দীতে। তখন একটা ডায়েরিতে আমাদের ঠাকুরদা, যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখে যান এই মুক্তোর কথা, আর তার সঙ্গে রেখে যান একটা কাগজ, যা পেয়েছিল ওই ছোকরা।"

এতটা একসঙ্গে বলে বড় দাদু শ্বাস নিলেন। মহী দেখল, বড় দাদুর ফরসা মুখটা কেমন যেন লাল হয়ে গিয়েছে।

বড় মামু বললেন, "এসব সত্যি?"

"আমাদের স্টোরে একটা পুরনো ডায়েরির সেট আছে। সেখানেই এই ইতিহাস আছে। আরও বিস্তারিতভাবে লেখা আছে, আমি সংক্ষেপে বললাম।"

"এটা সংক্ষেপ?" মহী ফস করে বলে উঠল।

কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে, কেউ পাত্তা দিল না সে কথার। বরং নতুন বলল, "তা কোথায় সেই কাগজ? মানে গুপ্তধনের সংকেত?"

"গুপ্তধন! তুমি কী সব বলছ! দেখো, গুপ্তধন কিনা জানি না, কিন্তু এই যে সেটা," ছোট দাদু টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে বাড়িয়ে দিলেন নতুনের দিকে, "আমি তো জানি না এটার মানে কী। মানে এটা আদৌ কোনও সংকেত কিনা। তবে কেউ এটা ভেদ করে মুক্তো খুঁজে বের করলে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

"ওটা পেলে কি তুমি লাল না নীল, তাকে দিয়ে দেবে?" এতক্ষণে কথা বললেন ছোট মামু।

"না, তা কেন? মিউজিয়ামে দেব। আর তাহলেই লাল কিছু করতে পারবে না। তাই লাল আর কিছু করার আগে যদি কেউ ওটা খুঁজে দিতে পারে, তবে তাকে আমি পুরস্কৃত করব। তবে ফ্র্যাঙ্কলি আমার মনে হয়, এসব আষাঢ়ে গল্প। কারণ, আমার ঠাকুরদা খুব খেয়ালি মানুষ ছিলেন। শেষবয়সে নাকি মাথাটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর লেখাটা শেষবয়সেরই। তাই আমার মনে হয়, এটাও ঠাকুরদার নানা খেয়ালের মতোই একটা খেয়াল। মনে হয়, কোনও কালে মোতিটা মানে মুক্তোটা থাকলেও এখন আর নেই। অনেক কিছুর মতো সেটাও হারিয়ে গিয়েছে।" ছোট দাদু কথা শেষ করে মাথা নিচু করলেন।

www.monersathe.com

নতুন সেদিকে একবার তাকিয়ে জোরে-জোরে কাগজটায় লেখা ছড়াটা পড়ল:

"নারায়ণ নড়ে না ফাঁক চোখে পড়ে না
সব যায় শুধু স্থির দেওয়ানের মন্দির
বিদেশি Parle বড় দাঁও মারলে
জাঁহাপনা মোতি মন উৎকলি ব্রাহ্মণ
তাঁর বাতি নবাবি এলোমেলো স্বভাবী
পরে, লাল কেরানি চাঁদপানা ইরানি
রক্ষিল ব্রাহ্মণ দিয়ে দিল মোতি মন
যদি প্রাণ সংশয় আট ধাতু বরাভয়
মুরলীর নবরূপ হাসি ছাড়া মুখ চুপ
চাবি আর পাথরে জুড়ে দিয়ে মাতো রে

শাদা সব শাদা হোক আলো তার রক্ষক
লহ তারে শিরোপর মাথা জুড়ে অক্ষর
গ্রাফটিং-এ কাটে জাল সেই আগ্রমশাল
মনে রেখো কংসর পরিণাম ধ্বংস ॥"

মহী নতুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এর মানে?"

নতুন হেসে সকলের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "যদি জানতাম, তবে তো এইমাত্র ঘোষণা হওয়া পুরস্কারটা আমিই পেতাম!"

॥ ৭ ॥

"আপনি আমার মোবাইল নম্বর পেলেন কোথা থেকে?" লালের গলাটা সাবধান শোনাল।

আবছায়া কণ্ঠস্বর বলল, "আমি আরও জানি, আপনি কার মাধ্যমে মুক্তোটা হাত করতে চান। বলব তার নাম?"

www.monersathe.com

লাল তাড়াতাড়ি বলল, "না-না, ফোনে এসব কথা না হওয়াই ভাল। তা আপনি কী চান?"

ও বলল, "আপনার লোক কিছুতেই মুক্তো খুঁজে পাবে না। সে একটু এগিয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ পেলে আমিই খুঁজে পাব সেই মুক্তো।"

লাল হাসল এবার, "আমার কোনও চাপ নেই বুঝলেন। আপনি পেলে আমি আপনাকে টাকা দেব। মানে যে আগে পাবে, তাকে টাকা দেব। বুঝেছেন?"

"কত টাকা দেবেন আপনি?"

লাল বলল, "মুক্তোটার জন্য আমি দশ লাখ দেব আপনাকে। আর আপনি পেয়ে যদি আমায় না দেন, যদি অন্যভাবে কিছু করার চেষ্টা করেন তা হলেও আপনি পার পাবেন না। কারণ, আমার লোক সর্বত্র আছে। বুঝলেন?"

ও হাসল, "বুঝেছি। ঠিক আছে। মুক্তোটা পেয়ে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি।"

ও ফোনটা কেটেই সচকিত হল। আরে, ঘরের দরজার তলায় কি কারও ছায়া নড়ে উঠল? কোনও আবছা পায়ের শব্দ কি পেল বাইরে! ও দ্রুত দরজা খুলে বাইরে দেখল। না, কেউ নেই। শুনশান বারান্দা। নিস্তব্ধ রাত্রি! তবে কি ও ভুল শুনল? সবটাই কি ওর ভ্রম?

॥ ৮ ॥

নতুন দাবার বোর্ডটা গুটিয়ে রেখে মহীকে বলল, "কী রে, খেলায় মন নেই কেন তোর? ক্লান্ত লাগছে?"

মহী সামান্য আড়মোড়া ভেঙে বলল, "না, ক্লান্ত লাগবে কেন?"

"যা যজ্ঞিবাড়ির কাজ গেল এই দু'দিন, তাই বলছিলাম আর কী," নতুন বড় চেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে টেবিল থেকে একটা পাতা তুলল।

তা ঠিক বলেছে নতুন, গত দু'দিন জুলুর অন্নপ্রাশন নিয়ে খুব হইচই গিয়েছে বাড়িতে। সব কাজ সেরে নেমন্তন্ন খেয়ে আজ বিকেলে বাড়ি ফাঁকা হল। বাড়ির সকলের মধ্যেই আজ যেন ক্লান্তি। তাই রাত দশটা বাজতে না-

www.monersathe.com

বাজতেই সকলে শুয়ে পড়েছেন। এমনকী, মা-ও শুয়ে পড়েছেন। মহীর ঘুম আসছে না দেখে ও এসে বসেছে নতুনের ঘরে। এখন রাত এগারোটা বাজে। আর একটু গল্প করে মহীও চলে যাবে।

তবে ক্লান্ত না হলেও মহীর মনটা ভাল লাগছে না। আসলে বিকেলবেলা ছোট মামুর সঙ্গে একটা বাজে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। তাও সামান্য নারকেলের নাড়ু নিয়ে।

মহীর নাড়ু ভাল লাগে খুব। কাজের পরে বেশ কিছু নাড়ু-তক্তি বেঁচেছে। আত্মীয়স্বজনরা সকলে চলে গেলে মা সেগুলো ভাঁড়ার ঘরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আর মহী পা টিপে-টিপে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল কয়েকটা হাত সাফাই করবে বলে। কিন্তু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেই থমকে গিয়েছিল মহী। এ কী! এখানে যে ছোট মামু দাঁড়িয়ে আছেন, আর মামুর মুখ নড়ছে খুব!

ছোট মামু ওকে দেখে বেজায় চটে গিয়েছিলেন, "তুই কী করছিস এখানে? কী নিতে এসেছিস?"

মহীও দমে যায়নি, বলেছিল, "তুমি কী নিতে এসেছ?"

"তবে রে, আমার মুখে-মুখে কথা? আমার এক্সপেরিমেন্টের জিনিস নিতে আসা?"

"মানে? কী এক্সপেরিমেন্ট? নারকেল নাড়ুর ট্যাবলেট? নোবেল কমিটির লোকদের সেগুলো খাওয়াবে? মানুষ খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি এক্সপেরিমেন্টের নাম করে নারকেল সাঁটাচ্ছ?"

"মানে?" ছোট মামু হল্লা লাগিয়ে দিয়েছিলেন খুব।

সেই শুনে মা, বড় মামি, জনক রায় আর নতুন এসে দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী রে, তুই চিৎকার করছিস কেন?"

ছোট মামু মহীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলেছিলেন, "দ্যাখ না দিদি, মহীটার এত নোলা যে লুকিয়ে লুকিয়ে নাড়ু খাচ্ছে!"

"আমি?" আকাশ থেকে পড়েছিল মহী, "মিথ্যে কথা। ছোট মামু নাড়ু খাচ্ছে।"

মা এবার মহীকে কড়া গলায় বলেছিলেন, "চুপ। বড়দের মুখে মুখে কথা? মামু মিথ্যে বলছে?"

www.monersathe.com

মহী বলেছিল, "বলছেই তো।"

মা আর কথা না বলে চট করে কানটা ধরেছিলেন মহীর, "তুই তর্ক করছিস? এত সাহস হয়েছে তোর?"

এবার কথা বলেছিল নতুন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আচমকা ছোট মামুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "এটা ধরুন তো," তারপর মাকে বলেছিল, "ওকে মারবেন না। এক্ষুনি প্রমাণ হবে কে সত্যি বলছে।"

ছোট মামু কী করবেন বুঝতে না পেরে কাগজটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার নতুন কাগজটা আবার ফেরত নিয়ে নিয়েছিল।

ছোট মামু বলেছিলেন, "কী করছ কি তুমি?"

নতুন হেসে বলেছিল, "প্রমাণ জোগাড় করছি," তারপর আর একটা কাগজ মহীর হাতে দিয়ে তেমনভাবেই ফেরত নিয়েছিল নতুন।

ছোট মামু তখনও বলেছিলেন, "ম্যাজিক হচ্ছে, ম্যাজিক?"

"না, সায়েন্স," হেসেছিল নতুন, "যে নাড়ু খেয়েছে, তার হাতে নাড়ুর তেল লেগে থাকবে আর তা এই কাগজে লেগে যাবে। দেখুন আপনার ধরা কাগজটা তেল লেগে স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে একটু আর মহীরটা কিছু হয়নি।"

ছোট মামু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়েছিলেন নতুনের দিকে। মাও খুব অবাক হয়েছিলেন।

নতুন বলেছিল, "এভাবে ছোটদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন না। জানবেন, চুরি কখনও ঢাকা থাকে না।"

ছোট মামু মাথা নিচু করে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে। মহীর কেন কে জানে পুরো ব্যাপারটা ভাল লাগেনি। তখন থেকে মনটা খচখচ করছে।

"কী রে চুপ করে গেলি কেন? কী হল তোর?" নতুন হাতের কাগজটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল।

"না এমনি," মহী হাসল, "তা ওই সংকেতটা উদ্ধার করতে পারলে?"

"তোর কী মনে হয় যে আমি পারব?" নতুন হেসে তাকাল মহীর দিকে।

মহী বলল, "আমার মনে হয় পারলে তুমিই পারবে। যদিও ছোট মামু, জনককাকু সকলে চেষ্টা করছেন, তবু তুমিই পারবে।"

"জনকদা চেষ্টা করছে? তোর ছোট মামুও? কী করে জানলি?"

www.monersathe.com

মহী হাসল, "সে আমি দেখেছি। ছোট দাদু তো সংকেতটা সকলকে কপি করে দিয়েছে। আর সেই দেখে জনককাকু নিজের ডায়েরিতে সেই নিয়ে কীসব যেন লেখালেখি করছে। ছোট মামুও তাই করছে।"

"তোর ছোট মামুর ব্যাপারটা আমি জানি। আজ যে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল সেটা আমায় দেখে। আসলে স্টোররুমে পুরনো বই-খাতা ঘাঁটছিল। আর জনকদা..." নতুন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"তুমি বের করো নতুনদা। আমি চাই, তুমিই ছোট দাদুর প্রাইজটা পাও।"

"তাই?" নতুন হেসে আবার কাগজটা দেখল।

"কিছু পেলে? আমি অনেক কিছু দেখেছি, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

নতুন বলল, "পেয়েছি তো বটেই। আমি কি আর এমনি বসে আছি?"

"পেয়েছ?" উত্তেজিত হল মহী, "কী পেয়েছ?"

নতুন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "এটা শুধু সংকেত নয়, এটা ছোট করে লেখা একটা ইতিহাসও বটে। বিদেশি এখানে তেভার্নিয়ে। জাঁহাপনা, আওরঙ্গজেব।"

"সে না হয় হল। কিন্তু উৎকলি ব্রাহ্মণ? সেটা? তাঁর বাতি আবার নবাবি? মানে?"

নতুন বলল, "এটা মুর্শিদকুলি খাঁ। ওঁর জন্ম আসলে দক্ষিণী উৎকলি ব্রাহ্মণের ঘরে। পরে উনি মুসলমান হন। তার বাতি, মানে বংশধর। বলে না 'বংশে বাতি দেওয়া', সেই। তবে আর একটা মানেও আছে। বাতি মানে ল্যাম্প, আলো। আরবি ভাষায় ল্যাম্প বা আলোকে কী বলে জানিস? বলে, সিরাজ। অর্থাৎ 'বাতি'টি হল সিরাজ-উদ-দৌলা। 'এলোমেলো স্বভাবী' মানে, সিরাজ খুব একটা শান্ত, বাবুসোনা ধরনের মানুষ ছিলেন না।"

"ও বাবা! বুঝেছি। 'পরে, লাল কেরানি', মানে ইংরেজ লোকটি আর তাকে রক্ষা করে ব্রাহ্মণ! গ্রেট!" মহী লাফিয়ে উঠল, "তুমি দারুণ বের করেছ তো!"

"এলিমেন্টারি, ডিয়ার ওয়াটসন," নতুন হাসল।

"কিন্তু বাকিটা? প্রথম দু'টো লাইন? আর শেষের সাতটা লাইন? এর মানে? আগ্রমশাল কী? আর কীসের 'মোতি মন' কথা বলে মনে হচ্ছে?"

www.monersathe.com

নতুন বলল, "ও সেটা বুঝিসনি? মুক্তো রে মুক্তো, যাকে সকলে বলে পার্ল। সেটার কথা বলা হচ্ছে।"

মহী অবাক হল, "মুক্তো? কী করে বুঝলে?"

"গোটা লেখাতেই মোতি কথাটা আছে আর আছে Parle শব্দটা। এটা মুক্তোর ফরাসি শব্দ। যদিও উচ্চারণ পার্ল, তবু ছন্দ মেলাতে পার্লে বলা হয়েছে। তেভার্নিয়ে ফরাসি ছিলেন, তাই তোর গ্রেট গ্রেট ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদার এমন একটা ভাষায় লিখেছেন মুক্তোর কথা। 'বড় দাঁও মারলে' যখন লেখা আছে, তখন মুক্তোটা যে ভেরি স্পেশ্যাল তা আর বলে দিতে হবে না।"

মহী অবাক হল, "তুমি শিওর?"

"এই দ্যাখ," নতুন টেবিল থেকে একটা পুরনো চামড়া বাঁধানো খাতা তুলল, "এটা স্টোর থেকে খুঁজে আমি পেয়েছি। বহুদিন আগে লেখা। এখানে এক জায়গায় লেখা আছে মুক্তোর কথা। যতীন্দ্রমোহনই লিখেছেন। লিখেছেন মুক্তোটা বেশ বড়, প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের। নিটোল আর সাদা। অমন শেপ আর সাইজ দেখা যায় না। খুব-খুব রেয়ার পিস। তার উপর আবার অত পুরনো! বুঝতে পারছিস ওটার দাম কত হতে পারে?"

মহী উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল, "তা হলে মুক্তোটা আছে? সত্যিই আছে? কোথায় আছে গো নতুনদা?"

নতুন ঠোঁট কামড়ে আবার লেখাটার দিকে তাকাল। তারপর কেটে-কেটে বলল, "আছে, এই মোহনলালের বাড়িতেই আছে। কোথায় আছে, মোটামুটি তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু একজ্যাক্টলি কোথায় আছে, সেটা ধরতে পারছি না।"

মহী উত্তেজনায় চোখ বড়-বড় করে চশমাটা ঠিক করল, "মোটামুটি বুঝতে পারছ? কোথায় আছে?"

নতুন কিছু বলতে যাবে এমন সময় বাড়িতে একটা চিৎকার উঠল। মহী আর নতুন চমকে তাকাল দরজার দিকে, তারপর ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাইরে লম্বা টানা বারান্দা, তার শেষ প্রান্তে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। মহী দেখল সেইদিকে দৌড়ে যাচ্ছেন ছোট মামু আর সরকার জেঠু।

নতুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

www.monersathe.com

সরকারজেঠু উপরের দিকে যেতে যেতে বললেন, "জুলু, জুলুর..."

নতুন আর কিছু না শুনে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে। মহী বুঝল ছোট দাদুর কথাটা মিলে গিয়েছে একদম। পলাশি আবার জেগে উঠেছে প্রায় আড়াইশো বছর পর।

॥ ৯ ॥

বড় মামুর ঘরের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা দেখল মহী। বাড়ির সকলে সেখানে উপস্থিত। মহী গিয়ে শুনল যে, শোওয়ার আগে বড় মামি গা ধুতে গিয়েছিলেন আর বড় মামু পাশের ঘরে গিয়েছিলেন মোবাইল আনতে। এর মাঝের কয়েক মিনিট বিছানায় বালিশ দিয়ে ঘেরা অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল জুলু। তারপর বড় মামু আর মামি একসঙ্গেই ঘরে ঢোকেন আর দেখেন যে, জুলু উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর পরনের ন্যাপি খোলা আর কোমরের সেই বালগোপাল-মার্কা চ্যাপটা কয়েনের মতো জিনিসটা নেই। কালো কার দিয়ে কোমরের সঙ্গে লাগানো ছিল সেটা। আর এখন দেখছে, কালো কারটা কোমর থেকে কাটা। বড় মামি তখনই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন। আর সেই চিৎকার শুনে প্রথম দৌড়ে আসে জনক।

মহী দেখল, বড় আর ছোট দাদু দু'জনেরই মুখ গম্ভীর।

ছোট দাদু বললেন, "এত বড় সাহস যে, আবার বাড়িতে ঢুকে জুলুর গায়ে হাত দিয়েছে! তার উপর বালগোপালের কয়েনটাও খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

বড় মামু বললেন, "দ্যাখো বাবা, হুমকি চিঠিতে যাই থাকুক, এবার আমি পুলিশে ফোন করবই। সবে মাত্র ছ'-সাত মিনিট হয়েছে ঘটনাটার। যে এসেছিল সে এখনও পালাতে পারেনি বেশি দূর।"

জনক বলল, "ঠিক বলেছেন। আমি সরকারবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে দেখুন। শয়তানটাকে ধরতেই হবে।"

বড় দাদু জনককে বললেন, "ঠিক বলেছ। তবে সাবধানে যেয়ো।" তারপর বড় মামুকে বললেন, "তুই এক্ষুনি পুলিশে ফোন কর। ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।"

www.monersathe.com

মহী দেখল সরকারজেঠুকে নিয়ে জনক দ্রুত চলে গেল নীচের দিকে।

ওঁরা যেতেই নতুন ছোট দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, "জুলুর কোমরে একটা বালগোপাল ছিল, বললেন না?"

"হ্যাঁ," ছোট দাদু বললেন, "ওটা আমাদের বংশের একটা ঐতিহ্য। সমস্ত প্রথম সন্তানের কোমরে ওটা পরানো থাকে জন্মের দেড় বছর পর্যন্ত, যাতে তার কোনও অমঙ্গল না হয়।"

নতুন পকেট থেকে আবার সেই ছড়া লেখা কাগজটা বের করল। কী যেন দেখল মন দিয়ে। তারপর বলল, "ওটা কি অষ্টধাতুর বালগোপাল আঁকা কয়েন?"

"কয়েন তো নয়, মানে ওরকম চ্যাপটা আর বালগোপালের ছবি খোদাই করা। ওই এখনকার দিনে স্টিকার যেমন করে কাটা থাকে তেমন করে কাটা। আর হ্যাঁ, ওটা অষ্টধাতুর তৈরি।"

নতুন হাত মুঠো করে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিকই তো।"

"মানে?" বড় মামু ফোন করতে গিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

নতুন দ্রুত শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "'যদি প্রাণ সংশয় আট ধাতু বরাভয়/মুরলীর নবরূপ হাসি ছাড়া মুখ চুপ'।"

"কী? মাথাটা গেল নাকি?" বড় দাদু বিরক্ত হলেন এবার।

নতুন বলল, "অষ্টধাতুর কিছু যা প্রাণসংশয় থেকে বাঁচায়, বরাভয় দেয়। আর সেটা কী? না, মুরলী মানে শ্রীকৃষ্ণের নবরূপ, যার মুখে শুধু হাসি থাকে কিন্তু কথা থাকে না। মানে, বয়সে এত ছোট যে, কথা বলতে পারে না, শুধু হাসে। অর্থাৎ, শিশু কৃষ্ণ, বালগোপাল। এটাই হল চাবি। শুধু একটা পাথরের সঙ্গে সেটাকে জুড়তে বলেছে। এটাতেই একটা..." নতুন ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কাগজের দিকে।

"তুমি কী বলতে চাইছ?" বড় দাদু এগিয়ে এলেন এবার, "দেখো, তোমার চিন্তায় কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে না তো?"

"কী বললেন? ফাঁক?" নতুনকে যেন ভূতে পেয়েছে, "তাই তো, আরে তাই তো। আপনাদের পূর্বপুরুষ যে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন।"

ছোট দাদু বড় মামুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাঃ, শুধু পুলিশে হবে না, ডাক্তারকেও খবর দিস।"

www.monersathe.com

নতুন হাসল, "আপনারা পুলিশে ফোন করে আমার সঙ্গে এক্ষুনি চলুন। আমি জানি জুলুর কোমর থেকে বালগোপাল কে সরিয়েছে আর কেন সরিয়েছে।"

"কোথায় যাব?" ছোট মামু এতক্ষণে কথা বললেন।

"নীচে, আর দেরি করবেন না। প্লিজ," নতুন আর দাঁড়াল না। সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। ওর দেখাদেখি মহী আর রমও ওর পিছু নিল। এবার দাদুরাও সঙ্গী হলেন ওদের। দাদুদের দেখে বড় মামি আর মা ছাড়া সকলে অনুসরণ করলেন নতুনকে।

নতুন নীচে নেমে বড় দরজার দিকে না গিয়ে পিছনে উঠোনের দিকে এগোল। সকলে অবাক হলেও নতুনের কনফিডেন্স দেখে কিছু বলল না। এমনকী, নতুনকে যিনি সহ্য করতে পারেন না সেই ছোট মামুও চুপচাপ নতুনকে অনুসরণ করলেন।

বাইরে চাঁদের আলোয় ওঁরা সকলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। নতুন ইশারায় চুপ করতে বলল সকলকে। তারপর হাত তুলে মন্দিরের দিকে দেখাল। সকলে দেখল দূরে মন্দিরের দরজার সামনে ঝোলানো পরদার ওপারে একটা ছায়ামূর্তি ঘুরছে। মন্দিরে সারা রাত আলো জ্বললেও গ্রিলের গেটটার ভিতরে একটা পরদা ঝোলে, যার ফলে মন্দিরের ভিতরটা দেখা যায় না। কিন্তু ভিতরে যদি কেউ থাকে, তবে আলোয় তার সিল্যুট দেখা যায়।

বড় মামু ফিসফাস করে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওটা?"

নতুন বলল, "জানতে হলে আর দেরি নয়, এবার চলুন।"

ওরা সকলে একসঙ্গে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মন্দিরের সামনে। তারপর নতুন, ছোট মামু আর মহী প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন উপরে। বাকিরাও ধীরে ধীরে এলেন ওঁদের পিছনে। ওঁরা দেখলেন, মন্দিরের দরজার বড় তালাটা খোলা। আর দেরি না করে নতুন প্রায় লাফিয়ে পড়ে দরজাটা খুলে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পরদাটা। আর মহী দেখল মন্দিরের ভিতরের মানুষটাকে।

সিংহাসনের সামনে ঝোলানো পেতলের মশালটা ধরে টানাটানি করছে জনক রায়!

ওদের সকলকে দেখে জনক একেবারে থতমত খেয়ে গেল।

www.monersathe.com

নতুন এগিয়ে গিয়ে বলল, "ওখানে যে নেই জনকদা, ওটা যে ওখানে নেই।"

জনক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সকলের দিকে।

ছোট মামু এগিয়ে গিয়ে জনকের কলার চেপে ধরলেন, "তুই চুরি করছিস? সরকারবাবুকে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়ে চোর ধরার নাম করে এখানে ঢুকে চুরি করছিস তুই? একটা দুধের শিশুর গা থেকে বালগোপাল খুলেছিস? এত লোভ তোর? এত লোভ!" কথা শেষ করেই ছোট মামু ধাঁই করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন জনকের গালে।

ছোট দাদু বললেন, "তুমি এমন করলে! আমি তো বলেইছিলাম, যে ওটা খুঁজে দিতে পারবে তাকে আমি পুরস্কার দেব। তবে? তবে কেন এমন করলে?"

নতুন হাসল, "আরে আপনি আর কত টাকা দেবেন? লাল যে অনেক বেশি টাকা দেবে ওকে। লাল যে অ্যাপয়েন্ট করেছিল ওকে। ও লালের সঙ্গে কথাও বলত ফোনে। আমি তো দু'বার ওর কথা শুনেছি লুকিয়ে।"

জনক কিছু বলল না। সকলে ঘিরে ধরেছে দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট মামু জনকের পকেট সার্চ করে ঠিক বের করে আনলেন ওই অষ্টধাতুর বালগোপাল!

ছোট দাদু বললেন,"কিন্তু জনক কি উদ্ধার করতে পেরেছিল সংকেতটা?"

নতুন হাসল, "আর একটু হলে গোটাটাই পারত। কিন্তু পুরোটা পারেনি। একটা জায়গায় এসে ভুল পথে চলে গিয়েছিল।"

"তা, তুমি পেরেছ?" বড় দাদু তাকালেন নতুনের দিকে।

নতুন বলল, "পেরেছি। আর সেটা বলছি। শুনুন। 'সব যায় শুধু স্থির দেওয়ানের মন্দির।' এটা খুব সোজা। এই বাড়িটা ছিল সিরাজের দেওয়ান মোহনলালের। কিন্তু তারপর এর অনেক মেরামত আর পরিবর্তন হয়েছে। শুধু মন্দিরটা যা ছিল, তেমনি আছে। ফলে দামি জিনিস, অর্থাৎ মুক্তোটা যে এই মন্দিরে লুকনো আছে, তাতে নিশ্চিত হই। তারপর তো হিস্ট্রিটা লেখা আছে কয়েক লাইন। মানে কার হাতে ঘুরে কী করে মুক্তোটা কোথায় এল। কিন্তু আট আর ন' নম্বর লাইনে এসে আবার আমি থমকেছিলাম। দোতলায়

www.monersathe.com

অষ্টধাদুর বালগোপালের কথা জেনে আমার সেটা পরিষ্কার হয়েছিল। এবার শেষ পাঁচ লাইন আর প্রথম লাইন। এই ছ'টার ভিতরই ছিল মুক্তোটা কোথায় আছে তার হদিশ।"

নতুন থেমে সকলের দিকে তাকাল। মহী দেখল, সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে নতুনের দিকে।

নতুন আবার বলল, "বালগোপালের চ্যাপটা কয়েনের মতো জিনিসটা যে চাবি সেটা বুঝেছিলাম, কিন্তু পাথর কোনটা? কোন পাথর চাবি দিয়ে খুললে সকলে আনন্দে মেতে উঠবে? আমি এটা বুঝতে পারছিলাম না। আর তখনই স্যার বললেন ফাঁকের কথা। প্রথম লাইনে আছে 'নারায়ণ নড়ে না ফাঁক চোখে পড়ে না।' অর্থাৎ ফাঁক আছে যা আমাদের চোখে পড়ছে না। কিন্তু ফাঁক কোথায়? আরে, ফাঁক তো ছড়াতেই। শেষের চারটে লাইন তো ফাঁক দিয়ে, মানে, একটা আলাদা স্তবক করে লেখা। আর ব্যস, যেমন দেখা, তেমন নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল কোথায় লুকনো আছে মুক্তো।"

"মানে?" উঠোনের থেকে কোরাস উঠল একটা।

নতুন হাসল, "কোথায় মুক্তো লুকনো আছে, সেটা ছড়ায় তিন জায়গায় লেখা আছে। 'শাদা সব শাদা হোক আলো তার রক্ষক'। শাদা বানানটা তখনকার মতো করে লেখা। বলা হচ্ছে আলো তাকে রক্ষা করে। মানে আলো জ্বালিয়ে তার চারপাশ সাদা দিনের মতো করে রাখা হয়। কিন্তু সেটা কী? দেখলাম, 'লহ তারে শিরোপর মাথাজুড়ে অক্ষর' মাথা মানে কার মাথা? না, ছড়ার শেষ স্তবকের প্রতিটা লাইনের মাথা। এখানে তাকে মাথায় নিতে বলা হচ্ছে। শিরোপর মানে মাথায়, মানে আমাদের চিন্তায় তাকে নিতে বলা হচ্ছে। আর তাই নিয়ে গ্রাফটিং করতে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ জুড়তে। আর জুড়লেই জাল কেটে যাবে। মানে রহস্য কেটে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলাম আর দেখলাম, শেষ স্তবকের প্রতিটা লাইনের মাথার অক্ষর যোগ দিলে দাঁড়ায়..."

"শালগ্রাম!" মহী নিজের অজান্তেই বলে ফেলল।

"এলিমেন্টারি ডিয়ার ওয়াটসন, এলিমেন্টারি," নতুন পিঠ চাপড়ে দিল মহীর, "অ্যাক্রসটিক। মাইকেল মধুসূদন এমন লিখতেন। ওঁর বন্ধু গৌরকে নিয়ে এমন কবিতা লিখেছিলেন মধুকবি। প্রতিটা লাইনের প্রথম অক্ষর দিয়ে

www.monersathe.com

তৈরি শব্দ। দারুণ। প্রথম লাইনেও কিন্তু এর হিন্ট আছে, 'নারায়ণ নড়ে না' কোন নারায়ণ নড়ে না? শালগ্রাম নড়ে না। যা নারায়ণের একটা রূপ।"

"কিন্তু তুমি যে বললে তিন জায়গায় এর কথা আছে!" বড় মামু এবার বলেন।

"আছে তো। শেষের আগের লাইনে। ওই যে 'আগ্রমশাল'। যেটাকে অগ্র মশাল মানে সামনের মশাল ভেবে টানাটানি করছিল জনকদা।"

"ওটা মশাল নয়?" জনক এবার কথা বলল আবছা ভাবে।

"একটাও কথা বলবি না তুই," ছোট মামু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "মেরে তোকে তক্তা করে দেব।"

নতুন বলল, "না, ওটা সামনের মশাল নয়। ওটা একটা অ্যানাগ্রাম।"

"অ্যাঁ? কী গ্রাম? এমন গ্রামের নাম তো শুনিনি!" ছোট মামু অবাক হলেন। বড় মামুও চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন।

এবার রম বলল, "অ্যানাগ্রাম মানে একটা শব্দের অক্ষরকে উলটোপালটা করে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করার পদ্ধতি।"

নতুন মাথা নাড়ল, "ঠিক। সেই তখনকার দিনে আপনাদের পূর্বপুরুষ লেট যতীন্দ্রমোহন সিংহ সেটাই করেছিলেন। 'আগ্রমশাল' মানে, 'শালগ্রাম'। গয়ে র ফলা আকারকে ভেঙে গ্র আর আ করে দিয়েছিলেন। আর মশাল তো ছিলই। সকলে ভাবত, অগ্রমশাল লিখতে গিয়ে ভুল করে আগ্রমশাল লিখে ফেলেছেন। আর জনকদারও সেই ভুল হয়েছিল। স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন একজন নমস্য ব্যক্তি ছিলেন। একজন মাস্টার মানুষ। সবকিছু সামনে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তবু যেন আড়ালে ছিল।"

"শাবাশ!" বড় দাদু এগিয়ে এসে হাত ধরলেন নতুনের। বললেন, "তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু বড় হলে তোমায় নমস্কার জানাতাম আমি। আচ্ছা, এত ব্যাখ্যার পরেও শালগ্রাম যদি না হয়?"

নতুন বলল, "এ বংশে শালগ্রাম আর মশাল যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে আর চলে আসবেও। কারণ, এগুলো বংশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এই দুটোর একটা হতেই হবে। আর যা শালগ্রাম বলে এতদিন চালানো হয়েছে, সেটা আসলে একটা পাথরের কৌটো। নিপুণভাবে তৈরি করা। আর সেটাকে শালগ্রাম বলে চালালে কেউ অন্য কিছু ভাবতে পারবে না। খুব বুদ্ধি করে

www.monersathe.com

মুক্তোটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত মুক্তোটা যাতে চুরি না হয়, সেইজন্য শালগ্রামের বদলে একটা পাথরের কৌটো শালগ্রামের মতো করে বানিয়ে তাতে লুকিয়ে ফেলা হত মোতিটা। তবু সংশয় হওয়াটা স্বাভাবিক। তার চেয়ে হাতেকলমে দেখা যাক।"

নতুন এগিয়ে ছোট মামুর হাত থেকে চ্যাপটা বালগোপালটা নিয়ে দেখল একবার। তারপর মন্দিরের ভিতর থেকে নিয়ে এল শালগ্রামটা। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চট করে শালগ্রামটা উলটো করল। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল জোরে, "দেখুন, নীচে এই অষ্টধাতুর বালগোপালের আকারে একটা গ্রুফ কাটা আছে?"

সকলের সঙ্গে মহী দেখল, সত্যি পাথরটার নীচের তলায় বালগোপালের কয়েনের আকৃতির মতো করে কাটা।

নতুন আর অপেক্ষা না করে সেই খাঁজে বালগোপালটা বসিয়ে দিল আলতো চাপে। তারপর একটু ঘোরাতেই 'পিং' শব্দ করে ঢাকনার মতো খুলে গেল শালগ্রাম-রূপী কৌটো। আর সকলে অবাক হয়ে দেখল, তার ভিতরে ওই সামান্য আলোতেও বাচ্চাদের গালের মতো চকচক করছে এক ইঞ্চি ব্যাসের চাঁদপানা ইরানি মুক্তো!

বড় মামু বললেন, "জুলুকে ওভাবে দেখে চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে জনক ঘরে এসেছিল। আমি কি আর বুঝেছি যে ও-ই জুলুর কোমর থেকে ওটা খুলে নিয়ে বেশি দূরে যেতে পারেনি। আর তাই আমাদের চিৎকার শুনে প্রথম ঢুকেছিল ঘরে! আর তারপর চোর ধরার নাম করে নীচে এসে সরকারবাবুকে অন্যদিকে পাঠিয়ে নিজে এসেছে কাজ হাসিল করতে। কত্ত বড় শয়তান!"

জনক কিছু না বলে মাথা নিচু করে নিল।

এমন সময় উঠোনের ওইদিকে কয়েকটা বুটের শব্দ শোনা গেল। মহী দেখল চারজন পুলিশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসে বলল, "কই, কালপ্রিট কই? সত্যি দুর্গাবাবু, আপনাদের সিংহবাড়িতেও চোর ঢুকল শেষে! এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!"

ছোট মামু মুক্তোটা হাতে নিয়ে বললেন, "তবে এটা আমি রেখে দিই জেঠুর ঘরের আলমারিতে? বলা তো যায় না আবার যদি চোর আসে?"

www.monersathe.com

পুলিশ সবটা শুনে জনককে হাতকড়া পরাল। বলল, "এদের জন্যই দেশের অমূল্য সম্পদ বিদেশে পাচার হয়। এদের লোভেই সব নষ্ট হয়।"

নতুন হাতকড়া পরা জনকের দিকে তাকিয়ে বলল, "শেষ লাইনটা আপনি খেয়াল করলেন না জনকদা? 'মনে রেখো কংসের পরিণাম ধ্বংস'! দেখলেন তো কংস হলে কীভাবে ধ্বংস আসে!"

মহী নতুনের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "জব ওয়েল ডান হোমস।"

নতুন হেসে মহীর চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ওয়াটসন। মাই প্লেজার!"

॥ ১০ ॥

আজ মহীর মনটা একটু খারাপ হয়ে আছে। জীবনে ছুটিগুলো খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। কাল ওরা ফিরে যাবে কলকাতায়। আর তার আগে আজ গবেষণার কাজে দিল্লি চলে যাচ্ছে নতুন।

এই ক'দিনে নতুনকে নিজের দাদার মতো মনে হয়েছে মহীর। তাই ওর চলে যাওয়ার খবরে মনটা খারাপ হয়ে আছে।

এখন সকাল আটটা বাজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে নতুন। তাই আজ ভোর-ভোর উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে মহী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মহী দেখল, নতুনের ট্রলি ব্যাগটা বারান্দায় রাখা আছে। অর্থাৎ এবার নতুনের যাওয়ার পালা।

জনক রায়কে পুলিশ নিয়ে গিয়েছে চারদিন আগে। মুক্তোটা আর পুলিশ নেয়নি। কারণ, ওটা সিংহ পরিবারের সম্পত্তি। তবে ছোট দাদু ইতিমধ্যে কলকাতায় যোগাযোগ করেছেন। দাদুর ইচ্ছে, এই মুক্তোটা মিউজিয়ামে দিয়ে দেবেন। কারণ, ছোট জায়গায় একে আটকে না রেখে অনেক মানুষের সামনে একে আনলে ইতিহাসেরই উপকার হবে।

মহী একতলায় এসে বড় দাদুর ঘরে উঁকি দিল। আজ এই ঘরেই সকলে আছে। জনক ধরা পড়ার পরে আর ওইভাবে মুক্তো খুঁজে বের করার পরে নতুনের অন্য একটা কদর হয়েছে এই বাড়িতে। যদিও একমাত্র ছোট মামু এখনও নতুনের সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না।

www.monersathe.com

তবে মহী দেখল, ঘরে আজ ছোট মামুও আছেন। তবে জটলার থেকে একটু দূরে। মহী নিজেকে নতুনকে ঘিরে থাকা মানুষদের ভিতরে গুঁজে দিল।

বড় মামি জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন, তা তুমি ফিরছ কবে?"

নতুন বলল, "আমার দিন সাতেক লাগবে ম্যাক্সিমাম। সব জিনিসপত্র তো রেখেই গেলাম।"

"তা ঠিক," বড় মামি হাসলেন, "তুমি না থাকলে কী যে হত! ওই শয়তানটা মুক্তো খুঁজে না পেলে কী যে করত!"

"কিছু হত না," নতুন হাসল, "এতজন আছে, সকলে ঠিক সামলে দিত খারাপ কিছু হলে।"

বড় দাদু এবার বললেন, "না-না, ঠিক আছে, আর কথা বলা ঠিক হবে না। ওর দেরি হয়ে যাবে। ওকে তোমরা এবার যেতে দাও।"

নতুন বলল, "হ্যাঁ, এবার যাব। তার আগে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।"

"রিকোয়েস্ট?" বড় দাদু অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, একবার যদি মুক্তোটা দেখতে পেতাম যাওয়ার আগে। সে রাতের পর এত কিছু হয়ে গেল যে, ভাল করে দেখতে পারিনি। আজ দিনের আলোয় যদি দেখতে পেতাম।"

"আরে, হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" বড় দাদু হেসে ইশারা করলেন বড় মামুকে।

বড় মামু টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে ভিতরে রাখা একটা শ্বেতপাথরের কৌটো বের করলেন। তারপর সেটার গোল ডালাটা খুলে দেখালেন মুক্তোটা। মহী দেখল, শালগ্রামের মতো দেখতে কৌটো থেকে নতুন একটা কৌটোয় জায়গা পেয়েছে মুক্তো। মহীর মনে হল, আজ যেন মুক্তোটাকে একটু ম্লান লাগছে। যেন সেই নীল-গোলাপি ঝিলিকটাই নেই! ঘরের কেউ অবশ্য মুক্তোটাকে ধরল না, বরং কৌটো থেকেই দেখল। নতুন হেসে বলল, "ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস। এ জিনিস সত্যিই রেয়ার। চোখ সার্থক হল। আচ্ছা, আমি তবে আসি।"

বড় মামু আলমারিতে কৌটোটা রেখে দিলেন। তারপর সকলে মিলে একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন। নতুন ওর ট্রলি ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে হাঁটতে

www.monersathe.com

লাগল। বাড়ি ছাড়িয়ে বড় সিংহদরজার সামনে দাঁড়াল সকলে। বাড়ির গাড়ি অপেক্ষা করছে নতুনকে স্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দেবে বলে।

নতুন বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মহীর দিকে তাকাল, "কী ওয়াটসন? তোমাদের বাড়ির ফোন নম্বরটা তো দিলে না।"

মহী বলল, "এই যাঃ, তাই তো! ঠিক আছে বলছি। আমার তো মোবাইল নেই, আমাদের ল্যান্ডলাইনের নম্বরটা তুমি তোমার মোবাইলে সেভ করে নাও।"

নতুন প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করতে গিয়ে থমকাল। হঠাৎ ভুরুটা কুঁচকে গেল ওর। তারপর অন্য পকেটটা দেখল। জামার পকেটটা দেখল।

"কী হল?" ছোট দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

নতুন অপ্রস্তুত মুখ করে হাসল, "মোবাইলটা ঘরে ফেলে এসেছি। আর একটু হলেই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আলমারিতে বই ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে এসেছি, আর তখনই বোধহয় মোবাইলটাকেও ঢুকিয়ে এসেছি ভুল করে। আমি নিয়ে আসছি।"

মহী বলল, "আমি যাব তোমার সঙ্গে?"

নতুন হাসল, "চল।"

আরও দু'-একজন যেতে চাইল, কিন্তু ছোট মামু বারণ করলেন। বললেন, "কী হবে? ওরা তো দু' মিনিটেই ফিরে আসবে।"

বাকিদের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে মহী আর নতুন ছুটে বাগান পেরিয়ে মূল বাড়ির ভিতরে গেল। তারপর বারান্দা হয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে নতুনের ঘরে পৌঁছল। সত্যি আলমারিতে মোবাইলটা ঢুকিয়ে রেখেছিল নতুন। মহী ভাবল, নতুনদাটা কী অন্যমনস্ক!

মোবাইল নিয়ে ওরা নেমে এল নীচে। বড়দাদুর ঘরের সামনের বারান্দায় এসে আবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন, "ধ্যাত্তেরিকা। দেখেছিস, মোবাইলটা আনলাম, চার্জারটা আনলাম না। আমার যে আজ কী হয়েছে!"

মহী হাসল, "ঠিক আছে। তুমি তোমার আলমারির চাবিটা দাও, আমি নিয়ে আসছি। তোমায় আর উপরে যেতে হবে না।"

www.monersathe.com

"থ্যাঙ্কস ওয়াটসন!" নতুন হেসে মহীর হাতে চাবিটা দিল।

মহী উপরে যেতে যেতে বলল, "এনি টাইম মাই ডিয়ার হোমস।"

চার্জারটাও আলমারির ভিতরে ছিল। প্রায় দশটা চাবির থেকে বেছে আলমারি খুলে চার্জার নিয়ে আসতে মহীর মিনিট পাঁচেক লাগল। ও নীচে এসে দেখল, হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে নতুন।

নতুনের সঙ্গে মহী দু' পা বাড়াতেই ওরা দেখল বাড়ির সকলে এসে পড়েছেন ওদের কাছে।

বড় দাদু বললেন, "কী হল? নতুন এত দেরি করছ? ছোট বলল, দেখতে কেন লেট হচ্ছে। আরে, ট্রেন যে বেরিয়ে যাবে!"

নতুন বলল, "আমরাই ভুল তাই..."

হঠাৎ পিছন থেকে ছোট মামু ভিড় ভেঙে এগিয়ে এলেন সামনে, বললেন, "তা আজ না গেলেই নয় নতুন?"

নতুন একটু অবাক হল, তবে হাসি মুছল না, বলল, "না ছোটদা, যেতে তো হবেই। এমন কাজ যে কী বলব!"

"কিন্তু তোমার যে ভাই এখন যাওয়া হবে না।"

"মানে?" নতুন বলার আগে ছোট দাদু বললেন, "আবার কীসব পাগলামি শুরু করলি তুই?"

ছোট মামু হাসলেন, "ওর সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি। তাই ভাবছিলাম, আজ ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেব।"

নতুন শান্ত গলায় বলল, "কোনও প্রবলেম নেই ছোটদা। আমি ফিরে আসি, তারপর সব হবে।"

ছোট মামু বলল, "তোমার জন্য পুজো দিলাম যে!"

"পুজো? আবার পাগলামো করছিস!" ছোট দাদু চোয়াল শক্ত করলেন, "যাওয়ার সময় এসব কী শুরু করলি?"

ছোট মামু পাত্তা না দিয়ে পকেট থেকে একটা পলিথিনের বোতল বের করে বললেন, "এতে ভাই চরণামৃত আছে। আমি সকালে গিয়ে পুজো দিয়েছিলাম মন্দিরে। সেখানকার চরণামৃত। একটু নাও। তোমার কার্যসিদ্ধি হবে।"

"কেন এমন করছিস?" বড় মামু এবার বাধা দিতে এলেন।

www.monersathe.com

নতুন হাসল, "কোনও অসুবিধে নেই, চরণামৃত তো আমি খাচ্ছি। আপনি আমায় দিন।"

ছোট মামু বোতলের মুখ খুলে নতুনের বাড়িয়ে দেওয়া হাতের উপর কাত করল বোতলটা। ধোঁয়া রঙের জল বোতল থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল নতুনের হাতের পাতায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল সকলে। মহীর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ও দেখল, নতুনের হাতের আঙুল থেকে পাতা পর্যন্ত নিমেষে লালচে গোলাপি হয়ে গেল।

নতুন ঘাবড়ে গেল হঠাৎ। লাফিয়ে ছিটকে উঠে বলল, "এসব কী? কী করছেন এসব?"

ছোট মামু বোতলটা হাত থেকে ফেলে আচমকা কলার চেপে ধরলেন নতুনের, "বের করো, মুক্তো বের করো এক্ষুনি।"

"মানে! কী বলছেন?" নতুন তোতলাচ্ছে।

"মানে যে মুক্তোটা হাত সাফাই করছ, সেটা বের করো।"

"কী যা তা বলছেন! আর, আর এই হাতে কী দিয়েছেন এসব? ম্যাজিক করছেন?" নতুন ছোট মামুর হাতে ছটফট করছে।

ছোট মামু বললেন, "না, আমি ম্যাজিক করি না। এটা সায়েন্স। আমি জানতাম, জনক রায়ের পিছনেও কেউ আছে। আমি প্রথম থেকে দেখছি, তুমি জনকের পিছনে ঘুরঘুর করতে। স্টোরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে টর্চ নিয়ে বই ঘাঁটতে। মন্দিরের ভিতরে ঘুরতে। মুক্তোটার রহস্য অমনভাবে জনকের বোকামোর জন্যই সবার সামনে ফাঁস হয়ে গেল। নইলে তুমি নিজেই সবার অলক্ষ্যে ওটা গায়েব করতে। তাই ওটা সেদিন রাতে আমি সেফলি রাখার জন্য নিয়ে এসেছিলাম জেঠুর ঘরে। আমি জানতাম, তুমি ওটা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। তাই আমি মুক্তোর গায়ে খুব মিহি ফেনলপথ্যালিন পাউডার লাগিয়ে রেখেছিলাম। কেউ মুক্তোটা ধরলে তার হাতেও সেই পাউডার লাগবে। আর এই বোতলে আছে চুন জল। ছোট ছেলেমেয়েদের সায়েন্স এটা। চুন জল হল ক্ষার। এটা ফেনলপথ্যালিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এমন লাল রং দেয়। যা কিছু পরে আবার নিজেই মিলিয়ে যায়।"

মহী চোখ বড় বড় করে দেখল হোমস বদলে গিয়েছে এখন। ও বুঝল,

www.monersathe.com

ওকে উপরে চার্জার আনতে পাঠিয়ে সেই সুযোগে বড়দাদুর ঘরে ঢুকে মুক্তোটা সরিয়েছে নতুন। খুব বুদ্ধি করে, ঠান্ডা মাথায় গোটা প্ল্যানটা করেছিল নতুন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না।

মহী দেখল, নতুনের হাতের পাতা ক্রমশ নিজের রং ফিরে পেলেও ওর ফরসা মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে একদম।

ছোট মামু এবার নতুনের তল্লাশি নিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনলেন পাথরটা। রুমাল দিয়ে পাথরটা মুছে বারান্দায় আসা রোদে তুলে ধরলেন সেটা। আর সঙ্গে সঙ্গে লাল-নীল রঙের সিল্কের সুতো যেন নিমেষে খেলে গেল মুক্তোর গায়ে!

ছোট মামু বললেন, "তোমায় আমি লালের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে শুনেছিলাম এক রাতে। তবে তোমায় বমাল না ধরতে পারলে কিচ্ছু প্রমাণ করা যেত না। যাওয়ার আগে তুমি মুক্তোটা দেখতে চেয়েছিলে, সেটা ঠিক কোথায় রাখা আছে তা জানার জন্য। তারপর মোবাইল ফেলে আসার নাম করে তুমি যখন বাড়ির ভিতরে আসতে চাইলে আবার, তখনই বুঝেছিলাম তুমি মোবাইলের বাহানায় এই কাজটা করবে। তাই আমি সকলকে তোমার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে আসতে বারণ করেছিলাম। আর এমনিতে তো তোমায় সার্চ করতে দিতে না। তাই ফেনলপথ্যালিনটা জরুরি ছিল। কারণ, তোমায় হাতেনাতে ধরার আগে কোনও উপায় ছিল না।"

বাড়ির সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছোট মামুর দিকে।

ছোট মামু হেসে বললেন, "তা ছাড়া, সেই নাড়ুর বদলাটাও যে নেওয়ার ছিল। এবার পুলিশের কাছে গিয়ে বাদবাকি গবেষণাটা কোরো। কেমন?"

ছোট মামুর হাত থেকে মুক্তোটা নিয়ে বড় দাদু আর একবার দেখতে গেলেন, আর ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটল। সকলের ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ছোট মামুর হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নতুন দৌড় লাগাল বারান্দা দিয়ে। একবার এই জটলার থেকে বেরোতে পারলে ওকে ধরবে কে? সকলে হতচকিত হয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে "ধর, ধর," চিৎকার করে উঠলেন।

মহী দেখল ওর দিকেই এগিয়ে আসছে নতুন। আর বেশ জোরেই আসছে।

www.monersathe.com

চোখে মুখে একটা হিংস্রতা। মহী জানে নতুনকে হাত দিয়ে আটকাতে পারবে না ও। বরং আটকাতে গেলে ছিটকে যাবে।

তাই মহী ওভাবে আটকাবার চেষ্টাই করল না। ও চট করে সরে গেল নতুনের সামনে থেকে আর দৌড়ে যাওয়া নতুনের পা লক্ষ্য করে নিখুঁত একটা ল্যাং মারল।

ওঁক করে শব্দ করল নতুন। তারপর ছিটকে গিয়ে পড়ল দশ হাত দূরে। এই সুযোগে বড় মামু আর ছোট মামু গিয়ে চেপে ধরলেন ওকে। অবশ্য তার আর দরকার ছিল না। কারণ, তার আগেই এমন করে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছে নতুন।

ছোট মামু মহীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "থ্যাঙ্কস, মাই ডিয়ার ওয়াটসন।"

মহী হেসে বলল, "এনি টাইম, এনি টাইম হোমস।"

এরপর পুলিশে খবর দেওয়ায় পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল নতুনকে। যাওয়ার আগে তারা বলে গেল যে, জনকের থেকে মিস্টার লালের খোঁজও পাওয়া গিয়েছে। আর তাকেও যে-কোনও দিন ধরা হবে। মুক্তোটাকে নাকি বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার প্ল্যান করেছিল লাল!

সব মিটে গেলে মহী ছোট দাদুকে জিজ্ঞেস করল, "সব তো হল, এবার বলো তো, স্যার রজার ডৌলারটা কে?"

"ওমা! এটা জানিস না?" ছোট দাদু হাসলেন, "স্যার রজার ডৌলার হলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তাঁর সময়কার ব্রিটিশরা তাঁকে এই নামেও ডাকত। বুঝেছিস!"

"তাই?" মহী ওর হাই পাওয়ারের চশমাটা তুলে চোখ বড় বড় করে শ্বেতপাথরের বাক্সে রাখা মুক্তোটা তুলে নিল হাতে। বলল, "এটা তা হলে স্যার রজার ডৌলারের মোতি!"

"হ্যাঁ, সেদিন বাংলাকে বিদেশিদের হাতে যাওয়া থেকে আটকানো যায়নি, কিন্তু আজ আমরা মুক্তোটাকে বিদেশিদের হাতে যেতে দিলাম না। কী বল?" ছোট মামু হাসলেন মহীর দিকে তাকিয়ে।

www.monersathe.com

মহী হেসে বলল, "ঠিক বলেছ, এবার শুধু নারকোল নাড়ুর ক্যাপসুলটা সুইডেনের লোকদের খাইয়ে দিও। ব্যস, তা হলেই নোবেল আমাদের।"

ছোট মামু রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললেন, বললেন, "না, ওদের খাইয়ে নাড়ু নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে আমরাই সাঁটিয়ে দিই চল। নারকেল নাড়ু নোবেলের চেয়ে অনেক ভাল, বুঝলি!"

---

www.monersathe.com

9 789350 406731

www.monersathe.com